জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৫ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৯ইং

২৭ রবিউল আউয়াল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

"আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসুল করিম (সঃ) এঁর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।"

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৫ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৯ইং
২৭ রবিউল আউয়াল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

"আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসুল করিম (সঃ) এঁর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।"

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৫ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজী

২৭ রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবী (সঃ) ও ওরশ শরীফ সংখ্যা

প্রচ্ছদ

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

মোবাইল : ০১৮১৬-০৩৫৫৯১, ০১৭১১৮১৭২৭৪

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

Website : www.sufimaizbhandar.com

শুভেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদকীয়

বিশ্ব মানব জগতে পরম করুণাময় খোদাতালার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান ''ফজিলতে রাব্বানী'' গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টানিয়া আনিয়া নব জীবন দান করিয়া সুপথগামী করিয়াছিলেন। তাঁহার তরিকা গ্রহণকারীরা সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্ছে আম্মারা হইতে কামেলা ও ''উছুলে সাব'আ'' সপ্ত পদ্ধতির মধ্যস্থতায়, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এই দুইটাকে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সমন্বয় করিয়া কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও খেদমত-ছোহবতের বরকতে বহু লায়েক আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতাপ্রাপ্ত হাল জজ্বায় খোদা প্রেমমত্ত অলিউল্লাহ রূপে হযরত কেবলার খলিফা হিসাবে বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার বেলায়তের রূহানী শক্তির বদৌলতে সমাধিস্থ আউলিয়াদের প্রতি ফয়েজ দানে সজাগ করিয়া দলে দলে তাঁহাদের অনুস্বরণে বিশ্ববাসীকে খোদার প্রতি আকৃষ্ট করাইয়াছিলেন। তাঁহার মহান শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী ওরশ শরীফ আগামী ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজী রোজ বুধবার মহাসমারোহে মাইজভাণ্ডার শরীফে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী, ভাষাবিদ, ভক্ত, সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানা ভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয়গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীন, স্থলাভিষিক্ত, শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় রূহী ওয়ারেছ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব সাজ্জাদানশীনের অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া অনেক মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া তাঁহার পরিচয় দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন পূর্বক পীরে তৃরীকতের কার্যক্রম বা ছায়ের বা ছায়ের পীরি করেন নাই বিধায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সর্বস্তরের লোকজন অবহিত নহেন। সুতরাং তরীকায় দাখেল হওয়ার সুবিধার্থে, তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতার পরিচিতি তুলিয়া ধরার জন্য মানব ও মানবতার কল্যাণে ''আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী'' কে নিবেদিত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ''মানব সভ্যতা'' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ''অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত ''আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী'' সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়ন মূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে ''হানেফী মজহাব'' এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলী উল্লাহ্র নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর ''সাজ্জাদানশীন'' সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে ''সাজ্জাদানশীন'' মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।''

অছীয়ে গাউছুল আজম এঁর সেই প্রচেষ্টা উদ্যোগকে জারী রাখিতে সেই ধারাবাহিকতায় ও দিগনির্দেশনায় ''আঞ্জুমান''কে পরিচালিত করিতে আশেক, ভক্ত-অনুরক্ত, মুরিদানগণের সম্মুখে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরিকা, ছিলছিলার স্বরূপ এবং পরিচয় তুলিয়া ধরিতে সহায়ক রূপে বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ''জ্ঞানের আলো'' ম্যাগাজিন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছেন।

সেই ক্রমে তিনি ''জ্ঞানের আলো''র মাধ্যমে তরিকতের প্রচার প্রসার বিশ্বব্যাপী পৌঁছানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে, তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বিভিন্ন স্তরের লেখকগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তবে আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় পত্রস্থ করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিকভাবে দুঃখিত। উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে সর্বস্তরের গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি আগামীতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আমাদের এই পবিত্র প্রয়াসের সাথে একাত্মতা, আন্তরিকতা ও মহানুভবতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে যাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতে দোআলম, বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকুটধারী বাদশা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার পবিত্র ১১৩তম ওরশ শরীফ, ২৭শে রবিউল আওয়াল মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিলে শরীক হইয়া ফয়েজ বরকত হাছিল করিয়া আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সর্বাত্মক বরকতময় হউক। ''আমিন''

হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ .

তরজমা ঃ (হে মাহবুব, স্মরণ করুন) যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছে, আর আল্লাহ্ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। (সূরা আনফাল, আয়াত ৩০)

শানে নুযুল ঃ উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন যে, একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তা হলো- পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন পবিত্র মক্কায় জানাজানি হয়ে গেল, তখন মক্কার কোরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপার মক্কার ভিতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন মদীনাতেও যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু ছাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র পবিত্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত কতেক ছাহাবীই হিজরত করে মদীনা গেছেন। কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুল নাদওয়াহ' হতে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। দারুল নাদওয়াহ্ ছিল পবিত্র মসজিদুল হারাম সংলগ্ন কুসাই বিন কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা বাড়ীটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমানে বাবুয্ যিয়াদাতই সে স্থান যা তৎকালে দারুলনাদওয়াহ' বলা হত। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কোরাইশ্ নেতৃবর্গ দারুল নাদওয়াহতেই সমবেত হয়েছিল। যাতে আবু জেহেল, নদর বিন হারেছ, উমাইয়া বিন খালক, ওতবা, শায়বা, আবুল বুখতারী, হিশাম বিন আমর এবং আবু সুফিয়ান প্রমুখ অংশ গ্রহণ করে এবং রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। আর এ সভাতেই অভিশপ্ত ইবলিস এক শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে সে বলতে লাগল– আমি হলাম শায়খে নজ্‌দী। আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে যথাযথ রায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করবো। তারা তাকেও এতে শামিল করে নিল। অতঃপর রসুলে পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মতামত প্রদান আরম্ভ হলো। আবুল বুখতারী বললো, আমার প্রস্তাব এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো। দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু একটা ছিদ্র রাখ। তা দিয়ে কখনো কখানো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান ওরফে শায়খে নজ্‌দী খুবই নাখোশ হয়ে বললো–এটা খুবই ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব। এ খবর প্রকাশ পাবে এবং তাঁর ছাহাবীরা এসে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

তোমাদের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। উপস্থিত সবাই বললো শায়খে নজ্‌দী ঠিক বলেছেন। তারপর হিশাম বিন আমর প্রস্তাব দিল– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের উপর আরোহন করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিস্কার করা হোক। অতঃপর তিনি যা ইচ্ছে তাই করুন। তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। ইবলিস এ প্রস্তাবটাকেও নাকচ করে দিল এ বলে যে, যে লোক তোমাদের ও তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকেও পর্যন্ত হতভম্ব করে ফেলছেন; তাঁকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা কি তাঁর মধুর কথা, তরবারীরূপী অকাট্য বাণীর মর্মস্পর্শীতা দেখনি। যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদের সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে। উপস্থিত সবাই শায়খে নজ্‌দীর মতামতকে যথার্থ বলে মন্তব্য করলো। অতঃপর আবু জেহেল প্রস্তাব করলো যে, কোরাইশ বংশের প্রতিটি গোত্র থেকে এক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে নির্বাচিত করে তাদের হাতে ধারালো তরবারী দেয়া হোক। যাতে সবাই এক দফাতেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর হামলা করে শহীদ করে (নাউযুবিল্লাহ্)। তখন বনী হাশেম কোরাইশদের সকল গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। শেষ ফয়সালা এটাই হবে যে, দিয়ৎ তথা রক্তপণ দিয়ে মীমাংসা হোক। অভিশপ্ত ইবলিস আবু জেহেল এর প্রস্তাব গ্রহণ করে তার খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলো।

পক্ষান্তরে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা শুনার আরজ করে বললেন– ওহে আল্লাহ্‌র রসূল, অদ্য রাত আপনি নিজ শয়ন কক্ষে অবস্থান করবেন না। আল্লাহ পাক আপনাকে পবিত্র মদীনা (ইয়াছরিব)'র দিকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিজ শয়ন কক্ষে রাত্রি বেলায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে বললেন– আমার চাদর শরীফ মুড়িয়ে শুয়ে থাকবে, কোনরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজুরা শরীফ থেকে বাইরে এসে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে–

انا جعلنا فى اعناقهم اغلالا .... لايبصرون .

পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা প্রত্যেকের চোখে মাথায় গিয়ে পড়লে সবার দৃষ্টি লোপ পেল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলো না। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিদ্দীকে আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কাবাসীদের আমানত পৌঁছে দেয়ার জন্য রয়ে গেলেন। কাফির মুশরিকগণ সারারাত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হুজুরা মোবারক পাহারা দিয়ে ভোরে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করে দেখতে পেল হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে। এরপর তারা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খোঁজে বের হয়ে তালাশ করে অবশেষে 'সওর' পর্বতের গুহায় পৌঁছে দেখতে পেল গুহার মুখে মাকড়সার জাল। তারা মন্তব্য করলো– যদি তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত থাকতো না। এ ধারণায় তারা চলে গেল। হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান করে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাহর দিকে রওয়ানা হলেন। উদ্ধৃত ঘটনার বর্ণনায় আলোচ্য আয়াতে করীম অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে কবীর, রুহুল মা'য়ানী, বায়জাভী, খাজেন, মাদারেক ও রুহুল বায়ান শরীফ)

আনুষাঙ্গিক আলোচনা ঃ আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন অভিশপ্ত ইবলিস তার অনুসারী অনুগামী কাফির-মুশরিকদের সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহায়তা করে থাকে। এমনকি মানবাকৃতি ধারণ করে প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করে দ্বীন পরিপন্থী কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যা উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুলসহ অন্যান্য দলিলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের

প্রেরিত ও প্রিয়তম সত্ত্বা নবী-রসূলগণ ও তাঁদের যথার্থ অনুসারী অলী আল্লাহগণের জন্য অপরিহার্য যে, সত্যিকার মুমিন নর-নারীগণকে বিপদাপদের মুহূর্তে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যে কোন অবস্থায় স্বীয় দর্শন দানে ধন্য করা। আর বাস্তবতার আলোকে এটা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, খোদায়ী কুদরত ও শক্তিসত্তার বিকাশ স্থল ফেরেশতাকুল ও নবী অলীগণ আল্লাহ্‌র বান্দাদের সব সময় সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। যথা–

দ্বিতীয় হিজরীতে আরবের বদর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধ মুজাহিদীনে ইসলামের সাহায্যার্থে ফেরেশতা নাযিল হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদরা যুদ্ধের ময়দানে রাসূলে আকরাম নুরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ইমাম হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহ আনহু এবং দাতাগঞ্জে বখ্‌শ লাহোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যা তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। (তাফসীরে নাঈমী শরীফ)

আল্লাহ্‌র বাণী . ويمكرون ويمكر الله এর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শান-মান মর্যাদা ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করা অভিশপ্ত শয়তান ও শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের চিরন্তন স্বভাব। আর তাদের মোকাবেলায় নবীর মান-মর্যাদা ও ইসলামের মহিমা রক্ষার নিমিত্তে সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এ দুই দল আল্লাহ্‌র দল ও শয়তানের দল হিসাবে আখ্যায়িত। এই দুই দলের তৎপরতা মহাপ্রলয় অবধি পৃথিবী পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনে করীমের ফায়সালা, আল্লাহ্‌র দলই চিরদিন সফলকাম ও বিজয়ী হবে। আর শয়তানের দল চিরতরে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হবে। উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযূল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমানত সেটা বন্ধুর পক্ষ থেকে রাখা হোক কিংবা শত্রুর পক্ষ থেকে মুমিনের তরফ থেকে রাখা হোক কিংবা কাফির-মুশরিকের তরফ থেকে সর্বাবস্থায় মালিকের নিকট আমানত সোপর্দ করা ওয়াজিব-অপরিহার্য। যেমন ঃ রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী শেরে খোদা রদ্বিয়াল্লাহুকে হিযরতের সময় পবিত্র মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন মক্কার মুশরিকদের আমানত তাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য। হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে– ওই ব্যক্তির নিকট ঈমান নেই যার কাছে আমানতদারী নেই (সুবহানাল্লাহ)। যারা রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের আমানত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের সামনে আমানতদারীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ পাক সবাইকে এ ধরণের অনুপম আদর্শ চর্চা করে উভয় জাহানে ধন্য হওয়ার তাওফীক নছীব করুন। আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

হাদিসের আলো

কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انّه قال انى عندالله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمستجدل فى طينته وساخبركم باول افرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امى التى أت حين وضعتنى وقد خرج لها نورا ضاءلها منه قصور الشام (رواه فى شرح السُّنَّةِ) .

অনুবাদ ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইরবাদ ইবনে ছারীয়া (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন– তিনি ইরশাদ করেছেন আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট ঐ সময় সর্বশেষ নবী হিসেবে চূড়ান্ত, যখন আদম (আঃ) কে প্রাণহীন শক্ত মাটির উপর রাখা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে আমার নবুওয়াতের সুচনার সংবাদ দেব। আমি ইব্রাহিম (আঃ) এঁর দোয়া এবং ঈসা (আঃ) এঁর সুসংবাদ ও আমার আম্মার স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন যা তিনি আমার ভূমিষ্টলগ্নে দেখেছিলেন। তাঁর নিকট এমন এক জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছিল যার আলোতে তাঁর নিকট শামদেশের প্রাসাদসমূহ ভেসে উঠেছিল। (শরহুচ্ছুন্নাহ, মিশকাত শরীফ পৃঃ ৫১৩)।

বর্ণনাকারীর পরিচিতি ঃ হযরত ইরবাদ ইবনে ছারিয়া (রঃ) এঁর উপনাম- আবু নাজিহ আছুলামী। তিনি ‘‘আসহাবে সুফ্‌ফার’’ অন্যতম একজন। তিনি শাম দেশে বসবাস করতেন। আর ওখানেই ৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে অপর সাহাবী হযরত আবু উমামা ছুদাঈ ইবনে আজ্‌লান (রঃ) এবং তাবেয়ীনের একদল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য হাদিসে একাদিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবৃত হয়েছে। যা নিম্নে বর্ণিত-

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ঃ প্রথমত এখানে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র নিকট চূড়ান্ত হবার বিষয়টি এতো পূর্বের যে, তখন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এঁর সৃষ্টিও পূর্ণতা লাভ করেনি। বরং তাঁর দেহাকৃতিও সম্পন্ন হয়নি সুতরাং তাঁর দেহ মুবারকে তখন প্রাণসঞ্চারের তো প্রশ্নই আসে না। এখানে চিন্তনীয় বিষয় হলো-প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামের সামনে এ উক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে কি বুঝাতে চেয়েছেন। অতঃপর বিষয়টিও কি অতো সহজবোধ্য যে, বললেই বুঝে এসে যাবে? তারপর কথা হলো এ উক্তির মর্মার্থ কি? কারণ, সব বিষয়তো মহান আল্লাহ্‌র নিকট ওভাবে সংরক্ষিত। অতএব, এখানে বুঝে নিতে হবে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরাম তথা উম্মতের নিকট তাঁর মহান মর্যাদা তুলে ধরেছেন, যাতে বিষয়টি সবিস্তারে না বুঝলেও কমপক্ষে তিনি যে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অধিক মর্যাদাবান তা বুঝতে পারেন। সাধারণতঃ কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নিজের মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেন না। করলে তা হাস্যকর হয়ে উঠে। কিন্তু, হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন নিজেই নিজের মর্যাদা বর্ণনা করছেন। তাঁকে শুধু ‘‘আল্লাহ্‌র রসুল’’ এতটুকু বিশ্বাস করা কি ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়? এসব আরোপিত প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ঈমান রক্ষার স্বার্থে।

আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র নিকট চূড়ান্ত। যা যে ভাবে আছে সে ভাবেই বাস্তবায়িত হবে। তেমনিভাবে নবী-রসুলগণ (আঃ) এঁর নবুওয়াত রেসালাতের বিষয়ও চূড়ান্ত করা আছে। যদি আলোচ্য হাদিসে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ''শেষ নবী হিসেবে'' আল্লাহ তায়ালার নিকট লিপিবদ্ধ থাকার বিষয়টি এভাবে হয়, তাহলে এখানে বিশেষত্বের কি আছে। তাই হাদিস বিশারদগণ বলেছেন- বিশেষত্বের বিষয় হলো যে, তিনি ঐভাবে ছিলেন না। বরং কার্যত তাঁর সব মর্যাদা নিয়ে তিনি নুরানী অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন মহান আল্লাহ্‌র নিকট।' (মাদারেজুন্নবুওয়াত দ্রষ্টব্য)

সাহাবা কেরামের সামনে এ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করার পেছনে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো তাঁদের নিকট তাঁর মহান মর্যাদা তুলে ধরা। যাতে তাঁরা এবং পরবর্তী উম্মতগণ এ বিষয়ে সচেতন হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একটি শ্রেণী এ বলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে- যে, কখন কোন নবী বা কোন অলী কি ছিলেন, কি তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, কেমন তাঁর মর্যাদা ইত্যাদি আমাদের কি প্রয়োজন? এগুলো সমাজ পরিবর্তনে কি কাজে আসবে? এখন উচিত হচ্ছে জনসমক্ষে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের কথা বলা। তাই তাদের বক্তব্যে, লিখনীতে ও আলোচনায় নবী-রসুলগণ (আঃ) এমনকি নবীকুল শিরোমণি হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ও তাঁর মহান মর্যাদার বর্ণনা স্থান পায় না।

এ হলো তাদের নবী-অলী বিদ্বেষী হবার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, কাফির মুশরিকদের মত তারা মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবী-রসুলগণকে (আঃ) সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড় করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং- তারা ইসলামী সমাজ কায়েমের দোহাই দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের নবী-রসুলগণের মহান মর্যাদা সম্পর্কে জানতে দিচ্ছে না। আমাদের কথা হলো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দর্শনের যিনি মূল তাঁর আলোচনা বাদ দিলে কখনো তা সফল হবে না। বরং চরম ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে, এমনই বর্তমানে হচ্ছে। যাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে কাফির মুশরিকগণ পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ তাঁদেরকে আলোচনার বাইরে রেখে বা তাঁদের মহান মর্যাদাকে খাটো করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্টার স্বপ্ন-স্বপ্নই থেকে যাবে। অতএব, বর্তমানে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের নিকট প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তা'বে তাবেয়ীন ও আউলিয়া কেরামের মর্যাদা, ইসলামের প্রচার প্রসারে তাঁদের অনন্য অবদান তুলে ধরতে হবে। পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন ও আউলিয়া কেরামের শরীয়ত সম্মত উপায়ে ওরশ মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য এটাই।

অতঃপর আমাদের জেনে যাখা উচিত যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মর্যাদা নিজে কেন বর্ণনা করলেন। আসলে তিনি নিজের মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেননি, বরং-মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তাঁর যে মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। যাতে কেউ অপব্যাখ্যার সুযোগ নিতে না পারে, বা ভুল ব্যাখ্যা করে কেউ যেন পথভ্রষ্ট না হয়। যেমনটি হয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) এঁর বেলায়! আরো কারণ হলো তাঁর ব্যাখ্যা হবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সম্পূর্ণ নির্ভূল। এটাও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, তাঁর যথার্থ মর্যাদাদানের উপর মুসলমানের ঈমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ বিষয়টি প্রত্যেক নবী-রসুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, নবী-রসুলগণ (আঃ) যে, মহান আল্লাহ্‌র নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী তা বিশ্বাসের বেলায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ঈমান ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তাই তাঁরা প্রথমতঃ নিজের মহান মান-মর্যাদা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজেদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিজেরাই বর্ণনা করেছেন আমাদের ঈমানের স্বার্থে। সাথে অন্য নবীর মোকাবিলায় বড় করে

না দেখার বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। এ ধরণের বর্ণনাকে কোরআন-সুন্নাহ বিশেষজ্ঞগণ ''তাওয়াযু'' تواضع বা ভদ্রতা-নম্রতা হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

কলেমা-এ-তাইয়্যেবার সহজ অর্থ-আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসুল। এর অর্থ যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত, তার ব্যাখ্যা ও পরিধি কিন্তু ততটুকু নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস ও মানার অর্থ হলো তাঁর যাবতীয় গুণাবলী সহকারেই মানা। অনুরূপভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ''রাসুলুল্লাহ'' মানার অর্থও তাঁর যাবতীয় গুণাবলী, বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্যসমূহ সহকারে মানা। অন্যথায় ঈমান বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এটা মানা-না মানা একই হিসেবে গন্য হবে, বরং তার চেয়েও মারাত্মক। তাই তো মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত অনেক বাতিল ফেরকা নিঃসন্দেহে কাফির, অথচ তারা সর্বদাই কলেমা-এ-তাইয়্যেবাহ পাঠ করে থাকে। যেমন কাদিয়ানী, তারা কলেমা-এ-তাইয়্যেবা পাঠ করে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ''আল্লাহ্‌র রসুল'' মানে। কিন্তু তাঁর অন্যতম একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য তিনি খাতামুন্নাবীয়ীন বা সর্বশেষ নবী এ একটি বিষয়কে না মানার কারণে বিশ্ব ওলামা তাদের কুফরীর বিষয়ে একমত। তিনি ''সর্বশেষ নবী'' হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হাদিসের মূল আলোচ্য বিষয়ও। আল্লাহ আমাদের সত্য উপলব্ধি করার মানার ও অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। -আমিন।

শায়খুল হাদিস : ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম, এ) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

আখেরী চাহার শোম্বা উপলক্ষে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানু ছাল্লেমু আলা হাবিবিহিল করিম, আম্মাবাদ

পবিত্র খত্মে কোরআন শরীফ, খত্মে বোখারী শরীফ ও খত্মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব এবং উপস্থিত বার আউলিয়ার পূন্যভূমি চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মানিত অধ্যক্ষবৃন্দ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ ও মুহাদ্দেসীন কেরাম ওলামায়ে এজাম- আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু।

পরম করুণাময় দয়াময়ের প্রিয়তম মাহবুব যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ, বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ, মহান স্রষ্টার সর্বাধিক প্রিয়, সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত, ইহ ও পরকালীন জীবনে সকলের মুক্তির একমাত্র উপায়, সৃষ্টি জগতের উৎস ও প্রাণ কেন্দ্র, আল্লাহ্ প্রদত্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বসৃষ্টির কল্যাণ ও করুণাসিন্ধু, উৎকৃষ্টতম চরিত্রের পরিপূর্ণতার অধিকারী, মুক্ত খোদা দীদার মেরাজ প্রাপ্ত, আক্কা মওলা রহমতে দো'আলম, নুরে মোজাচ্ছম হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হইতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হইয়াছিল- একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। তিনিই এই দুইটি নেয়ামতের মাধ্যমে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অধিকার করিয়া আল্লাহ্তায়ালার একমাত্র প্রিয়তম মাহবুব নামে আখ্যায়িত ও মেরাজ মিলনে মুক্ত দীদার লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বেলায়তী ক্ষমতায় মুক্ত খোদা মিলন পথ আবিষ্কার করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল ও পথ উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার বদৌলতে নবী, অলী, জ্বিন, মানব সকলেই তাঁহার উম্মতে শামিল হইতে খোদার দরবারে প্রার্থণা জানাইয়াছেন। তাঁহার পর আর কোন নবী নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বেলায়তে এহছান আবহমান কাল পর্যন্ত জারি থাকিবে।

এই মহান বেলায়তের ধারাবাহিকতায় নবুয়ত যুগের শেষে তাঁহার পবিত্র ধর্মের হেফাজতকারী অলী উল্লাহরূপে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম ও বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডার গ্রামে ১২৪৪ হিজরীতে নায়েবে মোস্তফা (সঃ) হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন।

তাঁহার বাণী ঃ- " আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, হজরত রাসুল করিম (সঃ) এঁর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরাণে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।" তাঁহার সুবাদে তিনি বিল মালামত, বিল বেরাছত, বিদ্ দারাছত, বিল আছালত বেলায়তের চর্তুবিদ দরজার সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়া গাউছুল আজম সাব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি সারা জীবন "ছায়ের" বা পীরি প্রচার বিহীন বুজুর্গী সাধনা ও রেয়াজত মূলে নিজ আস্তানায় থাকিয়া "তৌহিদ" বা খোদার একত্ববাদ, আত্মসংশোধন, সংযম, অনর্থ পরিহার, খোদা নির্ভরতা, সাম্য, দয়া প্রভৃতি আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সম্মান হাতের মধ্যাঙ্গুলি সদৃশ্য মাথা উঁচু

ছিল। তাই সকল শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সফলতা প্রার্থী হইত। তিনি কাহারো বাড়ি গিয়া হেদায়ত বিতরণ মানসে পীরগিরী করেন নাই। তৃষ্ণাতুর পবিত্রতা কামী ব্যক্তি শরীরের পবিত্রতা হাছিল করেন পুকুরে, পুকুর স্ব-স্থানে বিদ্যমান থাকে, কাহারো কাছে যায় না। তিনি এমন এক খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগনের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন ও দিচ্ছেন। কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না, তাঁহার সাথে হজরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথেও খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ বুজুর্গানে দ্বীনে মতীনদের মধ্যে অনেকে তাঁহার সম্পর্কে উচ্চস্তরের মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেলরা কিরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। যাহার ফলে তাঁহার ফয়েজ বরকতের বদৌলতে বাংলা, বার্মা, ভারত ও পাকিস্তান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু কামেল অলিউল্লাহর বিকাশ ঘটিতে দেখা যায়। বহু অভাগ্য ভাগ্যবান, নিধনী ধনী, অখ্যাত ব্যক্তিও যশঃ কৃর্তির অধিকারী হইয়াছেন।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর দুই ভ্রাতার দুই পুত্রও তাঁহার ফয়েজ বরকত প্রাপ্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তদমধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র, হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব গাউছিয়ত ধারামতে ফয়েজ প্রাপ্তে "কুতুবে এরশাদ" ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আকতাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা "কুতুবুল আকতাব" ছিলেন । নিজ পুত্র সোলতানুল অলদ্ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কামালিয়াতের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র হুজুরা শরীফ দোয়ার মেহরাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পৌত্র সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে নিজ গদী শরীফ অর্পণে স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া তিনি সকলের অবগতির জন্য তাঁহার পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবানে দেলা ময়না, সোলতান, নবাব ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার গদী শরীফে বিগত ১৯৭৪ সালে তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার রাজ রহস্য তাৎপর্যমূলক ব্যবহৃত হরিদ্রা রঙের পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করিয়া গাউছিয়ত জারী ও সফলতাদানকারী সাব্যস্ত করিয়া সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৫ সালে "জরুরী বিজ্ঞপ্তি"র মধ্যে লিখিয়াছেন, "এতদ্সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা, দীক্ষা, শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।" তাঁহার উপর অর্পিত এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি বহুমুখী কার্যক্রম অব্যাহত রাখিয়াছেন।

১. প্রত্যেক দায়রা শাখা ও খেদমত কমিটি সমূহে নিয়মিতভাবে মাসিক তরীকতের মাহফিলের মাধ্যমে অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, আলোচনা, মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত কার্যক্রম দ্বারা সকলের জন্য তরীকত চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন এবং মাহফিল পরিচালনার জন্য উপজেলা ও শাখা ভিত্তিক দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিয়াছেন।

২. প্রতি বৎসর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসদ্বয়কে সাংগঠনিক মাস ঘোষণা করিয়া-আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে

মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি এবং অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনকে একযোগে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত কমিটিকে সারা বৎসর তদারকি করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদকে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সংগঠন এর সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সমাজ সেবা ও মানব কল্যাণার্থে-রক্তের গ্রুপিং, রক্ত দান অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ, শীতবস্ত্র-ইফতার সামগ্রী বিতরন, চিকিৎসা সেবা, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি, মেধা বিকাশ ইত্যাদি (কার্যক্রমের) কর্মসূচী অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৩. সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজমের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক-কেতাবাদি অবিকৃত অবস্থায় পুনঃপ্রকাশ করিয়া আশেকানদের চাহিদা মিঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থখানী বর্তমানে ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব ব্যাপি প্রচার-প্রসার করিতে খোদার অপর মহিমায় সক্ষম হইয়াছেন।

৪. "জ্ঞানের আলো" নামক ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া তাহা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৫. প্রত্যেক শুক্রবার এশার নামাযের পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে, প্রত্যেক বুধবার মাগরিবের নামাযের পর চট্টগ্রাম শহরে খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে, প্রত্যেক রবিবার মাগরিবের নামাযের পর খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ, ঢাকা ১০১, আরামবাগে, প্রত্যেক শুক্রবার খুলনা খানকা শরীফে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সিলেট খানকা শরীফে- আলোচনা, মিলাদ, জিকির ও শজরা শরীফ পাঠসহ মুনাজাত করা হয়।

৬. প্রত্যেক বৎসর আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে পবিত্র খতমে কোরআন শরীফ ও পবিত্র খতমে বোখারী শরীফের আয়োজন অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৭. পবিত্র কোরআন, হাদিছ, এজমা কিয়াজের আদলে "মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া-এমদাদীয়া মাদ্রাসা" দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আগামীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আলীয়া মাদ্রাসায় রুপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মাইজভাণ্ডারী কায়দা প্রকাশ করিয়া খানকাহ শরীফ ও দায়রা শাখা সমূহে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করিয়াছেন।

৮. প্রতি বৎসর ১০ ই মাঘ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ওরশ শরীফ, হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) এঁর ২২ শে চৈত্র ওরশ শরীফ, ২৯ শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ, ২৭ শে রবিউল আউয়াল বিশাল আঙ্গিকে জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল, শাহাদাতে কারবালা মাহফিল, শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেহরাজ সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি সমূহে আয়োজিত মাহফিলের মাধ্যমে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা, আদর্শ, শান-আজমত, শজরা-ছিলছিলা বিশ্ব ব্যাপী প্রচার- প্রসার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৮ ইংরেজী রোজ বুধবার পবিত্র জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল ও আগামী ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজী রোজ বুধবার হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর বার্ষিক ওরশ শরীফ এঁর দাওয়াত রহিল।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, আপনারা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সঠিক অবস্থান এবং তিনি শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকিকতের মধ্যস্থতায় উরুজে রূহানীয়তের সহায়তার জন্য যেই নীতিমালা

বিশ্ববাসীর সামনে রাখিয়া গিয়াছেন-তাহা কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্বমানবতার সামনে তুলিয়া ধরার জন্য আহবান জানাইতেছি। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম (মঃজিঃআঃ) এঁর আহবানে কষ্ট করিয়া দূর-দুরান্ত হইতে আসিয়া এই পবিত্র খতমে কোরআন ও খতমে বোখারী শরীফের অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহান আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া কেরাম বিশেষতঃ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর উছিলায় আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমিন।

তারিখ ঃ ০৭/১১/২০১৮ইং

রহমতুল্লিল আলামিনের অনুপম সৌন্দর্য্য

হাফেজ মওলানা সুলাইমান আনসারী

আঁখি মোবারক ঃ অদ্বিতীয় আল্লাহ তাঁর অতুলনীয় সৃজন ক্ষমতার প্রমাণ রাখতেই সৃষ্টি করেছেন এক অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সৃষ্টি নবী মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কি দৈহিক সৌন্দর্য্যে, কি চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে সৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, ছিল না, হবেও না। সৃষ্টির সূচনা তিনি। তাঁর তুলনা তিনি। তাঁর উপমাও তিনিই। এজন্য তাঁর সাথে সম্পর্কিত সবকিছু অন্যসকল কিছুর চাইতে শ্রেষ্ঠ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্য রূপের মূর্ত প্রতীক। তাঁর চক্ষু মোবারক রূপে সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। দৃষ্টি শক্তিতে অবর্ণনীয়। গঠনে অপূর্ব, চাহনি চিত্ত হরণকারী। তাঁর চাহনিতে এমন এক অপার্থিব শক্তি বিদ্যমান যাতে শত্রুও আত্মউৎসর্গকারী পরম মিত্রতে পরিণত হয়।

আঁখি মোবারকের গঠন ঃ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আঁখি মোবারক দীর্ঘ। হরিণের চক্ষুর ন্যায় টানাটানা যা চোখের সৌন্দর্য্যের প্রধান গুণ এবং চোখের পুতলী অধিক কৃষ্ণ। সাদা অংশ দবদবে সাদা যাতে সুক্ষ রক্তিম রেখা তাঁর পবিত্র চোখের সৌন্দর্য্য আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। চোখের উপর দীর্ঘাকার চমৎকার ভ্রু কি যে সৌন্দর্য্যের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। তাঁর পবিত্র চোখদ্বয় সৃষ্টিগতভাবে সুর্মাযুক্ত। সুরমার ব্যবহার ছাড়াই মনে হত যেন সুরমা লাগানো হয়েছে। তাঁর নয়ন যুগল দেখে মনে হত যেন আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্য সবটুকু ঢেলে দিয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ মোবারকে।

সামায়েলে তিরমিজির হাদিস শরীফে রয়েছে– ادجع العينين اهدب الاشفار .

বাংলা উচ্চারণ ঃ আদজাউল আইনাইনে আহদাবুল আশফারি।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পবিত্র চোখদ্বয়ের পুতলী অধিক কৃষ্ণ ও ভ্রু মোবারক দীর্ঘ ছিল। (সামায়েলে তিরমিজি পৃষ্ঠা-১) অন্য হাদিস শরীফে রয়েছে–

جابر بن سمره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين .

বাংলা উচ্চারণ ঃ জাবেরুবনু সামুরাতা ইয়াকুলু কানা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দ্বলীউল ফামি আশকালুল আইন।

অনুবাদ ঃ বিশিষ্ট সাহাবী জাবের বিন সামুরাতা বলেছেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রশস্ত ঠোঁট মোবারক ছিল এবং তাঁর আঁখি মোবারকের সাদা অংশে রক্তিম রেখা ছিল। (সামায়েলে তিরমিজি পৃষ্ঠা-২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- كان النبى صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاثمد ثلثا من كل عين .

বাংলা উচ্চারণ ঃ কানান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়াকতাহিলু কাবলা আইয়া নামা বিল আছমুদি ছালাছান মিন কুল্লি আইনিন।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাবার পূর্বে উভয় চোখে তিন শলাকা সুরমা ব্যবহার করতেন।

আলা হযরত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আঁখির অনন্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে গেয়ে উঠলেন–

سرمگین حریم حق کے وہ مشکین غزال

ہے فضائے لامکان تک جن کا رمنا نور کا

অর্থাৎ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সুরমাযুক্ত আঁখিদ্বয় হরিণের মত সুন্দর। মহাশূন্য পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি।

আঁখি মোবারকের দৃষ্টি শক্তি ঃ সে আঁখির দৃষ্টির বর্ণনা কে দিতে পারে, যার জন্য আঁধার-আলো, দূরে-কাছে সবই সমান। মূলত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দৃষ্টিশক্তি বর্ণনাতীত। তিনি আলোতে যেমন দেখেন আঁধারেও তা দেখেন। কাছে যেমন দেখেন দূরেও তা দেখেন। তাঁর জন্য প্রকাশ্য বস্তু যেমন গোপন বস্তুও তেমন। সামনে যেমন দেখেন পশ্চাতেও তেমন দেখেন। সে আঁখি মোবারক সম্পর্কে কিই বা বলা যাবে যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন, প্রভু বলেন– وما زاغ البصر وما طغى .

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওমা জাগাল বসরু ওয়ামা ত্বাগা।

অনুবাদ ঃ মেরাজ রজনীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আঁখি মোবারক আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের নির্দশনাবলী অবলোকনে বিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুত হয় নি। যে চক্ষু দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র জাতে পাক কে অবলোকন করেছেন সে চক্ষুর শক্তি সম্পর্কে আর কি বলা যায়? মূলত পূর্ব পরের সমস্ত সৃষ্টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নখদর্পণে। এটি কোন আবেগের কথা নয় বরং তা কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিমে ইরশাদ করেন– يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدا .

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহান নবীয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান।

অনুবাদ ঃ হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে হাযের বা উপস্থিত, নাযের বা সর্বদ্রষ্টা হিসেবে প্রেরণ করেছি। আলোচ্য আয়াতের شاهدا শাহেদান শব্দটি الشهود হতে নির্গত, অর্থ উপস্থিত হওয়া। যেমন- ইমাম রাগেব বলেন– الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او البصيرة–

বাংলা উচ্চারণ ঃ আশ্‌ শুহুদু ওয়াশ শাহাদাতু আল-হুজুরু মায়াল মুশাহাদাতি ইম্মা বিল বচরি আওবিল বসীরাতি।

অনুবাদ ঃ ''শুহুদ'' এবং ''শাহাদাতের'' অর্থ হল দৃষ্টি কিংবা অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ করা। (মুফরাদাত পৃষ্ঠা-২৬৯)

তাফসীরে রুহুল মায়ানিতে উক্ত আয়াতের এ সত্যটি সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাতে রয়েছে–

انا ارسلنك شاهدا على من بعثت اليهم تراقب احوالهم وتشاهد اعمالهم وتتحمل منهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال وتوديها يوم القيامة اداء مقبولا فيما لهم وما عليهم –

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইন্না আরসালনাকা শাহেদান আলা মান বুইছতা ইলাইহিম তুরাকিবু আহওয়ালাহুম ওয়া তুশাহিদু আমালাহুম। ওয়া তাতাহাম্মালু মিনহুমুশশাহাদাতু বিমা চাদারা আনহুম মিনাত তাসদীক্বি ওয়াত তাকযীবি ওয়া সায়িরী মাহুম আলাইহি মিনাল হুদা ওয়াদ্দালালি ওয়াতুয়াদ্দিহা ইয়াওমাল কিয়ামাতি আদায়ান মাকবুলান ফিমা লাহুম ওয়ামা আলাইহিম।

অনুবাদ ঃ যাদের প্রতি আপনাকে রাসুল করে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সকলের জন্য আমি আপনাকে হাজের ও নাযের করে পাঠিয়েছি। আপনি তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং সাক্ষী বহন করেন আল্লাহ ও রাসূলের সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপাদন এবং হিদায়াত ও গোমরাহী ও অপরাপর সে সকল বিষয়ে যার উপর তারা রয়েছে। আপনি এ সাক্ষ্য কিয়ামতের দিন ঐ সকল বিষয়ে প্রদান করবেন যা তাদের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর হবে।

(তাফসীরে আবু সাউদ খণ্ড - ৭ পৃষ্ঠা ৪১৫, রুহুল মায়ানী খণ্ড - ১ পৃষ্ঠা - ৪২)

অতএব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির প্রকাশ্য গোপন সবকিছু দেখেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

ما من شیئی لم اکن اریته الا رایته فی مقامی هذا حتی الجنة والنار-

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা আমি এই স্থান হতে দেখছি না। এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নামও আমার সামনে। (বোখারী শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

قال رسول الله صلی الله علیه وسلّم ان الله قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیهما والی ماهو کائن فیها الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی هذا-

বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইন্নাল্লাহা ক্বাদ রাফায়া লী আদদুনিয়া ফাআনা আনজুরু ইলাইহিমা ওয়া ইলা মাহুয়া কায়িনুন ফিহা ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি কায়ান্নামা আনজুরু ইলা কাফ্‌ফী হাজা।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নিশ্চয়ই পৃথিবীর পদার্থসমূহ আমার জন্য উন্মুক্ত করা হল তখন আমি পৃথিবী এবং পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা হাতের তালুর মত দেখছি।

এভাবে অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরের-কাছের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু দেখেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি হতে সৃষ্টির কোন কিছুই আড়াল হয় না। তাইতো আলা হযরত এ মহাসত্যটি তাঁর ভাষায় বলেন–

سر عرش پر ہے تیرا گزر-
دل فرش پر ہے تیرے نظر

ملکوت وملک میں کوئی شئی

نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں –

বাংলা উচ্চারণ ঃ ছরে আরশ পরহে তেরা গুজর দিলে ফরশ পর তেরা নজর। মলকুত ও মুলক মে কুয়ি সাই নেহী ওয়হ জুতুজ পে আয়া নেহী।

অনুবাদ ঃ "ওগো হাবীব" আরশের উপরে আপনার গমনাগমন, ফরশের অভ্যন্তরে আপনার দৃষ্টি। আধ্যাত্মিক ও জড় জগতের সবকিছু আপনার নয়ন হতে আড়াল নয়।

দন্ত ও ওষ্ঠ মোবারক ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় দন্ত ও ওষ্ঠ মোবারক সৌন্দর্য্যের অনন্য নিদর্শন। এ দু'টি অঙ্গ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের অন্যতম নিদর্শন। মায়াবী ঠোঁট ও মুক্তা সাদৃশ্য দন্ত মোবারক চুম্বকের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ওষ্ঠ মোবারকের রক্তিম আভা ও প্রশস্ত দীপ্তিময় দন্ত মোবারকের সুষমায় তাঁকে অপরূপ দেখাত। চকচকে দন্ত মোবারক সত্ত্বেও তিনি প্রতি নামাযের পূর্বে ও সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর মিসওয়াক করতেন এবং উম্মতদেরও মিসওয়াকের প্রতি সর্বদা উৎসাহিত করতেন। মূলত রূপে-সৌন্দর্য্যে, গঠন-আকৃতিতে তাঁর ওষ্ঠ ও দন্ত অতুলনীয়। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه–

বাংলা উচ্চারণ ঃ কানা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আফলাগু ছানিয়ীতাইনি ইযা তাকাল্লামা রুয়িয়া কান্নুরি ইয়াখরুজু মিন বাইনা ছানিইয়াহু।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সামনের দাঁত মোবারক প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর সম্মুখ দন্তরাজী হতে নুর বের হত। (সামায়েলে তিরমিজী পৃষ্ঠা-২)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ – ان النبى صلى الله عليه وسلّم اذا ضحك يتلأ لأفى الجدر –

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাসতেন তখন তাঁর দন্ত মোবারক হতে নুরের কিরণ বের হত যাতে দেয়াল আলোকিত হয়ে যেত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় মুছকি হাসতেন। মাঝে মধ্যে হাসির সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দাঁত মোবারক দৃষ্টি গোচর হতো। কিন্তু তিনি কখনও অট্টহাসি দিতেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত–

قالت ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلّم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم–

বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্বালাত মা রায়াইতুন্নাবীয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মুস্তাজমিয়ান দ্বাহিকান হাত্তা আরা মিনহু লাহওয়াতাহু ইন্নামা কানা ইয়াতাবাচ্ছামু। (বুখারী শরীফ পৃষ্ঠা-৪০৬)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলা জিহ্বা দেখিয়ে খিলখিলিয়ে হাসতে কখনো দেখিনি বরং তিনি মুচকি হাসতেন।

আলা হযরত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর ওষ্ঠ মোবারকের প্রতি বিমোহিত হয়ে সালামী পেশ করে বলেছেন–

پتلی پتلی گل قدس کی پتیا ☆ ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام

বাংলা উচ্চারণ ঃ পাতলী পাতলী গোলে কুদসকী পাতিয়া উন লঁবো কী নাযাকত পে লাখো সালাম।

অনুবাদ ঃ পবিত্র ফুলের পাতা সাদৃশ্য হালকা পাতলা পরিচ্ছন্ন ওষ্ঠ মোবারকের প্রতি লাখো সালাম ও মোবারকবাদ।
কান মোবারক ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অন্যান্য অঙ্গ মোবারকের ন্যায় তাঁর নিখুত পূর্ণাঙ্গ কান মোবারক সৌন্দর্য্যের মূর্ত প্রতীক। কানের শ্রবণশক্তি ছিল অপূর্ব। তাঁর শ্রবণ শক্তি সাধারণ মানুষের মত ছিল না বরং তা ছিল কুদরতে ইলাহীর বিকাশ স্থল। দূরে কাছের সবকিছু তিনি সমানভাবে শুনতে পেতেন। লওহে মাহফুজের কলমের খট খট আওয়াজ, দূর আকাশে পাখির কলকলানী, বনের নিরীহ হরিণের আর্তচিৎকার, দূর দেশে বিপদগ্রস্ত উম্মতের ফরিয়াদ, মাটির গভীরে শাস্তিগ্রস্ত লোকের চিৎকার, আবদ্ধ ঘরে শত্রুর দূরভিসন্ধি-কিছুই ছিল না তাঁর শ্রবণ শক্তির বহির্ভূত। মূলত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর শ্রবণ শক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন। এটি ছিল তাঁর মহা মুজিজা। তাই তিনি দূরের কাছের সবকিছু শুনতেন, দেখতেন।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم انى ارى ما لا ترون–

বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইন্নি আরা মা লা তারাও না।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা-৪৫৭)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

يا بلال هل تسمع ما اسمع قال لا والله يا رسول الله ما اسمعه قال الا تسمع اهل القبور يعذبون–

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া বেলালু হাল তাসমায়ু মা আছমায়ু ক্বালা লা ওয়াল্লাহি ইয়া রাসুলুল্লাহি মা আসমায়ুহু ক্বালা আলা তাসমায়ু আহলাল কুবুরি ইয়ুয়াযযাবুনা।

অনুবাদ ঃ হে বেলাল আমি যা শুনছি তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ? তিনি বললেন না। আল্লাহ্‌র শপথ আমি শুনতে পাচ্ছি না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে, কবরবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে- (মুস্তাদারক লিলহাকিম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০)

অন্য এক হাদিসে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ মাথা মোবারক উত্তোলন করে বলে উঠলেন- ওয়ালাই কুমুছ ছালাম। অতঃপর লোকেরা বললেন–

فقال الناس يا رسول الله ما هذا قال مربى جعفر بن ابى طالب فى ملأ من الملائكة فسلم على–

বাংলা উচ্চারণ ঃ ফাক্বালান নাসু ইয়া রাসুলুল্লাহি মা হাযা ক্বালা মাররা বি জাফরুব্‌নু আবী তালেবিন ফি মালাইন মিনাল

মালাইকাতি ফাসাল্লামা আলাইয়া।

অনুবাদ ঃ সাহাবায়ে কেরাম বললেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কার সালামের উত্তর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– জাফর বিন আবী তালেব ফেরেশতাদের একটি দলের সাথে উড়ে যাচ্ছিল তিনি আমাকে সালাম দিলেন।

এভাবে উল্লিখিত হাদীস সমূহ সহ অসংখ্য হাদিসাবলী দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্য শ্রবণ শক্তির অধিকারী। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দূরের-কাছের সবকিছুই তিনি শুনতে পান।

আলা হযরত বলেছেন– دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ☆ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

বাংলা উচ্চারণ ঃ দূর নজদীক কে সুন্নে ওয়ালে ওয়াহকান কানেলালে কেরামত পে লাখো সালাম।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অপরিসীম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ঐ কান মোবারকের প্রতি লাখো সালাম যা দূরের কাছের সবকিছুই শুনেন।

মুখ মোবারক ঃ হুজুরের মুখশ্রী অতুলনীয়। রূপে গুণে ভরা হযরতের বরকতময় মুখ মোবারক শুধুমাত্র একটি অঙ্গ নয় বরং তা ছিল হযরতের অসংখ্য মুজিজার বিকাশস্থল। মূলত সেই মুখ মোবারক সম্পর্কে কিইবা বলা যায় যা হতে নিসৃত প্রতিটি বাণী আল্লাহ্‌র ওহী। যার প্রতিটি বাক্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা। যে মুখ মোবারকের থুথু মোবারক সমস্ত মানসিক শারীরিক রোগের মহা ঔষধ। যে মুখের উচ্ছিষ্ট বরকতের ভান্ডার। যে মুখের অলংকার সমৃদ্ধ চিত্তাকর্ষক সুমিষ্ট ভাষা পাল্টে দিয়েছে কুসংস্কার জালে আবদ্ধ এক বর্বর জাতির বিবেক। তাঁর প্রশস্ত মুখ মোবারক, মসৃণ গণ্ডদেশ, সুমধুর কণ্ঠ, সব মিলিয়ে তাঁর মুখ মোবারক যেন কোন অপার্থিব ভাস্করের গড়া অপার্থিব এক ভাস্কর্য। তাঁর মুখের অবয়ব সম্পর্কে তিরমিজী শরীফের হাদীসে রয়েছে–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ضليع الفم مفلج الاثنان –

বাংলা উচ্চারণ ঃ কানা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দ্বালিউল ফমি মুফলিজুল আছনানি।

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মুখ মোবারক ছিল প্রশস্ত এবং সামনের দাঁত সমূহের মধ্যে ফাঁক ছিল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুখ মোবারক হতে এমন শব্দ বের হয় না যা নিজ ইচ্ছাতে হয় বরং তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। যেমন ঃ আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বলেন–

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى–

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা।

অনুবাদ ঃ তিনি নিজ হতে কিছু বলেন না, তিনি যা বলেন তাই ওহী।

শুধুমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মুখ মোবারক নয় বরং তাঁর মুখ-নিসৃত পবিত্র থুথু, মুখে চিবানো বস্ত

এমন বরকতময় ছিল, তা যদি কোন পানির পাত্রে ফেলা হয়, তাহলে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। তা অল্প কয়েকজনের খাবারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে সে খাদ্য হাজারো, লাখো তথা অসংখ্য লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কোন ক্ষতস্থানে লাগলে তা পূর্ব হতেও অধিক সুস্থ হয়ে যেত। এমনকি হুজুরের মুখ নিসৃত থুথু মোবারকের বরকতে সাপের বিষ পানি হয়ে যেত। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল। হযরত বাররা বিন আয়েব হতে বর্ণিত, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সাহাবাগণ তীব্র পানির সংকটে পড়েন এবং সাহাবাগণ হুদায়বিয়ার সমস্ত পানি বের করে ফেলেন। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে–

فبلغ النبى صلى الله عليه وسلّم فاتاها فجلس على شفيرها ثم دعا باناء فتوضا ثم مضمض ودعا ثم حبه فيها ثم قال دعوها ساعة فارو وانفسهم وركابهم حتى ارتحلو-

অনুবাদ ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উক্ত সংবাদ পেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুপের নিকটে এসে তার কিনারায় বসলেন। অতঃপর পানির একটি পাত্র হাতে নিয়ে তা হতে কিছু পানি কুলি করে কূপে নিক্ষেপ করলেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, কূপ পানিতে এভাবে ভরে গেল যে, হুদায়বিয়ার সাহাবাগণ বিশ দিন অবস্থানকালীন সময়ে নিজেরাও পান করেছেন তাদের প্রাণীদেরও পান করিয়েছেন। (বোখারী শরীফ ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

হযরতের মুখ নিসৃত থুথু মোবারক যেমন ছিল বরকতময় অনুরূপ ছিল শারীরিক ও মানসিক রোগের মহা ঔষধ। কত আঘাত কত জন্মান্ধ হুজুরের থুথু মোবারকের সংস্পর্শে ভাল হয়েছে তার হিসাব রাখা কঠিন। যেমন– হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত হাবীব (রাঃ) এঁর পিতার চোখ সাপের জিম পা পড়ার কারণে সাদা হয়ে যায়। যার কারণে তার চোখ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। যেমন– হাদীস শরীফের বাণী ঃ

فكان لا يبصر بهما شيئا فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى عينيه فابصر فرأيته يدخل الخيط فى الابرة وهو ابن ثمانين-

বাংলা উচ্চারণ ঃ ফাকানা লা ইয়ুবচিরু বিহিমা সাইয়ান ফানাফাযা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফি আইনাইহি ফা আবছারা ফারায়াইতুহু ইয়ুদখিলু খাইতা ফিল ইবরাতি ওয়া হুয়া ইবনু সামানিন।

অনুবাদ ঃ হাবীব (রাঃ)'র পিতা তার চোখ যুগল দ্বারা কিছুই দেখতেন না, অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখ মোবারকে সামান্য থুথু নিক্ষেপ করলেন সাথে সাথে তিনি এমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলেন আশি বছর বয়সেও সুচে সুতা প্রবেশ করে কাপড় সেলাই করতেন। (বায়হাকী ও তাবরানী)

এভাবে শুধু হুজুরের মুখ মোবারকের বরকতে শুধুমাত্র শারীরিক রোগ ভাল হয়েছে তা নয় বরং তা ছিল হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, মনের কথা ইত্যাদি মানসিক বিষয়ের জন্য এক অনন্য প্রতিষেধক। এরূপ অনেক অসৎচরিত্রের লোক হুজুরের থুথু মোবারকের বরকতে সৎচরিত্রবানে পরিণত হয়েছে। যেমন একটি ঘটনা হল।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মদীনায় একজন নির্লজ্জ অশ্লীল ভাষিণী মেয়ে লোক বাস করত। মহিলাটি একদা হুজুরের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝোলে ভিজানো রুটি খাচ্ছিলেন। মহিলাটি হুজুরের নিকট হতে কিছু খাবার চাইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাবার হতে কিছু মেয়েটিকে

দিলেন। তখনই মেয়েটি বলল আমি ঐ খাবার চাচ্ছি না বরং আমি আপনার মুখ মোবারকের চিবানো খাবার চাচ্ছি। সাথে সাথে করুণার আধার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখ হতে বের করে কিছু খাবার ঐ মহিলাটিকে দিলেন। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করতেন না। রাসুলের পবিত্র মুখের কি মহিমা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মুখ নিসৃত খাবার ঐ মহিলার পেটে যাওয়ার সাথে সাথে এমন লজ্জাশীলতায় পরিণত হল যে, মদীনায় তার চেয়ে অধিক লাজুক কোন মহিলা আর ছিল না। মূলত আমাদের এ অপবিত্র হাত দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পবিত্র মুখের কি মহিমা বর্ণনা করব, যে মুখের মহিমা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করেছেন, আলা হযরতের ভাষায়–

وہ دہن جسکی ہر بات وحی خدا

چشمۂ علم وحکمت پہ لاکھوں سلام

বাংলা উচ্চারণ ঃ ওয়হ দাহান জিছকী হারবাত ওহিয়েখোদা ছশমায়ে ইলম ওয়া হিকমাত পে লাখো সালাম।
অনুবাদ ঃ ঐ পবিত্র মুখ মোবারকের প্রতি প্রেরণ করছি লাখো সালাম যে মুখের প্রতিটি বাণী আল্লাহ্‌র ঐশী নির্দেশ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার।

মুহাদ্দিস : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রাণ গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর জীবন ও কর্ম

কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মঃ জিঃ আঃ)

সৈয়্যদুল আউলিয়া, সনদুল আসফিয়া, জুবদাতুল আতকিয়া, মসনাদুল ওলামা, মারজাউল কুমালা, ইমামুত্তরীকত, রাজদারে হাকীকত, গাউয়াছে বাহরে মারেফত, মাসদারে কাশফ ও কারামাত, মাখজানে ফুয়ুজাত ও কামালাত, বাংলার গৌরব, অলীকুল শিরমনি, আলেম সমাজের উজ্জ্বল রবি, মারেফাতের খনী, গাউছুল আজম জিলানী (কঃ) ও খাজায়ে আজমিরী (কঃ) এঁর ফয়জের কেন্দ্র, নবী প্রেমিক ও অলী ভক্তদের মিলন কেন্দ্র, আলেমে হক্কানী, আরেফে রব্বানী, গাউছে নামদার, ওয়ালীয়ে ভাণ্ডার, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী আলাইহির রহমতে ওয়ার রিদ্বওয়ান। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহঃ) মাতার নাম সৈয়্যদা খাইরুন্নেছা (রহঃ)। পিতা মাতা উভয়ে আওলাদে রাসুল, সৈয়দ বংশের ছিলেন। তাঁর বংশের পূর্ব পুরুষ সুদূর মদীনা মুনাওয়ারা হতে বাগদাদ, দিল্লী, পরে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় হয়ে সৈয়দ হামিদুদ্দীন গৌড়ী নামক একজন মহাপুরুষ কাজীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইসলামাবাদ চট্টগ্রামে শুভ পদার্পণ করেন এবং পটিয়া থানায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তাঁরই বংশের একজন সৈয়দ আবদুল কাদের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ। তাঁর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সন্তানের নাম মওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি মাইজভাণ্ডার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিতান্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার আলেম ছিলেন। তাঁরই পবিত্র ঔরসে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

১২৪৩ বা ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, ১লা মাঘ রোজ বুধবার তিনি ইহজগতে শুভ পদার্পণ করেন।

সুন্নাত মোতাবেক চার বৎসর চার মাস বয়সে তখতী হাতে দেওয়া হয়। নিজ পরিবার ও স্বগ্রামে প্রাথমিক আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলায় শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভ করার মানসে প্রথমে হুগলী মোহছেনিয়া মাদ্রাসায় পরে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কোরআন, হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ্ ফতোয়ায় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে সব সময় পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১২৬৯ হিজরী সনে যশোহর জিলার বিচার বিভাগে তৎকালীন কাজী পদে নিয়োজিত হয়ে এক বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সাথে উক্ত কার্য পরিচালনা করে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের কাছে সুনাম অর্জনে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। সে সময় কলিকাতায় মুন্সি বোঁ আলীর মাদ্রাসায় প্রধান মোদাররেসের পদ শূণ্য হলে, তিনি শিক্ষা কার্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ অতি সাদরে তাঁকে আহবান জানালেন। অতঃপর ১২৭০ হিজরীতে যশোহর জিলার কাজীপদ হতে তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিলেন। কলিকাতা আগমন করে উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় একটি সিনিয়র পদ শূণ্য হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে উক্ত পদে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিও সম্মত হয়ে ১২৭১ হিজরী সনে উক্ত পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে

সুচারুরূপে অধ্যাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতাবাসী তাঁকে অত্যাধিক শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন। মাঝে মধ্যে তাঁর নসীহত শুনার জন্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। কিন্তু বিচারালয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দান করা, ওয়াজ মাহফিলে হেদায়েতের আলো বিস্তার করা এসব সীমিত আংশিক খেদমতের জন্য তাঁর সৃষ্টি নয়। বরং সমগ্র জগতে শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাতের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাহদেরকে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের বুকে আল্লাহ পাক সোবহানাহু ওয়া তা'আলার কুদরতের হাতে পৌছানোর মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং একদিকে শরীয়তের অপর দিকে তরীকতের পথ সুগম করে নিতে সর্বদা সর্বক্ষণ নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন।

দিনের বেলায় মাদ্‌রাসায় মনোনিবেশ ও তালীমের খেদমত, রাত্রিকালে বিভিন্ন অলী বুযর্গের মাজারে গিয়ে ইবাদত, রিয়াজত, সাধনায় প্রবৃত্ত থাকতেন। এ দিকে গাউসুল আজম জিলানী (কঃ) এঁর একজন বংশধর প্রবল রূহানী তাসাররোফ ও শক্তির অধিকারী, কোদওয়াতুল আরেফীন, সনদুল কামেলীন, জুবদাতুস্‌সালেকীন হযরত মওলানা শাহ আবু শাহ্‌মা মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (রহঃ) সারা দেশে যাঁর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত, সমগ্র দেশের বড় বড় বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম তাঁর মুরীদ। যার সাক্ষাৎ ও দো'আর জন্য জনসাধারণ অপেক্ষায় থাকতেন। যাঁর অন্তর দৃষ্টি চুম্বকের মত ক্রিয়া করে, যাঁর সংস্পর্শে মুহুর্তের মধ্যে স্বর্ণে পরিণত হয়। তাঁর খানেকা ছিল লাহোর, দিল্লী ও কলিকাতায়। একদা জোহরের নামাজের পর তিনি মুরীদ ও ভক্তদের নিয়ে খানেকায় উপবিষ্ট ছিলেন। ওই সময় হযরত কেবলা সওয়ারীতে আরোহন করে ভক্তদের কাফেলাসহ এক ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছিলেন। ঠিক সে শুভ লগ্নে রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হতে তাঁর পবিত্র অন্তরে নির্দেশ হয়েছে, হে হযরত আবু শাহমা ছালেহ লাহুরী (রহঃ) তোমার পূর্ণ জীবনে সাধনার মাধ্যমে অর্জিত ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মারেফাতের সাগর হতে তোমার কলবে যে মানিক আমানত রয়েছে তা এ সওয়ার যিনি তোমার হুজুরার পাস দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে ডেকে সাদরে ওই মারেফাত সাগরের মানিক প্রদান কর। যদিও যুগবরেন্য বহু ওলামায়ে দ্বীন তোমার স্পর্শে এসে ধন্য হয়েছে কিন্তু ইনিই একমাত্র তোমার প্রধান খলিফা হওয়ার হক্দার। এই ঐশ্বরিক বাণী বা ইলহাম দ্বারা তিনি তাঁর সাক্ষাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উপস্থিত সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? আপনারা কেউ কি তাঁকে চিনেন? সকলেই সচকিত ও নিরব। একমাত্র তাঁর এক মুরীদ এনায়েত উল্লাহ সাহেব বললেন, হ্যাঁ হুযুর চিনি! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করলেন। এতে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং শাহ্ এনায়েত উল্লাহকে শীঘ্রই গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। এনায়েত উল্লাহ মুহুর্তের মধ্যে তাঁর সওয়ারির কাছে পৌছে তাঁকে হযরত আবু শাহমা ছালেহ লাহুরী (রহঃ) এঁর সংবাদ জানালেন। এখন তিনি দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে মাহফিলে বহুলোক অপেক্ষায় আছে, অপর দিকে একজন আল্লাহ্‌র অলীর আহবান। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করে সিদ্ধান্ত নিলেন। না, না আল্লাহ্‌র অলীর ডাক উপেক্ষা করা যায় না বা বিলম্বও করা চলে না। মাহফিলে যাওয়া স্থগিত করে এনায়েত উল্লাহ শাহ ও হযরতের দরবারের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হযরতের খানেকা শরীফে পৌছলেন। দেখা গেল, হযরত আক্দস অপেক্ষায় আছেন। তাঁকে দেখা মাত্র স্বাদরে অভ্যর্থনার জন্য আপন আসন হতে উঠে দরজায় এসে স্বাগতম জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের পাশের আসনে বসালেন এবং হাত ধরে বায়আত করালেন।

এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ পূর্বে কখনও কারো অভ্যর্থনার জন্য এভাবে আসন থেকে উঠেননি, কোলাকুলি করেননি, নিজের আসনে বসাননি এবং হাত ধরে বায়আত করাননি। কারণ সাধারণের নজর থাকে বর্তমান ও প্রকাশ্যের উপর। আর অলীর দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু দেখেন। এখানে হযরত আক্দস কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার একজন শিক্ষককে সম্মান করেননি বরং ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রেখে একজন গাউছুল আজমকে সম্মান করেছেন। অতঃপর তিনি ওই দিন বিদায় গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রস্থানের পর হযরত আবু শাহমা ছালেহ লাহুরী (রহঃ) বলতে লাগলেন, এবার খোদা আমার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করলেন। যাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম তাঁকেই আল্লাহ মিলিয়ে দিলেন। সারাটা জীবনে সবেমাত্র একটি লোকের হাতেই হাত মিলালাম। আল্লাহ তাঁকে গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের মকামে অধিষ্ঠিত করুন। হযরত বিদায় গ্রহণান্তে বাসায় ফিরলেন বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমনি এক যোগসূত্র স্থাপিত হল যার কোন সীমা নেই। আছে সুদূর প্রসারী দাহন। তাঁরা একে অন্যের মিলন প্রয়াসী, দর্শন প্রত্যাশী। একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ না করে পারতেন না। এ অবস্থায় তিনি হযরত আকদসের বড় ভাই হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (রহঃ) এঁর খেদমতে গিয়ে ফয়েজ গ্রহণে আদিষ্ট হলেন। পীর সাহেবের এ আদেশে তিনি অতি আহলাদিত চিত্তে তাঁর খেদমতে রাওয়ানা হলেন। এমনি সময় চিরকুমার শাহ্ দেলাওর আলী পাকবাজ (রহঃ) আপন হুজুরা শরীফ হতে বাইরে পদার্পণ করলেন। হযরত কেবলা তাঁকে অভিবাদন জানাতেই তাঁর শুভ দৃষ্টি হযরতের প্রতি আকর্ষিত হল। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাঁর পবিত্র আত্মার উপর ফয়জে এত্তেহাদীর প্রভাব বিস্তার করলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে খোদা প্রদত্ত শক্তি এবং বাতেনী নেয়ামত হযরত কেবলাকে সাদরে দান করলেন। এভাবে তিনি দু'জন মহান পবিত্র মণিধর আউলিয়ার দূর্লভ মণি আহরণ করে নিলেন। তখন হতে হযরতের জজ্‌বাতী অবস্থা অত্যাধিক প্রবল হয়ে পড়ল। তাই তিনি দিবাভাগে দ্বীনি শিক্ষা দানে ও সারা রাত জেগে নিঝুম ধ্যানে অক্লান্ত ইবাদত ও অকাতরে রিয়াজত সাধনায় কাল যাপন করতে লাগলেন।

আধ্যাত্মিক প্রেরণায় প্রাচুর্য্যে প্রায় সময় তিনি আত্মভোলা হয়ে পড়তেন। মোরাকাবা মোশাহাদায় তাঁর অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। ক্রমেই জজ্‌বাতী অবস্থা এত অধিক পরিমাণে বাড়তে চলল যে, প্রেরণাধিক্যে বিভোর হয়ে পানাহার ত্যাগ করতে লাগলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ নেই, জীবন যাপনের আশা ও ভয়ভীতি নেই অনিদ্রা, অনাহারে প্রায় দিন কাটতে লাগলেন। কোন কোন সময় যৎসামান্য নাস্তা বা পানিয় পানে রোজা পালন করতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এদিকে হযরতের আব্বাজান মওলানা মতিউল্লাহ (রহঃ)ও ইন্তেকাল করেন। ঠিক এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির দুঃখজনক সংবাদ পেয়ে হযরতের জননী সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে হযরতের মধ্যম ভ্রাতা জনাব শাহ্ সৈয়দ আবদুল হামিদকে কলিকাতায় পাঠালেন। তিনি তাঁকে হযরত পীর সাহেব কেবলার অনুমতিক্রমে সযত্নে বাড়ীতে আনলেন। কিন্তু তিনি পূর্ববৎ ধ্যানরত ইবাদত রেয়াজতে নিমগ্ন রয়ে গেলেন। তাঁর স্নেনময়ী জননী পুত্রের এরূপ অবস্থা দর্শনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন কিভাবে পুত্রের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। স্থির করলেন, বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ করলে নিশ্চয় সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। বিবাহ ঠিক করা হল, ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বৎসর বয়সের সময় আজিমনগর নিবাসী মুন্সি সৈয়দ আফাজুদ্দীনের কন্যা মুছাম্মৎ সৈয়দা আলফুন্নেছা বিবির সাথে হযরতের বিবাহ বন্ধন স্থাপন করা হল। আল্লাহ্‌র মর্জি, ছয় মাসের মধ্যে তাঁর এ বিবি জান্নাতবাসিনী হলেন। ঠিক সে বৎসরই হযরতের জননী তাঁকে পুনঃ উক্ত আজিমনগর নিবাসী সৈয়দা লুতফুন্নেছা বিবির সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি উক্ত আজিমনগর নিবাসী সৈয়দ আফাজুল্লাহ সাহেবের স্নেহময়ী কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। প্রেম প্রীতি ভালবাসা নানাভাবে কায়মন বাক্যে হযরতের চিত্তবিনোদনে খেদমত করে সংসারের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু হযরত পূর্বের মত নির্বিকারে আরো অধিকতর রেয়াজত সাধনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

এভাবে সুদীর্ঘ প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। ১২৭৮ হিজরীতে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হল সৈয়দা বদিউন্নেছা বিবি। ইনি চার বৎসর বয়সে জান্নাতবাসিনী হন। তাঁর আর একটি পুত্র সন্তান হয়েও অল্প দিনে ইহসংসার ত্যাগ করেন। ১২৮২ হিজরী ১৩ই চৈত্র তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দ ফয়জুল হক। আরো ৮ বৎসর পর তাঁর এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা। হযরতের একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব মওলানা ফয়জুল হক সাহেব ২জন পুত্র সন্তান রেখে অল্প বয়সে হযরতের পূর্বেই

জান্নাতবাসী হন। এমনিভাবে হযরত কেবলা (কঃ) অনাহারে অনিদ্রায় যাবতীয় সুখ শান্তি ও স্বার্থক বিসর্জন দিয়ে অবিরাম অবিশ্রাম কঠোর নিঝুম সাধনার বিনিময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বোত্তম বেলায়ত পদবী বেলায়তে ওজমার অধিপতি হন। যেমন ঃ হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক প্রভাব ঃ চট্টগ্রাম মোহছেনিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ও মোদাররেস নিযুক্ত, হযরতের প্রভাবে নাজিরহাট জামেয়া মিল্লীয়া আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও মসজিদের স্থান নির্ণয় ও পত্তন। হযরতের অর্ন্তদৃষ্টি ও কশ্‌ফ ক্ষমতার পরিচয়; হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক প্রভাবে একজন হাজী সাহেবকে এক রাত্রে মক্কা শরীফ হতে চট্টগ্রাম শহরে প্রত্যাগমন, হযরতের বেলায়তী ক্ষমতার বাহুতে হাত রেখে জনৈক হাজীর আলৌকিক ভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন। হযরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘের মুখে বদনা (লোটা) নিক্ষেপ করে ভক্ত উদ্ধার। হযরতের আদেশে রিয়াজউদ্দীন উকিলের ভুসম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজুদ্দীন বাজারের পত্তন। (বিস্তারিত বিবরণ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ দ্রঃ।)

আল ওয়ালাদু সির্‌রুন লে আবিহে ঃ

ছেলে সন্তান বাপের, ছাত্র ওস্তাদের, মুরীদ পীর মুর্শিদের রহস্য স্বরূপ। অতএব গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর খোলাফা (খলিফাগণ) দেশ বরেণ্য সুবিখ্যাত ও অদ্বিতীয় অতুলনীয়। এখানে হযরতের অগণিত খলিফাগণের মধ্য হতে বিশেষ কয়েকজনের নাম প্রদান করা গেল ঃ

(১) গাউছে জমান পীরে ফা'আল হযরত গোলাম রহমান বাবা জান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

(২) হযরত মওলানা শাহ্ অছিউর রহমান (রহঃ), চরণদ্বীপ।

(৩) হযরত মওলানা শাহ্ আব্দুচ্ছালাম (রহঃ), ভুজপুর।

(৪) হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল গণী (রহঃ), কাঞ্চনপুর।

(৫) হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল হাদী (রহঃ), কাঞ্চনপুর।

(৬) হযরত মওলানা শাহ্ আমিনুল হক (রহঃ), ফরহাদাবাদ।

(৭) হযরত মওলানা শাহ্ কাজী আছাদ আলী (রহঃ), আহল্লা।

(৮) অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) (সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম)

সৃষ্টির আঙ্গিনায় হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

এ কথা চির সত্য যে, যখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না, ছিল শুধু বিশ্ব বিধাতা পরম করুণাময় খোদা তায়ালা। ছিলনা আসমান-জমিন, গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ, বাতাস; ছিলনা ভূমণ্ডল আর নভোমণ্ডল, আরশ-কুরছি, লৌহ-কলম। সৃষ্টি হয়নি পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, নিম্ন জগত আর উর্ধ্বজগত। ছিল না কোন ফেরেস্তা আর নবী-রাসুল, মানব-দানবের অস্তিত্ব। সে সময় আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম স্বীয় মাহবুব হুজুর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই উছিলায় সব কিছু সৃষ্টির আঙ্গিনায় বিকশিত ও প্রকাশিত। সুতরাং তিনিই সৃষ্টির শুরু, সমগ্র সৃষ্টির রহমত বা প্রাণ কেন্দ্র। তাই তো আসমানের নূরানী ফেরেস্তারা হরদম তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠে মশগুল। নবীগণের মুখে তাঁরই শান-মান-মর্যাদার আলোচনা। সকল আসমানী কিতাব তথা আল্লাহ্‌র কালাম সমূহে তারই গুণ-গান। আরশ-কুরছি, বেহেশত ও আসমানের দরজায় তাঁরই ঢঙ্কা, তার নামেরই পতাকা বিদ্যমান। পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, এমনকি পাথর পর্যন্ত তাঁর সম্মানে সালাম আরজ করতে বাধ্য।

হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিঞ্চিত পরিমাণ শান-মান পাঠক সমাজের অনুধাবনের লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদিস অনুবাদ সহ পেশ করা হল ঃ

১নং হাদিস ঃ (١) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ - الحديث

অর্থাৎ- হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃজন করেছেন।

উক্ত হাদিসকে পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় রচিত ''মাদারেজুন্নবুয়ত'' নামক কিতাবে ছহি বা বিশুদ্ধ হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে বিশ্বের অধিকাংশ মাশায়েখ ও আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত হাদিসকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে তথাকথিত কিছু সংখ্যক নামধারী মৌলভী ও ভ্রান্তমতবাদ পোষণকারী উক্ত হাদীসকে জাল হাদীস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় রত। তাদের এহেন মনোভাব হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

২নং হাদিস ঃ (٢) اَوَّلُ مَا خَلَقَ نُوْرِىْ وَمِنْ نُوْرِىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ - الحديث

অর্থাৎ- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর সব কিছু আমার নূর থেকে সৃজন করেছেন (মাতালেয়ুল মুছিররাত শরহে দালায়েলিল খাইরাতকৃত ইমাম ফাছী (রহঃ)

৩নং হাদিস ঃ (٣) عن جابر رضى الله عنه قَالَ يَا جَابِرُ اَنَّ اللهَ تَعَالَى خلق قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرِ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ - الحديث

অর্থাৎ- বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) এঁর প্রশ্নের জবাবে একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর পূর্বে তোমার নবীর নূরকে স্বীয় নূর থেকে সৃষ্টি করেন। তখন

লৌহ-কলম, বেহেশত-দোজখ, আসমান-জমিন, ফেরেস্তা, চন্দ্র-সূর্য, জ্বিন-ইনসান এক কথায় কোন কিছুই ছিল না (বায়হাকী শরীফ)

৪নং হাদিস ঃ (٤) قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ –

অর্থাৎ- পবিত্র হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে-আল্লাহ পাক বলেন, হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমি আপনাকে সৃজন না করতাম তাহলে নভমণ্ডল বা আকাশ মণ্ডল কিছুই সৃজন করতাম না। (মুসতাদরাক ও মাদারেজুন্নবুয়ত ২য় খণ্ড কৃতঃ শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)।

৫নং হাদিস ঃ

(٥) روى انه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام الامهه ان قال يارب لم كنيتنى ابا محمد . قَال الله تعالى يا آدم ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى نور محمد صلى الله عليه وسلّم فى سرادق العرش فقال يا رب ما هذا النور قال نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد لولا ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا–الخ

অর্থাৎ- বর্ণিত আছে, মানব পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর ডাক নাম (কুনিয়াত) দেওয়া হল– আবু মুহাম্মদ। অর্থাৎ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পিতা। আদম (আঃ) স্রষ্টার দরবারে ফরিয়াদ করলেন– আবু মুহাম্মদ বলে আমাকে ডাকার রহস্য কি? খোদা তায়ালা এরশাদ করলেন- হে আদম! শির উত্তোলন কর। তিনি মাথা উত্তোলন করে আরশে আজিমে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নূরে পাক অবলোকন করা মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে প্রশ্ন করলেন উক্ত নূরে মুহাম্মদী সম্পর্কে। তদুত্তরে আল্লাহ পাক বলেন– এটা তোমার সন্তানের মধ্যে একজন মহান নবীর নূরে পাক। তাঁর পবিত্র নাম হবে আকাশ মণ্ডলে আহমদ এবং ভূ-মণ্ডলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান-জমিনকেও সৃষ্টি করতাম না। (মাওয়াহেবে লুদুনীয়া শরীফ ১ম খণ্ড ও আনওয়ারুল মুহাম্মদীয়া ১ম খণ্ড)

৬নং হাদিস ঃ

(٦) عن سلمان رضى الله عنه قال هبط جبرائيل على النبى صلى الله عليه وسلّم فقال ان ربك يقول ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا اكرم على منك ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ولو لاك ما خلقت الدنيا– الحديث

অর্থাৎ- হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা হযরত জীব্রাঈল ফেরেস্তা নবীজির দরবারে হাজির হয়ে সংবাদ প্রদান করলেন– হে প্রিয় রাসুল! আপনার প্রভু বলেছেন– আমি ইব্রাহিমকে খলিলরূপে মনোনীত করেছি। আর আপনাকে হাবীব বা (অন্যতম বন্ধু) হিসেবে নির্বাচিত করেছি। আপনার চেয়ে উত্তম আর কিছুই সৃষ্টি করি নাই।

এমন কি দুনিয়া এবং দুনিয়ার অধিবাসীকে আমি সৃষ্টি করেছি আপনার মান-সম্মান সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্য। আপনাকে সৃজন না করলে দুনিয়াও সৃষ্টি করতাম না। (আল আনোয়ারুল মুহাম্মদীয়া ১ম খণ্ড)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছুর আগেই আল্লাহ্র নূর থেকে সৃষ্টি। আর সকল বস্তু তাঁরই উছিলায় সৃষ্টি হয়েছে। তাই নিষ্ঠুর আবু জাহেলের

হাতে যে পাথর ছিল ঐ পাথর নবীজির কলেমা পড়েছিল। যদিও মানুষের মাঝে আবু জাহেলের জন্য হয়ে ঐ পবিত্র কলেমা তার ভাগ্যে জুটেনি। সত্যিই এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

৭নং হাদিস ঃ

(٧) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم انى لاعرف حجرا بكمة كان يسلم على قبل ان ابعث وانى لاعرفه الان- الحديث

অর্থাৎ- হযরত জাবের বিন ছামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি মক্কা নগরীর ঐ পাথরকে জানি। যে পাথর আমার নবুয়ত বিকশিত হওয়ার পূর্ব থেকে আমার উপর সালাম পাঠে রত ছিল। উক্ত পাথরকে এখনও আমি ভালভাবে জানি। (আন্নেমাতুল কুবরা আলাল আলম কৃতঃ ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রহঃ)।

৮নং হাদিস ঃ

(٨) عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمكة فخرجنا فى بعض نواجمها- الخ

অর্থাৎ- হযরত শেরে খোদা আলী মরতুজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সঙ্গে মক্কার কোন সফরের সাথী ছিলাম। আমি নিজেই দেখেছি যে, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যান, পার্শ্ববর্তী সমস্ত বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত ঝুঁকে আল্লাহর প্রিয় হাবীবের সম্মানার্থে দরুদ-সালাম পাঠ করে। (আন্নেমাতুল কুবরা আলাল আলম ১৯ পৃষ্ঠা)।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলমান সরল প্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বড় গলায় ইসলামী হুকুমতের আওয়াজ তুলে সত্য, কিন্তু নবীজির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আর সম্মান প্রদর্শনের কথা বললে তাদের ভাল লাগেনা। উল্লেখিত সপ্তম ও অষ্টম হাদীসের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ রকম নামধারী ভ্রান্ত মুসলমানের চেয়ে বৃক্ষ-লতা বা পাহাড়-পর্বত অনেক শ্রেয়।

অবশ্য সৃষ্টির আঙ্গিনায় হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আগমন সকল নবীগণের শেষ ভাগে। যেমন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবীর আগমন ঘটবেনা। তিনি যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের মত দু'হাত, দু'পা, দু'চক্ষু এক নাক ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ছিলেন, হাটে বাজারে গিয়েছেন, যুদ্ধ-জেহাদ ও সংসার করেছেন, অজু-গোসল ও বিবাহ-শাদী করেছেন। তাই বলে তিনি কি আমাদের মত সাধারণ মানুষ বা এ রকম সে রকম বলতেও দুঃসাহস করে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, আমাদের নবী বা অন্য কোন নবীকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ বা দোষে গুণে মানুষ এরকম সে রকম চিন্তা-ভাবনা করা চরম বেয়াদবী ও মান হানিকর।

নবীগণের কোন দিক বা কোন অবস্থাই আমাদের সাথে তুলনীয় নয়। অবশ্য তাঁদেরকে আমাদের মাঝে মানবের বাহ্যিক রূপ আকৃতি দিয়ে জগতে প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য, কল্যাণের জন্য এবং আমাদেরই

শিক্ষার জন্য। যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দু'হাত, দু'পা না হত তা হলে আমরা অজু-গোসলের শিক্ষা, বিবাহ-শাদীর পদ্ধতি এবং পার্থিব জগতের কার্যক্রম সমাধা করার ব্যবস্থা কিভাবে জ্ঞাত হতাম? তদুপরি যদি তিনি হাট বাজারে না যেতেন ও বিবাহ না করতেন, আমাদের জন্য কিভাবে তা হালাল হত? বস্তুতঃ নবীগণের বাহ্যিক আকৃতি আমাদের মত হওয়া তাও আমাদের জন্য মহান রহমত। এ কথা নয় যে, তাঁরা আমাদের মত সাধারণ মানুষ। মূলতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানুষ না? অবশ্যই তিনি মানুষ। মানুষ বলতে আমাদের মত নয়। তিনি সম্পূর্ণ খোদার নূর থেকে সৃষ্টি নূরানী মানুষ। তাঁর দু'কান আমাদের কানের মত নয়। দু'চক্ষু আমাদের চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় নয়। তাঁর কোন কিছুই আমাদের মত নয়। এর প্রমাণ তিনি নিজেই এরশাদ করেন– ''আমার চক্ষু দিয়ে আমি যা অবলোকন করি তা তোমরা করতে পার না, আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা করতে পারনা'' (বোখারী শরীফ)।

আমরা সাধারণতঃ জ্বিন-ফেরেস্তা অবলোকন করতে পারি না; কিন্তু তিনি পারেন। বরং জ্বিন-ফেরেস্তাও তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। পার্থিব জগতে তিনি আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি আমাদের মত নন। বরং সৃষ্টির আঙ্গিনায় হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীকুল সম্রাট ও অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নূরানী নবী হিসাবে মাহবুবে খোদা রূপে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁর প্রতি লাখো দরুদ ও লাখো সালাম।

অধ্যক্ষ : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর বেলায়তের ঐশী করুণা ধারা

আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নায়েবে রসুল অলিউল্লাহদের বদৌলতে দুনিয়াতে ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করিয়াছে। ইসলাম মহান স্রষ্টার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দর্শন, তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। ইসলামী ছুফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা, তথা ইসলামী ''ছুফী সভ্যতার'' মধ্যস্থতায় ইসলামের আভ্যন্তরীণ মর্মবাণী পরিস্ফুটিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাই বিশ্ব ঐক্যের অগ্রযাত্রায় সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং আগামীতে করিবে।

এশিয়া উপমহাদেশে বেলায়তের মুকুটধারী বাদশা বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা ছুফী সভ্যতার দিশারী রূপে গাউছুল আজম হিসাবে সাব্যস্ত। তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া হিজরী ১২৬৯ সালে যশোর জেলায় কাজীর পদে যোগ দেন। পরবর্তী বছরেই তিনি কাজীর পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বোঁ আলী (রঃ) মাদ্রাসার প্রধান মোদাররেছ পদে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি নফ্স বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিল মালামাত বেলায়ত অর্জন করিয়াছেন। সোলতানুল হিন্দ গাউছে কাউনাইন শায়খ সৈয়দ আবু শাহামা মুহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহুরী (রঃ) এঁর নিকট হইতে গাউছিয়তের ফয়জ ও খেলাফত হাছেল করেন। তাঁহার পীরে তরিকতের বড় ভাই হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (চির কুমার) মোহাজেরে মদনী লাহুরী (রঃ) এঁর নিকট হইতে কুতুবিয়তের ফয়জ হাছেল করেন। যাহা গাউছে আজমীয়তের জন্য দরকার ছিল। মূলগত বা প্রকৃতিগত বা জন্মগতভাবে বিনা রিয়াজত ও পরিশ্রমে খোদার নিকট হইতে নির্ধারিতভাবে যেই বেলায়ত লাভ করেন তাঁহার সুবাধে তিনি গাউছুল আজম সাব্যস্ত হন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। তাঁহার খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাবশালী ত্রাণ কর্তৃত্বের বদৌলতে মাইজভাণ্ডার গ্রামখানি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ নামে সম্মানীত উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের উর্ধ্বকাল হইতে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে হুজুরে পাকের ফজিলতের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার ফয়েজ বরকতের স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ হযরতের নামীয় বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুল, রাস্তা ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করিয়া স্মৃতি বিদ্যমান রাখিয়াছেন। তিনি এমন এক খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন। কামালিয়তের বা বুজর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজর্গীতে বাদ পড়ে না। তাঁহার সাথে হযরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথেও খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ দীনে মতীনদের মধ্যে অনেকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল্রা কিরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। তাঁহার তরিকা গ্রহণকারীরা সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্সে আম্মারা হইতে কামেলা ও ''উছুলে সাবআ'' সপ্ত পদ্ধতির মধ্যস্থতায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এই দুইটিকে খুব সহজ ও

সুন্দরভাবে সমন্বয় করিয়া কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার অলৌকিকতা, ত্রাণ কর্তৃত্ব, যশঃকীর্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিন দিন হাজতী মকছুদি প্রভৃতি রুহানি ও মানবতার উন্নয়নকামী দীক্ষা প্রার্থী জনতার ভীড় বাড়িতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও খেদমত-ছোহবতের বরকতে বহু লায়েক আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তে হালজজ্‌বায় খোদা প্রেমমত্ত অলিউল্লাহগণ বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। যেমন– হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর নিকট হইতে বেলায়ত প্রাপ্ত খলিফা ও প্রধান মুরিদানের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১। সোলতানে আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী অছিয়র রহমান ছাহেব (রঃ), চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২। সোলতানে অলদ্ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কাজী আছাদ আলী ছাহেব (রঃ), আহল্লামৌজা, বোয়ালখালী, চট্টগাম।

৩। সোলতানে আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), খিতাবচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৪। আমিরুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমিরুজ্জামান ছাহেব (রঃ), পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৫। আশরাফুল আউলিয়া হযরত মওলানা আবদুর রাজ্জাক প্রকাশ হাকিম শাহ্ ছাহেব (রঃ), সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

৬। সোলতানুল মোকাররেবীন হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী ছাহেব (রঃ), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৭। সোলতানুল আরেফীন হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মুজিবুল্লাহ ছাহেব (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮। সামশুল ওলামা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী খলিলুর রহমান ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

৯। রাহনুমায়ে হাকিকত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রাহাতুল্লাহ ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

১০। মাহবুবে খালেক হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মোহছেন আলী ছাহেব (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১১। মাহবুবে খোদা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমানুল্লাহ আলী ছাহেব (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১২। কুতুবুল উলা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী ফরিদুজ্জামান আলী ছাহেব (রঃ), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৩। কুতুবে আলম হযরত শাহ্ ছুফী আকামুদ্দিন আলী ছাহেব (রঃ), কালারমার ছড়া, মহেশখালী, চট্টগ্রাম।

১৪। নূরে আলম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মিঞা হোছাইন ছাহেব (রঃ), খেনুদি, আরকান, বার্মা।

১৫। আশেকে হক্কানী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), (মগুল) আরকান, বার্মা।

১৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল হামিদ ছাহেব (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), সোনাপুর, নোয়াখালী।

১৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

১৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রেজওয়ান উদ্দীন ছাহেব (রঃ), শাহনগর, চট্টগ্রাম।

২০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মহব্বত আলী ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

২১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রহিম উল্লাহ ছাহেব (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।

২২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হাফেজ, কারী, মোহাদ্দেছ সৈয়দ তাফাজ্জুল হোসাইন ছাহেব (রঃ), মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।

২৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মুফতী সৈয়দ আমিনুল হক ছাহেব (রঃ), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

২৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী করিম বক্স প্রকাশ বজলুল করিম ছাহেব (রঃ), মন্দাকিনী, চট্টগ্রাম।

২৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ইউছুপ আলী ছাহেব (রঃ), হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল কুদ্দুছ ছাহেব (রঃ), হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব গাজী ছাহেব (রঃ), শ্রীপুর, নোয়াখালী।

২৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী নজির আহমদ প্রকাশ নজির শাহ্ ছাহেব (রঃ), সীতাকুণ্ড মাজার-স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

২৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হাছি মিঞা ছাহেব (রঃ), চারিয়া, চট্টগ্রাম।

৩০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এবাদুল্লাহ শাহ্ ছাহেব (রঃ), হারবাঙ্গ, চকরিয়া, কক্সবাজার।

৩১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী জাফর আহমদ প্রকাশ মামু ফকির ছাহেব (রঃ), রেঙ্গুন, বার্মা।

৩২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী বাচা ফকির ছাহেব (রঃ), কাউখালী, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৩৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী বাচা শাহ্ ছাহেব (রঃ), ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী শাহ্ ওয়ালী মস্তান ছাহেব (রঃ), রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৩৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল মজিদ ছাহেব (রঃ), আজিম নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৩৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল জলিল প্রকাশ বালু শাহ্ ছাহেব (রঃ), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল হক পানি শাহ্ ছাহেব (রঃ), ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মতিয়র রহমান শাহ্ ছাহেব (রঃ), পূর্ব ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

৪০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব নুরী ছাহেব (রঃ), আলীপুর, নোয়াখালী।

৪১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আসরাফ আলী ছাহেব (রঃ), দুগাইয়া, চান্দপুর, কুমিল্লা।

৪২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

৪৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), ফেনী।

৪৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আলী আজম ছাহেব (রঃ), মন্ডল, নোয়াখালী।

৪৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গফুর ছাহেব (রঃ), প্রকাশ কম্বলীশাহ্, মোহনপুর, ফরিদপুর।

৪৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী গোলাম রহমান ছাহেব (রঃ), বরিশাল।

৪৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল হাদী ছাহেব (রঃ), কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৪৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল গণী ছাহেব (রঃ), কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৪৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ছাহেব (রঃ), কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৫০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল গফুর শাহ্ ছাহেব (রঃ), সারোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৫১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী ছাহেব (রঃ), ফানীবিল্লাহ, নিজপুত্র, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

৫২। কুতুবুল এরশাদ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল ছাহেব (রঃ), নিজ ভ্রাতুস্পুত্র, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

৫৩। কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী ছাহেব (রঃ), নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৫৪। সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ছাহেব (রঃ), নিজ পৌত্র, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

৫৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), প্রকাশ ফকির আবদুল্লাহ, বাঞ্ছারামপুর, কুমিল্লা।

৫৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আফজল শাহ্ পাটোয়ারী ছাহেব (রঃ), বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

৫৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মোনছেপ আলী ছাহেব (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

৫৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মোস্তাফিজুর রহমান ছাহেব (রঃ), আমিলাইশ, সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

৫৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আহমদ ছফা ছাহেব (রঃ), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৬০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছালেকুর রহমান ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৬১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গণী ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৬২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এনায়েত উল্লাহ ছাহেব (রঃ), পাঠানটুলী, চট্টগ্রাম।

৬৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হাসমত আলী ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৬৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কাজী মনওয়ার আলী ছাহেব (রঃ), বড়উঠান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৬৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী জাফর আলী শাহ্ সাহাবাজ ছাহেব (রঃ), করাচী, পাকিস্তান।

৬৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহিম ছাহেব (রঃ), বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৬৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মামু ফকির 'মজ্জুব মকতুম' ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৬৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী ওবাইদুল হক মিঞা 'মস্তকলন্দর' ছাহেব (রঃ), চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

৬৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আজগর শাহ্ 'মজ্জুব কলন্দর' ছাহেব (রঃ), চকবাজার, চট্টগ্রাম।

৭০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মামু ফকির ছাহেব (রঃ), চুলিয়াগলি, রেঙ্গুন, বার্মা।

৭১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী বাঙ্গালী বাবা ছাহেব (রঃ), করাচী, পাকিস্তান।

৭২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী বেলায়ত আলী শাহ্ 'আবদাল কুতুব' ছাহেব (রঃ), চৈতন্য গলি, চট্টগ্রাম।

৭৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী পাগলা মওলানা প্রকাশ ফেনী মিঞা ছাহেব (রঃ), ফেনী।

৭৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী পাগলা মিঞা ছাহেব (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।

৭৫। হযরত শাহ্ ছুফী মজ্জুব অলী উল্লাহ ছাহেব (রঃ), (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জাকির হোসাইন সাহেবের পিতা।

৭৬। হযরত শাহ্ ছুফী মনির উল্লাহ ছাহেব (রঃ), বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এঁর মাজারের খাদেম, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৭৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী নুরুচ্ছফা ছাহেব (রঃ), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

৭৮। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।

৭৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী নুরুজ্জামান ছাহেব (রঃ), বইজ্জাখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী ফোরক আহমদ ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮১। হযরত শাহ্ ছুফী ডাঃ সৈয়দ আবুল ফজল প্রকাশ কালা মিঞা ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮২। হযরত শাহ্ ছুফী খুইল্যা মিঞা ফকির ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮৩। হযরত শাহ্ ছুফী উমেদ আলী ফকির ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮৪। হযরত শাহ্ ছুফী মমতাজ আলী ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮৫। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৮৬। হযরত শাহ্ ছুফী নুর আহমদ খান ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৮৭। হযরত শাহ্ ছুফী আজিজুর রহমান ছাহেব (রঃ), বইজ্জাখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হামিদ উল্লাহ ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৮৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ খায়ের উদ্দীন ডাক্তার ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল লতিফ ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯১। হযরত শাহ্ ছুফী খায়ের আহমদ মিঞাজি ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯২। হযরত শাহ্ ছুফী হায়দার আলী গোমস্তা ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৩। হযরত শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ ওয়াশিন ছাহেব (রঃ), কুলালপাড়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৪। হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দুল হক ফকির ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৫। হযরত শাহ্ ছুফী তুতুন ফকির ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৬। জনাব গুরুদাস ফকির সাহেব (হিন্দু ধর্মাবলম্বী), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৭। জনাব ধনঞ্জয় সাহেব (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৯৮। হযরত শাহ্ ছুফী নুর আলী ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৯৯। হযরত শাহ্ ছুফী ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১০০। জনাব সাধু মনমোহন সাহেব (হিন্দু ধর্মাবলম্বী), সাতমোরা, কুমিল্লা।

১০১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আহমদ উল্লাহ ছাহেব (রঃ), সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

১০২। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল গফুর শাহ্ ছাহেব (রঃ), লাকসাম, কুমিল্লা।

১০৩। হযরত শাহ্ ছুফী ইউছুপ আলী ফকির (ছাইয়া) ছাহেব (রঃ), চট্টগ্রাম।

১০৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী খলিল শাহ্ (ছাইয়া কলন্দর) ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১০৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান মিঞা কলন্দর শাহ্ ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

১০৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল ওহাব শাহ্ ছাহেব (রঃ), মালিবাগ, ঢাকা।

১০৭। হযরত শাহ্ ছুফী আমির মোজাফ্ফর আহমদ ছাহেব (রঃ), (শহর কুতুব) কক্সবাজার।

১০৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী লুৎফুর রহমান ছাহেব (রঃ), পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১০৯। হযরত শাহ্ ছুফী জাহেদ মিঞা ছাহেব (রঃ), পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১১০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুর রশিদ ছাহেব (রঃ), সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

১১১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মীর আহমদ ছাহেব (রঃ), পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১১২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এখলাছুর রহমান ছাহেব (রঃ), বহদ্দারবাড়ী, চট্টগ্রাম।

১১৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কেরামত আলী নেজামপুরী ছাহেব (রঃ), মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
১১৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী উজির আলী ছাহেব (রঃ), নোয়াখালী।
১১৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কাজী আবদুল বারী ছাহেব (রঃ), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১১৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রেয়াজত উল্লাহ ছাহেব (রঃ) (সাব রেজিষ্টার), কুমিল্লা।
১১৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ মিঞা ছাহেব (রঃ), (কুমিল্লার নওয়াব হোসাইনুল হায়দারের নায়েব), কাজী বাড়ী, কুমিল্লা।
১১৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছায়েদ আলী মিঞা ছাহেব (রঃ), (কুমিল্লার পশ্চিম গাওয়ের নায়েব), কুমিল্লা।
১১৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আলী বাহাদুর ছাহেব (রঃ), (কুমিল্লার বাগিচা বাড়ীর নওয়াব), কুমিল্লা।
১২০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সামসুজ্জামান ডাক্তার ছাহেব (রঃ), বকশিবাড়ী, চট্টগ্রাম।
১২১। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মতিউর রহমান ছাহেব (রঃ), মহেশখালী, বাতাকান্দি, কুমিল্লা।
১২২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হাফেজ আবদুর রহিম ছাহেব (রঃ), বাগরাবাজার, কুমিল্লা।
১২৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী মুন্সি ইসহাক ছাহেব (রঃ), ফরহাদনগর, নোয়াখালী।
১২৪। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গণী মোক্তার ছাহেব (রঃ), বানিয়াটিলা, চট্টগ্রাম।
১২৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কালা মিঞা চৌধুরী ছাহেব (রঃ), বাংলাদেশ।
১২৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল করিম ছাহেব (রঃ), মগদাইর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১২৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রমজান আলী ছাহেব (রঃ), কদুরখিল, চট্টগ্রাম।
১২৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আনওয়ার আলী ছাহেব (রঃ), কদুরখীল, চট্টগ্রাম।
১২৯। হযরত শাহ্ ছুফী ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ছাহেব (রঃ), মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
১৩০। হযরত শাহ্ ছুফী দেলাওয়ার আলী চৌধুরী ছাহেব (রঃ), মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
১৩১। হযরত শাহ্ ছুফী আলতাফ আলী মিঞা ছাহেব (রঃ), কাউখালী, চট্টগ্রাম।
১৩২। হযরত শাহ্ ছুফী চান্দমিঞা ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩৩। হযরত শাহ্ ছুফী মাষ্টার ফজলুর রহমান ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩৪। হযরত শাহ্ ছুফী আনওয়ার মিঞা ছাহেব (রঃ), দৌলতপুর, বাংলাদেশ।
১৩৫। হযরত শাহ্ ছুফী চুন্নু মিঞা চৌধুরী ছাহেব (রঃ), বাংলাদেশ।
১৩৬। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী রজব আলী সাকরাপুরী ছাহেব (রঃ), সাকরাপুর, কুমিল্লা।
১৩৭। হযরত শাহ্ ছুফী ফজলুর রহমান চৌধুরী ছাহেব (রঃ), দৌলতপুর, বাংলাদেশ।
১৩৮। হযরত শাহ্ ছুফী খালেকুজ্জামান মিঞা ছাহেব (রঃ), দৌলতপুর, বাংলাদেশ।
১৩৯। হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা আমজাদ আলী ছাহেব (রঃ), দৌলতপুর, বাংলাদেশ।
১৪০। হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ শাহ্ ছাহেব (রঃ), (সাহিত্যিক), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪১। হযরত শাহ্ ছুফী মুন্সি সৈয়দ নেছার আহমদ ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪২। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী নাজের আলী শাহ্ ছাহেব (রঃ), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৪৩। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল জব্বার চৌধুরী ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

১৪৪। হযরত শাহ্ ছুফী জিয়াউল হোসাইন ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪৫। হযরত শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ হোসাইন ছাহেব (রঃ), ঢাকা।
১৪৬। হযরত শাহ্ ছুফী আয়ুব আলী সাব রেজিষ্টার ছাহেব (রঃ), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪৭। হযরত শাহ্ ছুফী কবি আবদুল হাকিম ছাহেব (রঃ), বাংলাদেশ।
১৪৮। হযরত শাহ্ ছুফী ওবাইদুর রহমান ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪৯। হযরত শাহ্ ছুফী আমিন উদ্দীন মুন্সেফ ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫০। হযরত শাহ্ ছুফী আছমত আলী ছাহেব (রঃ), কোদলা, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।
১৫১। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল কাদের ছাহেব (রঃ), নাছিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৫২। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ), পূর্ব চাম্বল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
১৫৩। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল হাকিম ছাহেব (রঃ), কোর্ট পাড়া, চট্টগ্রাম।
১৫৪। হযরত শাহ্ ছুফী ফজু মিঞা চৌধুরী ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫৫। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী কাজী মোছাহেব উদ্দিন শাহ্পুরী ছাহেব (রঃ), শাহ্পুর, কুমিল্লা।
১৫৬। হযরত শাহ্ ছুফী মকবুল ফকির ছাহেব (রঃ), পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
১৫৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী অদিয়ত উল্লাহ ছাহেব (রঃ), জাহানপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী এজাবত উল্লাহ ছাহেব (রঃ), বক্তপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল্লাহ ছাহেব (রঃ), সুন্দরপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৬০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল হাকিম ছাহেব (রঃ), ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৬১। হযরত শাহ্ ছুফী ডাঃ আবদুল মজিদ ছাহেব (রঃ), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৬২। হযরত শাহ্ ছুফী হাফেজ ফজলুর রহমান ছাহেব (রঃ), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
১৬৩। হযরত শাহ্ ছুফী আফাজ উদ্দীন মিয়াজী প্রকাশ চুল্লা ফকির ছাহেব (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।
১৬৪। হযরত শাহ্ ছুফী আমেত আলী ছাহেব (রঃ), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।
১৬৫। হযরত শাহ্ ছুফী নবীদুর রহমান শাহ্ ছাহেব (রঃ), নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৬৬। হযরত শাহ্ ছুফী মকবুল পন্ডিত ছাহেব (রঃ), কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬৭। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আবদুল মালেক ছাহেব (রঃ), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৬৮। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী হেদায়ত আলী ছাহেব (রঃ), বাংলাদেশ।
১৬৯। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী জমির উদ্দীন ছাহেব (রঃ), গ্রাম-লতিফ সিকদার, ত্রিপুরা।
১৭০। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল্লাহ ছাহেব (রঃ), বক্তপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৭১। হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ মিঞা ফকির ছাহেব (রঃ), আজিম নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৭২। হযরত শাহ্ ছুফী রাউফ মিঞা ছিদ্দিকী ছাহেব (রঃ), আকুবদণ্ডী, সৈয়দপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭৩। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী নুরুদ্দিন ছাহেব (রঃ), কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭৪। হযরত শাহ্ ছুফী এয়াকুব সিকদার ছাহেব (রঃ), কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭৫। হযরত শাহ্ ছুফী ডুলা ফকির ছাহেব (রঃ), ডুলাহাজারা, কক্সবাজার।

১৭৬। হযরত শাহ্ ছুফী খায়রুজ্জামান ছাহেব (রঃ), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
১৭৭। হযরত শাহ্ ছুফী আশকার আলী পন্ডিত ছাহেব (রঃ), চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
১৭৮। হযরত শাহ্ ছুফী মুহাম্মদ রহম আলী ছাহেব (রঃ), বাংলাদেশ।
১৭৯। হযরত শাহ্ ছুফী অছিয়র রহমান প্রকাশ লাল মিঞা ছাহেব (রঃ), হাইতকান্দি, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
১৮০। হযরত শাহ্ ছুফী জিন্নাত আলী শাহ্ ছাহেব (রঃ), হারবাঙ্গ, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।
১৮১। হযরত শাহ্ ছুফী আবদুল গণি চৌধুরী ছাহেব (রঃ), দমদমা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৮২। হযরত শাহ্ ছুফী খারু ফকির ছাহেব (রঃ), (প্রকাশ-চুন্নমিঞা ফকির), ছাদেক নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৮৩। হযরত শাহ্ ছুফী এয়াছিন মুন্সি ছাহেব (রঃ), কালি শিমুল, সরাইল, বি-বাড়িয়া।
১৮৪। হযরত শাহ্ ছুফী আহসান উল্লাহ ছাহেব (রঃ), রশিদের ঘোনা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর দুই ভ্রাতার দুই পুত্রও তাঁহার ফয়েজ বরকত লাভে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব গাউছিয়ত ধারামতে ফয়েজ প্রাপ্ত ''কুতুবে এরশাদ'' ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা কুতুবুল আক্তাব ছিলেন। তাঁহার পবিত্র বংশধর খাছ আওলাদ তাঁহার পৌত্র সাজ্জাদানশীন, তাঁহার পবিত্র গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত, শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় শরাফতের মালিক হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সোলতানে আউলিয়া ছরদারে আউলিয়া হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন।

অনুরূপভাবে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বিগত ১৯৭৪ ইংরেজী সালে হযরত কেবলা কাবার বাণী অনুযায়ী গাউছিয়ত সরকার মনোনীত করিয়া, তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সোলতানুল অলদ, সৈয়দুল আছফিয়া আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া হযরত কেবলা কাবার রাজ রহস্য তাৎপর্যমূলক ব্যবহৃত হরিদ্রী রং এঁর পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং তিনি নিজেই মনোনীত করে সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করেন। তাহা সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৫ সালে ''জরুরী বিজ্ঞপ্তির'' মধ্যে লিখিয়াছেন- ''এতদসঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা শজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী-সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।''

হযরত কেবলা কাবা খাতেমুল অলী ও অলদ্। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান ''ফয়জে মোজাররদ্''। পুকুরের মত কাহারো দ্বারে তিনি যাননা কিংবা কাহারো মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন। সকলই তাঁহার দারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হয় এবং পাত্র অনুযায়ী তাঁহার দান নিয়া যায়। এই মহান গাউছুল আজমের পবিত্র শরাফতের কারণে তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী ''ওরশ শরীফ'' প্রতি বৎসর ১০ই মাঘ ২৩ শে জানুয়ারী মহাসমারোহে মাইজভাণ্ডার শরীফ, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে তাঁহার হুজুরা শরীফের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমিন।

দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মহা পবিত্র নাম আহমদ ও মুহাম্মদ এঁর মাহাত্ম্য

আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী

নাহমাদুল্লাহ ও আ নুসাল্লি ওআ নুছাল্লিমু আলা হাবিবিহিল করীম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ওআ য়ালা আলিহী ওআ সাহবিহী ওআ আউলিয়া ইহী আজমাঈন।

মুখবন্ধ ঃ

মহাপবিত্র, মহা মহীম, মহা মর্যাদাবান যে দুটি নামের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে উপস্থাপন করার প্রয়াস নেব তা একটি হলো ''আহমদ'' অপরটি ''মুহাম্মদ'' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ পবিত্র নাম দ্বয়ের ফজিলত এক মহা সমুদ্র তুল্য যা বর্ণনা করে শেষ করার সাধ্য কারো নেই; তবে যৎ কিঞ্চিৎ আলোক পাত করে নিজেকে প্রাচুর্যময় করাই উদ্দেশ্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

আরবী আহমদ শব্দের অর্থ হলো চরম প্রশংসাকারী। আরবী ব্যাকরণানুযায়ী কর্তৃবাচক বিশেষ্য যা গুণের আধিক্য বুঝায়। সাথে সাথে অপেক্ষা কৃত অধিক গুণ সম্পন্ন (Superlative Degree) বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রশংসা সর্বোচ্চভাবে যিনি করেছেন তিনি হলেন আহমদ, যার উপরে প্রশংসা করার মতো সাধ্য আর কারো নেই। আরবী মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হলো চরম প্রশংসীত। যা কর্মবাচ্য (Passive Participle), আরবী ব্যাকরণ অনুসারে তাও অধিক গুণ সম্পন্ন বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ পাক কর্তৃক সর্বোচ্চ প্রশংসিত হলেন মুহাম্মদ, আল্লাহর উপরে প্রশংসা করার মতো সাধ্য আর কারো নেই।

নামের উৎস ঃ

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রথম যে নাম করণ স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন তাহলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এঁর প্রেক্ষাপট হলো, আল্লাহ পাক যখন আপন স্বত্তাকে প্রকাশ করার নিমিত্তে সর্ব প্রথম সৃষ্টি সৃজন করার ইচ্ছে করলেন তখন আপন জাতের নূর মোবারক হতে এক মুষ্টি নূর নিয়ে ঐ নূরকে আদেশ করলেন তুমি মুহাম্মদ হয়ে যাও। অতঃপর ঐ নূর একটি স্তম্ভাকৃতি হয়ে আল্লাহ পাককে সেজদা করলেন। এবং সেজদায় সর্ব প্রথম পাঠ করলেন আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ পাক প্রচণ্ড আনন্দে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বল্লেন আমি যা চেয়েছি। তুমি তাই করলে, তোমাকে সৃজন করার সার্থকতা তুমি প্রমাণ করলে, যখন তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলে আমার এমন উচ্চ প্রশংসা করলে যার উপরে আর কোন প্রশংসা হতে পারে না, অর্থাৎ তুমিই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ, চরম প্রশংসাকারী তাই তোমাকে আমিই নাম করণ করলাম মুহাম্মদ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম প্রশংসীত অর্থাৎ তোমার উপরে প্রশংসার যোগ্য আর কেউ নেই। স্মর্তব্য যে, আলহামদু, আহমদ, মুহাম্মদ সকল শব্দের মূল ধাতুবর্ণ এক ও অভিন্ন তা হলো হা, মীম, দাল একত্রে ''হামদ'' অর্থ প্রশংসা। এখানে তাত্বিক রহস্য হলো রাসুল পাকের পবিত্র জবানে উচ্চারিত শব্দ থেকেই রূপান্তরিত করা হয়েছে রাসুলে পাকের নাম মোবারক। তা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। এত মহান মর্যাদা ঐ নাম মোবারকের।

আদি ও আসল নাম ঃ

রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর আদি ও আসল এবং স্বত্তাগত নাম হলো দুটি আহমদ ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছন্দে অর্থ এরূপ ঃ চরম প্রশংসাকারী নাম আহমদ ও চরম প্রশংসিত নাম হয় মুহাম্মদ।

এতদ্‌ভিন্ন হাজারো নাম রয়েছে গুনবাচক, শত নাম এর বর্ণনা বিভিন্ন অজিফাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে আদী নামের বিবরণ রয়েছে। আল কোরানের ভাষ্যে প্রকাশ ঃ হযরত ইসা (আঃ) বণী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে একজন রাসুলের ভবিষ্যৎ বাণী করছি, যিনি আমার পরে পৃথিবীতে শুভাগমন করবেন, যার পবিত্র নাম আহমদ। পবিত্র কোরান এর কয়েক স্থানে মুহাম্মদ নামটি পরিদৃষ্টি হয়। যেমন ঃ ১। ওয়া মা মুহাম্মদুন ইল্লা রাসুল (৪র্থ পারা সুরা-আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৪) অর্থাৎ-আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন রাসুল।

২। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির্‌ রিজালিকুম (পারা ২২তম, সুরা-আহজাব, আয়াত ঃ ৪০) অর্থাৎ-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল। ৩। মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (পারা-২৬তম সুরা-ফাতহ্‌, আয়াত ঃ ২৯) অর্থাৎ-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসুল, ৪। ওআ আমানূ বিমা নুয্‌ যেলা আলা মুহাম্মদ (২৬ তম পারা সুরা-মুহাম্মদ, আয়াত:২) অর্থাৎ-যা কিছু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস কর। তাছাড়া মুহাম্মদ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র সুরা কোরান শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত দুটি মূল নাম ব্যতীত অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে রাসুল পাকের। সকল আসমানী কিতাবে ব্যক্ত হয়েছে আদী ও মূল নাম। পাশাপাশি গুণবাচক নামও বিদ্যমান। মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী শরীফে পবিত্র রওজা শরীফ সংলগ্ন মসজিদের দেয়ালের অভ্যন্তরে বড় বড় ক্যালিওগ্রাফী কারুকার্য করে প্রস্তর খোদাই পূর্বক এক ছত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে রাসুলে পাকের প্রায় শতাধিক গুণ বাচক নাম।

সম্বোধন ঃ

কোরানে করীমে পূর্ববর্তী অনেক নবীর নাম উল্লেখ আছে। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নবীদের নাম ধরে সম্বোধন করে আহবান করেছেন। যেমন ঃ ইয়া ইসা, ইয়া মুসা, ইয়া ইব্রাহীম, ইয়া ইসমাঈল অর্থাৎ হে অমুক (নবী)। কিন্তু কোথাও প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর আদি ও মূল নাম আহমদ কিংবা মুহাম্মদকে সম্বোধন সূচক অব্যয় ইয়া দিয়ে আহবান করা হয় নাই। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, হে আহমদ, এ ধরণের কোন সম্বোধন কোরানে পাকে বিদ্যমান নাই। প্রিয় নবী করিমের নাম মোবারকের মর্যাদা ও সম্মান এ থেকেই প্রতিয়মান হয়। তবে যেখানে আহবান করা প্রয়োজন হয়েছে সেখানে আল্লাহ পাক রাসুলে পাকের গুণ সূচক নাম ধরে আহ্বান করেছেন, যেমন ঃ ইয়াসীন, ইয়া আইউহান্নবী, ইয়াআইউহাল মুজ্জাম্মিল, ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্চির ইদ্যাদি, আদি নাম নিয়ে সম্বোধন করাটা আল্লাহ পাকের নিকট অপছন্দনীয় বলে বুঝা যায়। অধিকন্তু আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত একটি আয়াত কোরান মজীদে বিধৃত রয়েছে যে, ''তোমার পরস্পরকে যেভাবে আহ্বান করে থাক সেভাবে রাসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ডাকবে না।'' এখানে রাসুলে পাককে কারো সমতুল্য মনে ধারণা করা পর্যন্ত বাতিল আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

একটু দ্বন্দ ঃ নাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বলিত অনেক কবিতায় ছন্দে বিভিন্ন ভাষায় ''ইয়া মুহাম্মদ'' বলে আহবানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, যেমন ঃ আরবীতে-ইয়া হাবিবী ইয়া মুহাম্মদ অর্থ-হে বন্ধু আমার, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

ফার্সীতে-তুয়ী সুলতানে আলম ইয়া মুহাম্মদ (জামী) অর্থ-হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি সমগ্র বিশ্বের বাদশাহ।

উর্দুতে-জলওয়াগরহো ইয়া মুহাম্মদ মোস্তফা অর্থ-হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি প্রকাশিত হোন উর্দুতে-ইয়া মুহাম্মদ মোস্তফা ফরীয়াদ হায় (মুহাজেরে মক্কী) অর্থ-হে মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার পাক দরবারে ফরিয়াদ জানাই।

উর্দুতে-তেরী উলফত জমাই জবছে দিলমে-হুয়া আবাদ ওয়াইরান ইয়া মুহাম্মদ (দিওয়ানে নেজামত) অর্থ-আমার অন্তরে যখন থেকে তোমার প্রেম প্রবেশ করল তখন থেকে অনাবাদী অন্তর আবাদ হয়ে গেল হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

বাংলাতে-ইয়া মুহাম্মদ বেহেস্ত হতে খোদাকে পাওয়ার পথ দেখাও (কবি নজরুল)

এখানে একটু দ্বন্দ পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃত পক্ষে এটা কোন দ্বন্দ নয়, সম্বোধনের ভাব ভঙ্গিমা ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে বৈধ-অবৈধতার বিষয়, উদ্দেশ্য নেতিবাচক ও বিরূপ হলে তা হবে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ, আর ইতিবাচক ও সম্মানার্থে হলে ইসলামে তার অনুমোদন রয়েছে। হাদীস শরীফে কোন কোন স্থানে ক্ষেত্র বিশেষ আদব, আদর, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, কিংবা ভাবাবেগ ও বিপদ মুক্তির নিমিত্তে আহবান স্বরূপ ওগো মুহাম্মদ বলে কোন কোন সাহাবার সম্বোধনের দু'একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র। তবে তা সর্ব সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লিখিতভাবেও তা কোন কোন স্থাপনায় পরিদৃষ্ট হয়। যেমনটি প্রাচীন কালে সুন্নী শাসনামলে মদীনা মুনাওয়ারায় রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর রওজা মোবারকের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্বে পাশাপাশি তিনটি গোলাকৃতি বড় বড় ছিদ্র বিশিষ্ট যে জালী রয়েছে সেখানে একই লাইনে দুপাশে পিতল ধাতব খচিত আরবী লিপি আছে এক পাশে ইয়া আল্লাহ অপর প্রান্তে ইয়া মুহাম্মদ। তবে আমি ১৯৮৩ ইং সনে হজে আকবর পালনার্থে যখন মদীনা শরীফ যাই রওজা শরীফ জিয়ারতকালে দেখি ইয়া আল্লাহ খচিত শব্দটি যথাযথ বিদ্যমান থাকলেও ইয়া মুহাম্মদ এর আরবী ইয়া অক্ষরের নোকতা বিশিষ্ট ইয়াটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তবে ইয়া সংযুক্ত আলিপটি অবশিষ্ট রয়ে গেছে। মনে হয় এটা বাতেল আকীদা সম্পন্ন শাসক গোষ্টির কর্মকাণ্ড হবে। যে সব নামধারী মুসলমান অদৃশ্য কিংবা মৃত ব্যক্তিকে আহবান করা শিরিক বলে ধারণা করে থাকে তারাই এ কাজ করে থাকবে।

রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আহবান করতে হলে গুন বাচক নাম সহকারে আহবান করাই শ্রেয়। যেমন ঃ ইয়া মোস্তফা, ইয়া মুজতবা, ইয়া হাবীবাল্লাহ, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইত্যাদি।

গুণে মানে অতুলনীয় ঃ

মহা মহীম নাম মোবারক আহমদ ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ্‌র নিকট ঐ নাম এত মহা মর্যাদাবান যে লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর, নবী-রাসুল এ পৃথিবীতে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন বটে কারো নাম ঐ পবিত্র নামদ্বয় দ্বারা নামকরণ করা হয় নাই। তাই আহমদ ও মুহাম্মদ নাম একমাত্র প্রিয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জন্য খাস ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। সে দৃষ্টি ভংগী থেকে রাসুলে পাকের নাম মোবারক অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। আর স্বয়ং রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো অতুলনীয় আছেনই। ঐ নাম এত মহান গুণ সম্পন্ন যে, এক উর্দু কবিতায় তা এভাবে বিবৃত হয়েছে-কলমা মে খোতবা মে নামাজ ও আজান মে-হায় নামে ইলাহী ছে মিলা নামে মুহাম্মদ। অর্থ-কলমা, খোতবা, নামাজ ও আজানে আল্লাহ্‌র নামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে রয়েছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র নাম।

অন্যত্র আছে-দে হামে হুব্বে মুহাম্মদ আউর মুহাম্মদিউ মে গিন হো মুহাম্মদ হী মুহাম্মদ বিরদ মেরা রাত ও দিন।

অর্থ ঃ আমাকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর ভালবাসা দান কর এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দলভুক্ত কর, যাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই যেন দিবারাত্র আমার জপনা হয়।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) এঁর অন্যতম খলীফা হযরত মওলানা বজলুল করীম মন্দাকিনী প্রকাশ করীম বখশ তার রচিত প্রেমের হেম কাব্য গ্রন্থে মুহাম্মদ নাম এর গুণাবলী এভাবে বিবৃত করেছেন ঃ ঐ নামের মহীমা বড়-ঐ নামের আশাধর, ঐ নাম জপনা কর–ছল্লে-আলা মুহাম্মদীন।

তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পাক জোবানে, পবিত্র মুখ নিসৃত প্রথম বাক্য আলহামদুলিল্লাহ তাই সেটা আল্লাহ্‌র নিকট এতই প্রিয় হয়েছে যে, পবিত্র কোরান মজীদের প্রারম্ভে প্রথম সূচনা আয়াত হিসাবে এসেছে সেই আলহামদুলিল্লাহ। রাসুলে পাকের উচ্চারিত সর্বপ্রথম বাক্যকে আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যেও সর্ব প্রথম বাক্য হিসাবে গণ্য করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। এই আলহামদুলিল্লাহ সম্বলিত সুরা ফাতেহা শরীফকে নামাজের মধ্যে প্রতিটি রাকাতের প্রারম্ভে পাঠ করা, তেলাওয়াত করা নামাজী, মুসল্লীর জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। ফলে পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত কোরানে পাকের সুরা হলো এই আলহামদুলিল্লাহ বিশিষ্ট সুরা ফাতেহা।

লওহে মাহফুজে কলেমা তৈয়েবা লিপিবদ্ধ করতে কলম কে আদেশ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন, দেখ পবিত্র নাম মুহাম্মদ লিখার কালে যেন কোন প্রকার বেআদবী না হয়, অতি সতর্কতার সাথে, সম্মান সহকারে আমার হাবীবের নাম মোবারক লিখবে। আল্লাহ বল্লেন ঃ ''তা আদ্দাব এয়া কলম''। এ সতর্ক আদেশ পেয়ে মুহাম্মদের আরবী মীম লিখার প্রাককালে কলম ভয়ে কাপতে লাগল, অগ্রসর হতে পারছিল না, কাপতে কাপতে এক পর্যায়ে কলমের নিবের অগ্রভাগ লম্বা লম্বিভাবে দ্বি খণ্ডিত হয়ে যায়। অনেক আদব সহকারে বহু ধীরে ধীরে কলম নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নাম লিখল তাতে বহু বছর অতিবাহিত হলো। সুতরাং গুণে মানে, বৈশিষ্ট্য গুরুত্বে-মহত্বে-শ্রেষ্ঠত্বে ঐ নাম অতি মহান ও অতুলনীয়। মোদ্দা কথা হলো, যেখানে আল্লাহ পাকের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেখানে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যেমন ঃ কলেমা তাইয়েবা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ। এক ফার্সী কবি তার কবিতার ছন্দে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

কলম হার গাহ রকম নামে খোদা করদ,
রকম নামে মুহাম্মদ মোস্তফা করদ॥

অর্থ- যে সব স্থানে কলম খোদার নাম লিখল সে সব স্থানে পাশাপাশি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র নাম লিপিবদ্ধ করল। হযরত অছি-এ-গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তদীয় কিতাব বেলায়তে মোত্লাকার এক স্থানে ফার্সী ভাষায় দুটি ছন্দ উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে মুহাম্মদ নামের উচ্চ মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে, উল্লেখ আছে–

বছুরে মুহাম্মদ ফরুগে খোদা-

তজল্লা চু আমদ মুহাম্মদ কুজা
খোদা রা মকুন আজ মুহাম্মদ জুদা
মুহাম্মদ খোদা শোদ মুহাম্মদ খোদা।।

অর্থ-মুহাম্মদের আকৃতিতে যখন খোদার তজল্লী পড়ল তখন মুহাম্মদ কোথায় রইল? খোদাকে মুহাম্মদ থেকে জুদা বা বিচ্ছিন্ন মনে করোনা, মুহাম্মদ ছিল খোদা আর মুহাম্মদই খোদা।

কবি নজরুল তার এক গানে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে–

আহমদ এরই মীমের পর্দা উঠিয়ে দেরে মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করে হেরে গুণী জন।।

উর্দু কবিতায় আছে–

মুহাম্মদ ছিররে ওহাদত হায় রমজ উছকা কুই কেয়া জানে
মুহাম্মদ কো খোদা জানে খোদা কো মোস্তফা জানে।

অর্থাৎ- মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদের রহস্য, এ রহস্যের উদঘাটন করা কারো পক্ষে কি সম্ভব? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর রহস্য ভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন স্বয়ং আল্লাহ আর আল্লাহ্‌র রহস্য জ্ঞান রয়েছে একমাত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নিকট। অথবা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে খোদা জ্ঞান কর আর খোদাকে মুহাম্মদ জ্ঞান কর। মোদ্দা কথা পরস্পর কোন অবস্থাতেই বিচ্ছেদ্য নয়।

আল্লাহ পাক তার পাক কালামে ঘোষণা করেন ঃ যারা আল্লাহ হতে রাসুলকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় কিংবা আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ইচ্ছে রাখে তারাই প্রকৃত কাফের- আল কোরান ৬ষ্ঠ পারা। যারা খোদাদ্রোহী ও নবীদ্রোহী তারাই কেবল পারবে আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে বিভেদ ভাবতে। তারাই পারবে নবীর সাথে অশিষ্ট আচরণ করতে। কোন মোমেন মুসলমানের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। তাই বলি আল্লাহ যেমন অদ্বিতীয়, নবী মুহাম্মদও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেমন অদ্বিতীয় অতুলনীয়।

মানবাকৃতির মূলতত্ত্ব ঃ

অপরিসীম তাৎপর্যমন্ডিত পবিত্র নামদ্বয়ের আরবী আক্ষরিক গঠন এর দিক গবেষণা করলে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহ পাক যত প্রকার সৃষ্টি সৃজন করেছেন তার প্রতিটি অবয়ব, আকৃতি, দৃশ্যত গঠন, দৈহিক অবকাঠামো আরবী নাম কিংবা এর শাব্দিক অথবা আক্ষরিক রূপ ও গঠন সদৃশ্য। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি, আর এ মানব এর দৈহিক কাঠামো লক্ষ্য করলে আরবী শব্দ মুহাম্মদ আকার সদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে আরবীতে মুহাম্মদ একবার সোজা লিখে পাশে আবার বাম দিক হতে উলটো লিখে পাশাপাশি রাখলে একটি মানুষের আকৃতি প্রকাশ পায়। তাছাড়া মানুষের মস্তক হতে ঘাড় পর্যন্ত আরবী ''মীম'' অক্ষর সদৃশ্য, কাধ হতে নাভি পর্যন্ত আরবী ''হা'' বর্ণ সদৃশ্য, পেট হতে কোমর পর্যন্ত অপর আরবী বর্ণ মীম সদৃশ্য এবং উরু হতে পা পর্যন্ত আরবী অক্ষর ''দাল'' সদৃশ্য। এই বর্ণ-সমষ্টি মিলে সৃষ্টি হলো আরবী লিপি মুহাম্মদ। মানব এর আপাদ মস্তক মুহাম্মদ এর আক্ষরিক সৌন্দর্য মন্ডিত। তাই আল্লাহপাক কোরানে পাকে

ইরশাদ করেন ঃ লা কাদ খালাকনাল ইনছানা ফী আহছানে তাকবীম। অর্থাৎ- মানুষকে আমি সর্বোত্তম সৌন্দর্য কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের পবিত্র নাম মুহাম্মদ আরবী লিখনীর সাথে সামঞ্জশ্য পূর্ণ করে বাহ্যিক কাঠামো তৈরী করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতির। সুতরাং মানব সৃষ্টির হাকীকত বা মূলতত্ত্ব হলো আরবী নাম মুহাম্মদ। আর এ সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে মুহাম্মদ নামের পর্ণাঙ্গ আক্ষরিক ও শাব্দিক অব কাঠামোগত সৌন্দর্য আর এটাই হলো মানব দেহের গঠন প্রকৃতির মূলতত্ত্ব। তাই মানব আকৃতি ধারণ পূর্বক কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দোযখে দেবেন বলে মনে হয় না। মানুষ দোযখে যাবে তো বিকৃত আকৃতি নিয়ে। নতুবা মুহাম্মদ নামের মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা আছে।

নামাজাকৃতির মূলতত্ত্ব ঃ

আল্লাহ পাকের জন্য সর্বশ্রেষ্ট যে ইবাদত রয়েছে তা হলো নামাজ। ধর্মের মধ্যে ২য় স্তম্ভ হলো এই নামাজ। যার মধ্যে অন্যসব ইবাদতকে অংশ বিশেষ সন্নিবেশীত করা হয়েছে। আর এ নামাজের অবকাঠামোগত বাহ্যিক রূপ হলো আরবী লিপি আহমদ এর আক্ষরিক রূপ সাদৃশ্য। পূর্ণাংঙ্গ নামাজের একটি রাকাত পর্যবেক্ষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ কেয়াম বা দাড়ানোটি আরবী বর্ণ ''আলিফ'' তুল্য, রুকু হলো আরবী বর্ণ ''হা'' সদৃশ্য, সিজদা হলো আরবী ''মীম'' অক্ষর তুল্য, কুয়ুদ শেষ বৈঠক হলো ''দাল'' আরবী বর্ণ তুল্য। আর এসব বর্ণ সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো আরবী ''আহমদ'' লিপি সদৃশ্য। আল্লাহ পাক তাঁর প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের বাহ্যিক দৃশ্যমান কাঠামো তৈরী করেছেন তাঁর প্রিয় হাবীবের পবিত্র নাম ''আহমদ'' আরবী লিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। এটাই হলো প্রকৃত নামাজের হাকিকত বা মূলতত্ত্ব। সুতরাং আহমদকে যারা ভালবাসবে নামাজকেও তারা ভালবাসবে, তারা কখনো নামাজ পরিত্যাগ করবে না। আর এই ভালবাসার মাধ্যমে যারা নামাজ আদায় করবে তাদের কাছ থেকে কখনো শরীয়ত ও তরীকত এর পরিপন্থি কোন কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে না। নবীর ভালবাসা বিবর্জিত নামাজ অবশ্যম্ভাবীভাবে মানুষকে পাপ কর্মে লিপ্ত করে থাকে, যা আল্লাহ্‌র কালামের উল্টোটাই ঘটে থাকে। আল্লাহ বলেছেন ঃ নিশ্চয় নামাজ পাপ অন্যায় ও নির্লজ্জতা হতে রক্ষা করে। অথচ আমরা দেখি একজন মুসল্লী নামাজও পড়ছে আবার হিংসা-নিন্দা-গীবত-চোগুলখোরী-পরচর্চা-অহমিকা-লোভ লালসাও করছে। বিবাদ বিসম্বাদ করে সমাজ ও পরিবেশকে করছে বিপন্ন। ব্যাপার হলো তাঁর নামাজ হলো লোক দেখানো মাত্র; নবীর ভালবাসা সহকারে নয়।

সর্ব সৃষ্টির সৃষ্টিগত কাঠামো ঃ

আল্লাহ পাকের সমগ্র সৃষ্টির দৈহিক অবকাঠামো সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিটি সৃষ্টিকে আল্লাহ পাক আরবী আহমদ নামের আরবী বর্ণগুলোর কোন না কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ঃ দণ্ডায়মান, খাড়া, লম্বালম্বি কিংবা সোজাসুজি, শায়ীত যে সব সৃষ্টি আছে আর যত ফেরেস্তা দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল ঐ সবই আলিফ সদৃশ্য যথা-গাছ পালা, সাপ-বিচ্ছু মাছ ও তৎ প্রজাতির সব সৃষ্টি। যত ফেরেস্তা রুকু অবস্থায় ইবাদত রত এবং যে সব সৃষ্টি রুকু সদৃশ্য আছে যেমন ঃ চতুঃস্পদ জন্তু পাখী ও তৎপ্রজাতী ঐ সবই আরবী বর্ণ ''হা'' সদৃশ্য। যত সৃষ্টি গোলাকৃতি যেমন ঃ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ-পাতাল আর যে সব ফেরেস্তা সিজদা অবস্থায় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল ঐ সবই আরবী বর্ণ ''মীম'' সদৃশ্য। এবং যে সব সৃষ্টি বসা অবস্থায় আছে যেমন ঃ পাহাড়, পাথর আর যে সমস্ত ফেরেস্তা বসা অবস্থায় ইবাদত বন্দেগীতে রত আছে তা সবই আরবী বর্ণ ''দাল'' সদৃশ্য। আর দৃশ্য-অদৃশ্য সকল প্রকার সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হলো আরবী নাম আহমদ। বর্ণিত বর্ণ সমষ্টির সংযোজিত রূপ আহমদ। এ মহান নামের আদলেই আল্লাহ পাক সর্বপ্রকার সৃষ্টিকে সৃজন করে তার প্রিয় হাবীবের নাম মোবারকের মহাত্ম্য-গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। যেহেতু অন্য কোন নাম নয় বরং আহমদ ও মুহাম্মদ নাম মোবারকের

আক্ষরিক বিন্যাস ও বিভাজন প্রক্রিয়ায় সৃজন করেছেন সমগ্র সৃষ্টি; সে প্রেক্ষিতে যাঁর নাম মোবারক অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সেই সত্ত্বার সাথে অন্য সৃষ্টির তুলনা কী করে সম্ভব। তাই প্রিয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতুলনীয়, অদ্বিতীয় সৃষ্টি। সর্বসৃষ্টির মধ্যে আহমদ, মুহাম্মদ নামের নূর জ্যাতি বিদ্যমান হেতু স্বয়ং নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্ব সৃষ্টিতে বিরাজমান প্রতিভাত হয়।

বানান সংশোধন ঃ

পৃথিবীর মুসলমানদের পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত নাম হলো মুহাম্মদ ও আহমদ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মুসলিম পুরুষের নামের সাথে মুহাম্মদ নাম সংযুক্ত আছে। মুহাম্মদ নাম হলো মুসলমানদের অন্যতম পরিচায়ক চিহ্ন। দুঃখজনক হলেও অনেকে সংক্ষেপে ঐ পবিত্র নামদ্বয় এভাবে লিখে থাকে যে-আহাং কিম্বা মোং কিম্বা মোহাং আর ইংরেজীতে MD. MOHD. ইত্যাদি অথবা বিকৃত করে লিখে থাকে বা উচ্চারণ করে থাকে। বিশেষত–খৃষ্টান ইহুদীরা ইংরেজীতে লিখে থাকে Mohamed (মোহামেদ), Ahmed (আহমেদ)। আবার অনেকে উচ্চ শিক্ষিত দাবী করে আর তাদের নামের মধ্যে মুহাম্মদ বা আহমদকে বিকৃত করে লিখে থাকে আহমেদ বা আহাম্মদ বা আহাম্মেদ বা আহম্মেদ অথবা মোহাম্মেদ বা মোহামেদ বা মোহামদ ইত্যাদি সবই মারাত্মক ও জঘন্য ভুল, যার পরিনতি ভয়াবহ। তাই মুসলিম বাবা-মা এর উচিৎ কোন আরবী সুশিক্ষিত লোকের পরামর্শ সহকারে ছেলে সন্তানের নাম করণ করা-নতুবা আজীবন ভ্রান্ত নাম বহনের কুফল ভোগ করতে হয়। কেননা ভুল নাম বা বিকৃত নাম এর অর্থও ভুল ও বিকৃত হয়ে থাকে যা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আরবী মুহাম্মদ অর্থ চরমভাবে প্রশংসিত আর তিনি হলেন প্রিয় রাসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পক্ষান্তরে মুহাম্মেদ অর্থ হলো চরমভাবে যিনি প্রশংসা করেছেন আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। প্রথমটা হলো আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মাফউল বা কর্মবাচ্য বিশেষ্য এবং শেষোক্তটি হলো ফায়েল বা কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য। এখানে আকাশ পাতাল ব্যবধান হয়ে গেল অর্থাৎ একজন হলেন সৃষ্টি বা মখলুক অপরজন হলেন স্রষ্টা বা খালেক। তাই নাম রাখা, ডাকা, লিখা, বলা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

বিশুদ্ধ নাম মোবারক ঃ

আরবীতে– محمد / احمد ইংরেজীতে AHMAD. MUHAMMAD অথবা MOHAMMAD বাংলাতে আহমদ অথবা আহমাদ, মুহাম্মাদ অথবা মোহাম্মাদ অথবা মুহাম্মদ অথবা মোহাম্মদ। এটাই হলো একমাত্র শুদ্ধভাবে নাম লিখার নিয়ম, এর ব্যতিক্রম হলে ঐ পবিত্র নামদ্বয় অবশ্যই ভুল হবে। স্মর্তব্য যে, রাসুলে পাকের আদী বিশুদ্ধ নাম হলো মুহাম্মদ। তফাৎটা খেয়াল রাখা আবশ্যক। একটা জবর ও জের এর পার্থক্য এক বিশাল পার্থক্যের সৃষ্টি করে। অনুরূপ আহমদ ও আহমেদ এর পার্থক্যও বিশাল।

সম্মান প্রদর্শন ঃ

আরবীতে আল্লাহ নামের বর্ণ সমষ্টি সংখ্যা যেমন চার তেমনি রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নাম মোবারক আহমদ কিংবা মুহাম্মদ আরবী নামের বর্ণ সমষ্টি সংখ্যা চার। এ নাম শুনা মাত্র দরুদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক। হাদিস শরীফে আল্লাহ্‌র হাবীব বলেছেন সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি হলো সেই, যে আমার নাম শুনে দরুদ পাঠ করে না। আজান ও একামতে প্রিয় নবীর নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উচ্চারিত হলে শ্রোতাদের উচিৎ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রথম বার সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ এবং দ্বিতীয়বার কুররাতু আইনা ইআ বিকা ইআ রাসুল্লাল্লাহ পাঠ করে উভয় হাতের বৃদ্ধাংগুলের নখে চুমু খেয়ে তা চোখে মালিশ করা উত্তম। তাতে চক্ষুরোগ হয় না এবং হাশর ময়দানে রাসুলে পাকের সুপারিশ লাভ হবে। অপর হাদিসে উল্লেখ আছে যে, একদা হযরত জিবরাইল (আঃ) অভিশাপ

দিয়ে বলেছিলেন যে ব্যক্তির সামনে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে শুনেও সালাত সালাম (দরুদ) পাঠ করল না তার উপর অভিসম্পাত। আল্লাহ্‌র রাসুল উক্ত অভিশাপ আমিন বলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল করিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণ যখনি কোন বালা-মুসিবত বা বিপদাক্রান্ত হতেন তখন তাঁরা ঐ পবিত্র নাম আহমদ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উছিলা বা মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করে বিপদ দূরিভূত করতেন। বিপদাপদে নবীগণের একমাত্র উছিলা ছিল প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র নাম মোবারক। ঐ পবিত্র নামের ফজিলত-বরকত অসংখ্য ও অপরিসীম। রাতে ঘুমানোর সময় ডান হাতের শাহাদাত আংগুলের অগ্রভাগ দ্বারা কোন ব্যক্তির বুকের উপর আরবী মুহাম্মদ লিখে ঘুমালে ঐ লোকের স্বপ্ন দোষ হয় না। অনুরূপ ঘরের দরজায় লিখে দিলে রাতে চোর ডাকাত থেকে ঐ ঘর রক্ষা পায়। আরবী মুহাম্মদ লিখে ধুয়ে ঐ জল হতাশ রোগীকে পান করালে রোগ উপশম হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব-মানবী বাবা আদম ও মা হাওয়া (আঃ) এঁর বহুকাল বিচ্ছেদের পর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাম মোবারকের উছিলায় উভয়ের মিলন ঘটে এবং আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন। জান্নাতের মধ্যে বাবা আদম ও মা হাওয়ার শুভ বিবাহ কালে মোহরানা প্রদান করা হয় প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নাম মোবারক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে। বেহেস্তের প্রতিটি দরজা, পিলার এ খচিত আছে পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

পরিশিষ্ট ঃ

মুহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে
নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে। (নজরুল কবি)

চরম প্রশংসাকারী নাম আহমদ, চরম প্রশংসিত নাম মুহাম্মদ অহর্নিশী জপি যেন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ নাম মুহাম্মদ নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আস্‌সালাতু ওআস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ওআয়ালা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ওআ আউলিয়াইকা ওআ আলাইনা মায়াহুম আজমাঈন। আমিন। রহমতুল্লিল আলামীন খতমে রাসুল জানে জাহান-আহমদ ও হামেদ মোহাম্মদ-মোস্তফা কে ওয়াছতে।

সাবেক উপাধ্যক্ষ–কাটিরহাট ফাজিল মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ইসলামের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী ও বায়াতের গুরুত্ব

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

আল্লাহ্‌র তৌহিদ তথা একত্ববাদ প্রচারে যুগে যুগে ধরাধামে অসংখ্য সম্মানিত নবী রসুল আলাইহিমুস সালাম শুভাগমন করেন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আদর্শ ইমামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শুভ আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নবী ও রসুল আগমনের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। মহান রব্বুল আলামীন কর্তৃক ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ঘোষিত হলো। ইসলাম প্রচারের এ গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন, বুজুর্গানে দ্বীন আউলিয়ায়ে কামেলীন হক্বানী আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ এজামদের উপর। এদের রুহানী প্রভাব, ব্যবহারিক আদর্শ, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও ইসলামী আদর্শের মডেলে উত্তম কর্মপদ্ধতির যথার্থ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত। যেই মহান আওলিয়ায়ে কেরামের অক্লান্ত ত্যাগ ও কুরবানির বিনিময়ে মুসলমানদের অন্তরাত্মা ঈমানী চেতনা ও ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত; তাঁদের স্বর্ণালী গৌরবময় অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজ চরমভাবে উপেক্ষিত। ইসলামী দর্শনে স্বীকৃত সুফীতত্ত্ব তথা আধ্যাত্মিকতা নিয়েও আজ বিতর্কের অন্ত নেই। অথচ ইসলামী বিশ্ব তথা ইরাক, ইরান, আরব, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, তুর্কীস্থান, মধ্য এশিয়া ও পাক ভারতসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামী প্রচার-প্রসারে এদের ভূমিকা ও অবদান ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। অথচ দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, আজ এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যসায়ী ইসলাম নামধারী, কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারী ভ্রান্তমতবাদীদের অপপ্রচারে এদের ভূমিকা ও অবদান আজ ষড়যন্ত্রের কালো মেঘে আচ্ছাদিত। এ জন্য আমাদের কর্মতৎপরতাও কম দায়ী নয়। আজ সুন্নী নামধারী একশ্রেণীর কপট অসাধু ভণ্ড সুফীদের অশুভ পদচারণা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বাতিল পন্থিরা, সত্যিকার সুফী দরবেশ পীর মাশায়েখ অলী বুজুর্গদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার সুযোগ গ্রহণ করেছে। হাজারো পীর মাশায়েখ আউলিয়ায়ে কেরামের পদধুলিতে যে দেশের মাটি ধন্য সে দেশের রাষ্ট্রীয় মসনদে আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শ ও চেতনা বিরোধী বাতিল অপশক্তিরা আজ প্রতিনিয়ত তাদের ভ্রান্তনীতি ও তথাকথিত দেওবন্দী ওহাবী ও মওদুদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। প্রকৃত প্রস্তাবে যারা ইসলামের সুফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার করে না, ইসলামে পীর মুরিদী ও বায়াতের গুরুত্ব যারা উপলব্ধি করে না, তারাও কিন্তু বর্তমানে সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করার সুদূর প্রসারী চক্রান্তে মেতে উঠেছে। পক্ষান্তরে আরেক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ভণ্ডরা পীর মুরিদীর রমরমা ব্যবসা অব্যাহত রেখে সত্যিকার পীর মুরীদি ও বায়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও সত্যিকার অর্থে ইসলামের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী ও বায়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

''বায়াত কি? কোন বিষয়ের নাম বায়াত, বায়াত কেন হয়? বায়াতের উপকারিতা কি? বায়াতের শরীয় ভিত্তি কতটুকু!
''বায়াত কি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? বায়াত কখন থেকে প্রচলিত?

সুযোগ পেলেই বায়াত বিরোধীরা সরল প্রাণ সুন্নী মুসলমানদেরকে উপরোক্ত প্রশ্নবানে জর্জরিত করেন। এ জাতীয় প্রশ্ন করে সরল প্রাণ মুসলমানদের অন্তর থেকে আউলিয়া কেরাম ও পীর মুর্শীদের প্রেম ভালবাসা ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চালায়। পর্যায়ক্রমে সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট করে তার অন্তরে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করে। আরো মন্তব্য করে থাকে যে পীর মুরিদী কি? অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ জাতীয় আকিদা বিশ্বাস ধারণ করে যারা ঘুরে বেড়ায়, পীর মুরিদী ও বায়াতের হাকিকত সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও তাদের নেই। ইসলামী শরীয়তে বায়াত এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, যে কাহারো হাতে হাত দিলে সেটা বায়াত হিসেবে

গণ্য হওয়া যায়। এটা এক মর্যাদামণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র বিষয়। শরীয়ত ও কাজের জন্য শর্তাবলী ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে ওইসব শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে তিনিই বায়াত করাতে পারেন। এবং এমন উপযুক্ত শর্তাবলী সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির হাতে বায়াত গ্রহণ করা জায়েজ হবে। অন্যথায় একটি শর্তও অপূর্ণ থাকলে তিনি যত উঁচু বংশের লোক হোক না কেন, যত বড়ই আলেম হোক না কেন, তার নিকট বায়াত হওয়া জায়েজ হবে না। কেউ এ জাতীয় নামধারী পীরের মুরীদ হলে তার বায়াতই হলো না।

বায়াত এর সংজ্ঞা বর্ণনায় সৈয়্যদুল আউলিয়া হযরত মীর সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বলগেরামী (রহঃ) বলেন, ''স্মরণ রাখো পীর মুরিদী বায়াত হচ্ছে মুরীদ পীরের হাতে হাত রেখে চুক্তি সম্পাদনের নাম, পীর মুর্শীদ স্বীয় হাত মুরীদের হাতের উপর রাখবে কলেমা পাঠ এস্তেগফার ও তওবা করাবেন। মুরীদ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিবেন-

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا-

অর্থ ঃ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। সর্বত্ত সানাবেল শরীফ (পৃ: ১০৪)

বায়াতের হাকিকত ব্যাখ্যায় মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন–

مریدی چیست توبہ از گناهان
شدن تقصیرها را عذر خواهان
مریدی عقد توبہ بستن آمد-
ز اخلاق ذمیمہ رستن آمد
چون دین بے توبہ- در نقصان وشین ست
مریدی عین نص وفرض عین ست-

মুরিদী কি? নিজ গুণাহসমূহ থেকে তওবা করা।

নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তিতে অনুতপ্ত ও অনুশোচনা করা, মুরিদী হচ্ছে তওবা করা ও মন্দ কথা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চুক্তি সম্পাদন। যেহেতু তওবা ছাড়া দ্বীন ত্রুটিযুক্ত ও কলংকিত হয়। সুতরাং মুরিদ হওয়া নিতান্ত জরুরী এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য। (মসনবী শরীফ)

পীর মুরিদী যারা অস্বীকার করে তাদেরও পীর রয়েছে। বিশুদ্ধ সুন্নী আকিদাপন্থী পীর অনুসরণ না করলেও তাদের একজন পীর আছে তার নাম শয়তান। (من ليس له شيخ فشيخه شيطان) যার কোন পীর নেই তার পীর হলো শয়তান।

সূত্র ঃ ফতওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ, কৃত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ১২ খণ্ড পৃ: ২০৭।

বায়াত ঈমান হেফাজতকারী ঃ

ঈমান এক অমূল্য সম্পদ, পার্থিব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ঈমান। ঈমানের চেয়ে মূল্যবান কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই। এমন মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষণের প্রয়োজনতীয়তা কি নেই? কোন ধণাঢ্য ব্যক্তি তার সম্পদের সংরক্ষণ না করে কি থাকতে পারেন? অবশ্যই না। সুন্নী মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় দৌলত হচ্ছে ঈমান, যা পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় না। অলীয়ে কামেল পীর মুর্শীদের হাতে বায়াত হয়ে সুন্নী মুসলমানগণ নিজেদের মূল্যবান ঈমান আকিদার হেফাজত করেন। যেন ঈমান হরণকারী কোন বাতিলপন্থি নবীর শত্রুরা তার ঈমান ছিনিয়ে নিতে না পারে। বাতিল পন্থিদের কাছে ঈমান আকিদা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বিধায় সংরক্ষণ বা হেফাজত করার প্রতিও তাদের তেমন কোন গুরুত্ব ও সজাগ দৃষ্টি নেই। এ জন্যই এসব ইসলাম নামধারীরা কখনো তাদের ঈমানকে আমেরিকার ডলার, কখানো বৃটিশের পাউন্ড, কখনো সৌদি আরবের রিয়ালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেন। ঈমানই যখন তাদের নেই তখন তা হেফাজতের চিন্তাও তাদের মাথায় নেই। এ প্রসঙ্গে মওলানা রুমী (রহঃ) বলেন–

سراپائی وجود ما گناہ ست

مریدی ھر گناہے را پناہ ست

مریدی شد حصار دین وایمان

غم ایمان خورد مرد مسلمان–

অর্থ ঃ আমাদের আপাদমস্তক গুনাহ বিদ্যমান। মুরীদ হওয়া সকল গুণাহের থেকে বাঁচার আশ্রয়স্থল। মুরিদী হচ্ছে দ্বীন ঈমান হিফাজতের বেষ্টনী। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে নিজ ঈমানের চিন্তা থাকা বাঞ্চনীয়। (মসনবী শরীফ)

কুরআন মজীদের আলোকে বায়াত ঃ

কুরআনুল করীমের অসংখ্য আয়াতে করীমা বায়াত শরীয়ত সম্মত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত আলোকপাত করা হলো : এরশাদ হচ্ছে–

ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم فمن نكث فانما ینكث علی نفسه ومن او فی بما عهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیمًا–

পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ১০

অর্থ ঃ ঐসব লোক যারা আপানর নিকট বায়াত গ্রহণ করছে, তারা তো আল্লাহ্‌রই নিকট বায়াত গ্রহণ করছে, তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলো, তবে অতিসত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। অনুবাদ কানযুল ঈমান, মূল : আলা হযরত, বঙ্গানুবাদ : মওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

২। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ করেন–

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبًا-

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করছিলো। সুতরাং আল্লাহ জেনেছেন যা তাদের অন্তর সমূহে রয়েছে, অতঃপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়েরর পুরস্কার দিয়েছেন।

সূরা : ফাত্‌হ, পারা ২৬, আয়াত ১৮ তরজমা : প্রাগুক্ত

৩। কুরআন মজীদের আর এক স্থানে বায়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন–

يا ايها النبى اذا جاءك المؤمنت يبا يعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم -

অর্থ ঃ হে নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাজির হয় আপনার নিকট বায়াত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক স্থির করবে না এবং চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, না তারা অপবাদ আনবে, যাকে আপন হাত ও পা গুলোর মধ্যখানে অর্থাৎ জন্মের স্থানে (রচনা করে) রটাবে, এবং কোন সৎ কাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের নিকট থেকে বায়াত গ্রহণ করুন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সূরা : মুমতাহিনা, পারা ২৮, আয়াত-১২, তরজমা : কানযুল ঈমান, প্রাগুক্ত।

কুরআনুল করীমের উপরের আয়াতগুলো দ্বারা বায়াতের বৈধতা সুস্পষ্টরূপে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

হাদীছ শরীফের আলোকে বায়াত ঃ

সিহাহ সিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের বরাতে অসংখ্য বর্ণনাকারী সাহাবীদের বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নুরানী হাতে বায়াত গ্রহণ করছেন মর্মে সুস্পষ্টরূপে অকাট্য প্রমাণ পওয়া যায়। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস উপস্থাপন করা হলো ঃ

(١) وعن عبادة بن الصامت (رضى) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحوله عصابة من اصحابه بايعونى على ان لا تشركوا بالله شيبا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترنه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا فى معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذالك شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذالك شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبا يعناه على ذالك- (متفق عليه)

অর্থঃ হযরত ওবাদা বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সাহাবাদের একটি দল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঘিরে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা আমার হাতে এ মর্মে বায়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। চুরি করবে না, যিনা বা ব্যাভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না, কোন পূণ্যের কাজে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হবে এবং সেজন্য পৃথিবীতে তার শাস্তিও হবে। তখন তা হবে সেই অপরাধের কাফ্‌ফারা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এসব অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, অথচ আল্লাহতায়ালা তা গোপন করে রেখেছে। (যে কারণে উহার শাস্তি হতে পারে নি) তখন উহা হবে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে উহা ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে এজন্য অপরাধীকে শাস্তিও দিতে পারেন। উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বলেন অতঃপর আমরা এসব কথার উপর তাঁর হাতে বায়াত করলাম।

(বোখারী শরীফ-পৃঃ ৭, ১ম খণ্ড)

(২) عن جرير بن عبدالله قال بايعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلّم على اقام الصلوة وايتاء الزكوة والنصح لكل مسلم -

অর্থ ঃ হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়াত গ্রহণ করেছি।

(বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৫)

হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

(٣) بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على السمع والطاعة فى العصر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لانخاف فى الله لومة لائم-

অর্থ ঃ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর নিকট এ মর্মে বায়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ তথা সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো। আনুগত্যের শপথের সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে কখনো বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার উপরও অঙ্গীকার করেছি। আর তখন আমরা এ মর্মেও অঙ্গীকার করেছি যে, যেখানেই থাকি সদা সত্য কথা বলবো। এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না।

বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৬৯

বোখারী শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে যে-

(٤) عن عبدالله بن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على السمع والطاعة-

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এঁর নিকট এ মর্মে বায়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা তাঁর কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো।

বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৭০

বায়াত অস্বীকারকারীর বিধান ঃ

যে বায়াতকে অপ্রয়োজন ও অনর্থক ধারনা করবে এবং তা অস্বীকার করবে সে পথভ্রষ্ট ও বেদ্বীন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) বলেন যে ব্যক্তি অঙ্গীকারবশতঃ বায়াত বর্জন করল, সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট ও শয়তানের মুরীদ। সূত্র ঃ বায়াত ওয়া খিলাফত কি আহকাম পৃঃ ৬০ কৃতঃ আলা হযরত।

বায়াতের শর্তাবলী ঃ ইসলামী শরীয়তে বায়াতের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। চারটি শর্তের একটিও কম হলে সেই ব্যক্তি পীর হবার যোগ্য নয়। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে ফতওয়ায়ে আকিদা ১৪৭ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

১। আলেমেদ্বীন হওয়া, কমপক্ষে এতটুকু ইলম থাকাটা আবশ্যক যেন নিজ যোগ্যতায় কিতাবাদি হতে অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা সমূহ বের করতে সক্ষম হন। আক্বায়েদে আহ্‌লে সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া। ইসলাম, কুফর, হিদায়েত ও গোমরাহী সম্পর্কে পার্থক্য নির্ধারণে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া।

২। বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বিদার অনুসারী হওয়া, কোনো বাতিল মতাদর্শী কোনো অবস্থাতেই পীর হওয়ার উপযুক্ত নহে। ভ্রান্ত মতবাদীদের হাতে বায়াত নেয়া হারাম।

৩। সুন্নতের অনুসারী ও শরীয়তের পাবন্দ হওয়া, কবীরা গুণাহ হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক। ছগীরা গুণাহ যেন বারংবার না হয়। দাঁড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি, নামায, রোজা ও শরীয়তের বিধান পরিত্যাগকারী, প্রকাশ্যে গুণাহ্‌কারীরা কোনোভাবেই পীর হবার যোগ্য বা উপযুক্ত নহে। শরীয়ত বিরোধী আমলকারী ব্যক্তি যতবড় ঐতিহ্যবাহী দরবার বা খানকার গদীনশীন বা সাজ্জাদানশীন হউক না কেন কখনো পীর হবার যোগ্য নহে। তাদের হাতে বায়াত হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

৪। পীরের সীলসীলা ধারাবাহিকভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকা, কোথাও যেন ছিন্ন না হয়। উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে পীর মুরিদী শরীয়ত সম্মত। শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় না এনে তরীকতের নামে পীর মুরিদী প্রথার অপব্যবহার শরীয়া বিধান লংঘনের শামিল, যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মুসলিম মিল্লাতকে এ জাতীয় ভণ্ড প্রতারক চক্রের দূরভিসন্ধি থেকে অমূল্য সম্পদ ঈমান ইসলামের হেফাজত করা ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। পক্ষান্তরে সত্যিকার হাক্কানী পীরানে তরীকতের সান্নিধ্যে সীলসীলাভুক্ত হয়ে ঈমান আকিদা হেফাজতের গুরুত্ব অনুধাবন করা বর্তমান সময়ে অপরিহার্য দায়িত্ব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের রুহানী ফুয়ুজাত লাভের তৌফিক নসীব করুন আমীন।

অধ্যক্ষ–মাদ্‌রাসা-এ তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

সাতের রথে সপ্তাকাশে

হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

نحمده ونصلّى على رسوله الكريم

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের মাধ্যমে নবুওয়তের ধারা পরিসমাপ্ত হলে মানুষের কাছে হেদায়ত ও 'কুরবে ইলাহী'র পয়গাম তাঁরই উত্তর সুরী আউলিয়ায়ে কেরাম পৌঁছিয়ে আসছেন। মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে ধন্য হওয়া। পরম সাফল্য হচ্ছে 'নফ্স' বা স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআন মজীদের সুরা আলা এবং সুরা শাম্স-এ বলা হয়েছে, "সেই ব্যক্তিই সফলকাম, যার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছে।" আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোই নবী অলীর একমাত্র মিশন।

আল্লাহ্‌তালা জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার লক্ষ্যে। "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া' বুদুন"-সুরা যারিয়াতের এ আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়দ্বয়ের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য 'আবদিয়্যত' (বান্দা হওয়া) ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জন্য এর চেয়ে বড়ো কোন মনযিল হতে পারে না। এজন্য এ প্রাপ্তি যথাযথ অর্জনের মাধ্যমে চরম সার্থকতা লাভ করেছিলেন বলে মহাপ্রভুর সাথে পূর্ণাঙ্গ ইনসানে কামিল 'হুযুর নবী করীম (সঃ)'র একান্ত মিলন তথা মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল এ পরিচয়েই। যা সুরা বনী ইসরাইলের সূচনায় 'সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহী" বলে আল্লাহ্‌র বাণীতে উচ্চকিত হয়েছিল। আর ইনসানের জগতে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (সঃ) কে পরিচয়ও দেয়া হয়েছে 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহ্' বলে। কাজেই এ পরিচয়েই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা হচ্ছে মানুষের লক্ষ্য অর্জিত হওয়া। এ পথে মানুষের গাইড হচ্ছেন আউলিয়ায়ে কামেলীন, ওলামায়ে সালেহীন।

যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম সর্বপ্লাবী পরিবর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তন্মধ্যে দু'জন মহামনিষীর নাম অত্যুজ্জ্বল ধ্রুবতারকার মতো। একজন অলীকুল সম্রাট পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউসে ছমদানী বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ)। অপর জন হলেন গাউছিয়তের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, এ উপমহাদেশের অধ্যাত্ম শরাফতের প্রাণপুরুষ শামসুল আরেফীন সেরাজুস সালেকীন গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)। গাযীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, আশেকে রাসুল যুগের ওয়ায়েস করনী ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত সৈয়দ আজিজুল হক আল-কাদেরী শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁর 'দিওয়ানে আজীজ' গ্রন্থে বলেন,

تاج دو بوده بدست سرور پیغمبراں

ایک نہادہ برسر شاہ احمد اللہ بے گماں

تاج دیگر برسر آں شاہ جیلانی نہد

زاں سبب برگردن ہر اولیا پائیش نہد

অর্থাৎ-নবীকুল সম্রাটের দুটি তাজ ছিল। একটি হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলায়ে আলমের পবিত্র মস্তকে স্থাপিত নিঃসন্দেহে। অপর তাজ শাহে জিলানী হযরত বড় পীর (কঃ) এঁর পবিত্র মস্তকে পরিয়েছেন, যে

কারণে অলীদের গর্দানে তাঁর চরণ (মর্যাদা) স্বীকৃত।

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে হযরত কেবলায়ে আলম গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এক ভিন্ন মাত্রিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সফল হন। মরমী পথের অসংখ্য যাত্রী মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফকে প্রাচ্যের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' জ্ঞানে পরম ভক্তিতে স্মরণ করে থাকেন। পীর আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানার 'মাইজভাণ্ডার' গ্রামের অতিসম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে এ মহান সাধকের আবির্ভাব ঘটে ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ। আওলাদে রসুল হযরত কেবলা কাবা এ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলে 'মাইজভাণ্ডারী' নামে আশেকের হৃদয় কাড়েন। কলিকাতা আলীয়া থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপন করেন। সৈয়দ সালেহ লাহোরী আল্ কাদেরীর হাতে তরীকতের শিষ্যত্ব ও খেলাফত অর্জন করেন। তাঁরই আধ্যাত্মিকতার চৌম্বিক আকর্ষণে অখ্যাত মাইজভাণ্ডার গ্রামটি আজ আবালবৃদ্ধ বণিতার আত্মার তীর্থ হয়ে ওঠে। অসংখ্য আল্লাহ্‌র বান্দাকে আধ্যত্মিকতার যাদুস্পর্শে উজ্জীবিত করে মাইজভাণ্ডার গ্রামকে প্রেমের হাটে পরিণত করেন। বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যেন মাইজভাণ্ডারে নিবদ্ধ। জাগতিক জীবনের দীর্ঘ আশিটি বছর অগণিত পথ হারাকে প্রেমপথের সন্ধান দিয়ে অবশেষে ১৩১৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯০৬ইং ১০ই মাঘ আজ থেকে একশত তের বছর পূর্বে তিনি লোকান্তরিত হন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সাধনা ও দর্শনের ভিন্ন মাত্রিকতা হল তাঁর প্রবর্তিত উসুলে সাব'আ বা সপ্ত পদ্ধতি। সহজ, সরল অক্লেশ সাধনায় ইঙ্গিত ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার এ এক বিশেষ পদ্ধতি। এই উছুলে ছাব'আ হযরত কেবলায়ে আলম প্রবর্তিত হলেও এর ফর্মাল ফর্মূলা উপস্থাপন করেন তাঁরই পৌত্র অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত শাহ্ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

এ পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণে মানুষের আবদিয়্যাত অর্জিত হয়ে খোদার সান্নিধ্যে তথা সাধনার সর্বোচ্চ মনযিলে সে পৌঁছতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্ভুল ও সহজতম তাৎপর্যের প্রক্রিয়ারূপ এর অবস্থান। প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী পন্থীদের তাই ধর্মীয় নির্দেশনার পরিপন্থী কোন কাজ কর্মে বৈধতা প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই। ফানায়ে ছালাছা (বিনাশত্রয়) ও মওতে আরবাআহ্ (মৃত্যু চতুষ্টয়)-এতদুভয়ের সমন্বয়ে প্রবর্তিত এ 'উসুলে সাব'আ' কুরআনী হেদায়েতেরই অনুসরণ, যা 'হুদাললিন নাস' বা সব মানুষের আচরণযোগ্য নির্মল পদচারণা।

আল্লাহ্‌তালা ইরশাদ করেন,

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق غافلين–

"আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ নির্মাণ করেছি। আর আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই।" (সুরা মুমিনুন-১৭)। এখানে যদিও সপ্ত আসমানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তবুও শব্দের প্রয়োগভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যকে ধারণ করে আছে। 'তরীকা' (বা পথ)'র বহুবচনই ত্বারায়েক'। আল্লাহ্‌তালা আকাশের বর্ণনা 'তরীকা' শব্দ দিয়ে প্রদান করেছেন। এখানে 'ফাওকাকুম' বা তোমাদের উপর' শব্দটিও যথেষ্ট ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বস্তুতঃ উর্ধজগতে ভ্রমণের জন্য আসমান হচ্ছে পথ। যা সাধারণতঃ ফেরেশতারা ব্যবহার করেন। তেমনি উর্ধগামী আত্মার জন্য এটাই রুট। পঙ্কিলতার উর্ধে গিয়ে নির্মল পবিত্র আত্মা যখন পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে এ পথেই যাত্রা করে। গাউছে পাক শাহেন শাহে বাগদাদ বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (কঃ) তাঁর কসীদায়ে গাউছিয়া শরীফে বলেন,

مقامكم العلى جمعا ولكن – مقامى فوقكم ما زال عالى

অর্থাৎ- তোমাদের সকলের মকাম বা মর্যাদা সুউচ্চে সত্য; কিন্তু আমার মকাম তোমাদের উপরে, আমার উচ্চ মর্যাদা অবিনশ্বর।

এ মহান আধ্যাত্ম সম্রাট তাঁর উঁচু মকাম বা মর্যাদা বুঝাতে 'তোমাদের উপর' বলেছেন, যার আরবী প্রতিশব্দ 'ফাওকাকুম'। এ শব্দটি পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। আসমানী জগতে স্বীকৃত হয় আধ্যাত্মিকতার উঁচু মকাম। আকাশ পথেই এ উচ্চতার কথা বর্নিত। গাউছে বাগদাদ আরো বলেন, - طبولی فی السماء والارض دقت -আসমানী জগতে ও পৃথিবীতে বেজেছে আমার ডংকা।"

উসুলে সাব'আ বা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রদর্শিত সপ্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে আত্মার গতি উর্ধমুখী হবে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ উর্ধজগতের সপ্ত আসমান উঁচু মর্যাদারই প্রতীক। বর্ণিত আয়াতের গুঢ় অর্থের তাৎপর্যকে ইঙ্গিত করেই যেন প্রদর্শিত হয়েছে এ উসুলে সাব'আ। সপ্ত আসমান প্রসঙ্গের সাথে এ সপ্ত পদ্ধতিতে সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত অভিন্নতা ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়। মে'রাজের রাতে এ আসমানগুলো ছিল প্রিয় নবীর উর্ধপথ পরিক্রমণের এক একটি সোপান। সে সব আসমানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে 'উলুল আযম' (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন) পয়গম্বরগণ নিয়োজিত ছিলেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন,

وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا-

অর্থাৎ "আমি তোমাদের মাথার উপরে নির্মাণ করেছি মজবুত সপ্ত আকাশ, আরো সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।" (সুরা নাবাঃ ১২-১৩)

এখানেও আসমানের বর্ণনায় 'ফাওকাকুম' (অর্থাৎ তোমাদের উপর) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ্র নবী তো বলেছেন "লিকুল্লিন্ন যাহরুন ওয়া বাতিনুন" প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি দৃশ্যতঃ বাহ্যিক দিক আছে এবং অদৃশ্য গুপ্ত অর্থও আছে। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনের হেদায়ত ধর্মিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور-

"এটি সেই গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।" (ইবরাহীমঃ ১)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, "এখানে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ হয়েছে, তা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা আলো নয়। তাই এ তত্ত্ব প্রতিভাত করতে পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্র পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকার পথে চলাচলকারীর মত পথভ্রান্ত হয় না। আল্লাহ্র পথ বলতে ঐ পথ বোঝানো হয়েছে, যে পথে চলে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। (মাআরেফ)

অন্ধকার থেকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে রূপকার্থে হেদায়ত বুঝানো হয়েছে। যেটি ছিল আসমানে স্থিত সূর্যের কাজ। আসমানের সপ্তপথে আলো বিকীর্ণ করে, সাধকের পথে সহায় হয়ে তাঁকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে গাউছুল আজমের ভূমিকা সূর্যের মতোই। উর্ধলোকযাত্রী আত্মাকে সপ্ত আকাশের সাত সোপানে আলো বিকীর্ণ করতে গাউসুল আজম অতন্দ্র দিশারী হয়েই যেন বিরাজমান। শেরে বাংলা (রহঃ) তাঁকে উম্মতের সিরাজ বা আলোর দিশারী সূর্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

غوث الاعظم آں شہ میجنڈاری ☆ آں چراغ امتان احمدی

"গাউছুল আজম আঁ শাহে মাইজভাণ্ডারী

আঁ চেরাগে উম্মতানে আহমদী।" (দেওয়ানে আজিজ)

খলীফায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ আব্দুল হাদী (রহঃ) কাঞ্চনপুরীর বাণীতে এ তত্ত্বটি আরো বাঙময়।

"সে সকলের শিরোমণি, প্রেমাকাশে দিনমণি

ঈমান জ্যোতি করে ধনী যে মিশে সে নুরই পায়"।

আল্লাহ্‌র বাণীতে রয়েছে আমাদের মাথার পরে সপ্ত আকাশ এবং তাতে আঁধার তাড়ানো প্রদীপ প্রসঙ্গ। মরমী সাধকের ভাষাতে উসুলে সাব'আ ও হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) আধ্যাত্মিক দর্শনে সেই তাৎপর্যের মিতালী আমাদের অবাক করে বৈকি।

তাঁর দেখানো সাধনার গতি প্রকৃতিতে সাতটি পদ্ধতি বহু রহস্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরা যাকে উম্মুল কিতাব বা কুরআনের নির্যাস বলা হয়; সেই সুরা ফাতেহায় রয়েছে সাতটি আয়াত। একে সুরা হাজ্‌র'র ৮৭ আয়াতে 'সাবয়ে মাসানী' বলা হয়েছে। আবার সমগ্র কুরআন মজীদকে সাতটি মনযিলে ভাগ করা হয়েছে। সপ্তাহের সাতটি দিনে একভাগ করে পঠিত হয়ে সপ্তাহান্তে কুরআন মজীদ খতম করা যায়। সমুদ্রের অনিঃশেষ আধিক্য বুঝাতে পবিত্র কুরআনের সুরা লুকমানের ২৭ আয়াতে সাত সমুদ্রের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। বস্তুতঃ সৃষ্টির বহু তাৎপর্যপূণ বিষয়ে এ সাতের খেলা অপূর্ব। আর উর্ধজগতের সপ্ত সোপান পাড়ি দিতে সপ্তপদ্ধতি যে অব্যর্থ পথ পরিক্রমা, এ কথা বলার অবকাশ রাখেনা।

উসুলে সাব'আর প্রধানতঃ দুটি স্তর। (ক) ফানা। এটি আবার ৩ ধরণের ১. ফানা আনিল খালক, ২. ফানা আনিল হওয়া, ৩. ফানা আনিল এরাদা। এ স্তরকে একত্রে ফানায়ে ছালাছা (বা ত্রিবিধ বিনাশ স্তর) বলা হয়। (খ) মওত। এ স্তরে ৪ প্রকার মৃত্যু রয়েছে। ১. মওতে আবয়্যাজ (বা সাদা মৃত্যু) ২. মওতে আসওয়াদ (বা কালো মৃত্যু), ৩. মওতে আহমর (বা লাল মৃত্যু) এবং ৪. মওতে আখজার (বা সবুজ মৃত্যু)

প্রধানতঃ যে দুটি স্তরে এ পদ্ধতি বিন্যস্ত, তাহলো ফানা ও মওত। সৃষ্টি, রিপু ও নিজ কামনাকে ফানা বা বিনাশ করার মাধ্যমে একটি অর্জিত হয়। এভাবে বান্দা নিজকে স্রষ্টার ইচ্ছাতে বিলীন করার শক্তি অর্জন করে। ক্ষুদ্র বান্দা তার সত্ত্বাকে অসীম প্রেমময়ের মাঝে বিলীন করতে পারলেই তার অসীম ক্ষমতার সন্ধান পায়।

মিঠা দো আপনি হাস্তী কো আগর কুচ মর্তবা চাহো, কেহ্ দানা-খা-কমে মিলকর গুলে গুলযার হোতা হ্যায়।

শস্যবীজ যখন মাটির সাথে লীন হয়ে যায়, তখন তা থেকে উদগত হয় অঙ্কুর। সেই বিনাশ তার সৃষ্টিতে রূপান্তর হয়। এভাবে মর্যাদায় বিকশিত হতে চাইলে, নিজকে নিঃশেষ করে দাও। (ইকবাল)। এটি কুরআন হাদীসেরই প্রতিধ্বনি। যা ফর্মুলা হিসেবে পেশ করে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর অনুসারীদের জন্য সাধনার পথ সহজতার সাথে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ সৃষ্টি তার স্বরূপের সন্ধানে বেরুলে সেখানে সে ফানা হওয়ার তত্ত্বই খুঁজে পাবে। কারণ নশ্বর সৃষ্টি অবিনস্বর পরমাত্মার মিলনেই নিজ স্থিতির ঠিকানা পায়; এর আগে নয়। আল্লাহ্ তালা বলেন,

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام -

"মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী আপনার প্রভুর সত্ত্বা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই 'ফানা' (বা ধ্বংসে) সর্বস্ব।" (৫৫ঃ২৬) ফানা আনিল খালক হচ্ছে সাবলম্বী হওয়া বা পরনির্ভর না হওয়া। এটার অপর নাম তাওয়াক্কুল। যা তাকওয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহতালা বলেন, ومن يتوكل على الله فهو حسبه -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। (৬৫ঃ৩) আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী নন; আল্লাহ্‌র

পথে সাধকদেরও তিনি অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

ফানা আনিল হাওয়া, অর্থাৎ অনর্থ পরিহার, যা স্বীয় রিপু দাবী করে। মনোবৃত্তির অহেতুক বিষয়কে বিনাশ করা। কুরআনের ভাষায়,

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى- فان الجنة هى المـاوى-

যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভয় করেছে এবং নিজ খেয়াল (বা প্রবৃত্তি) কে নিবৃত্ত করেছে, তবে জান্নাতই তাঁর ঠিকানা। (৭৯:৪০)

ফানা আনিল এরাদা, হচ্ছে নিজ ইচ্ছা শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ইচ্ছাতে সমর্পিত হওয়া। এমন বান্দাকে প্রভু ভালবাসবেন না কী করে? এটা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। এতে বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যায়। তখনই তাঁর কর্মকাণ্ডে খোদায়ী শক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে। হাদীসে কুদসীতে এ স্তরেই 'আল্লাহ বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়ার বিষয়' উল্লেখিত হয়েছে। নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই মানুষের মধ্যে জাগে তীব্র আকাংখা, ঔদ্ধত্য, অহমিকা। হয়তো না পাবার যন্ত্রনা থেকে সৃষ্টি হয় হতাশা কিংবা অপরাধপ্রবণতা। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছের কাছে সপে দিতে পারলে এসব কিছুর শিকার হতে হয় না একজন বান্দাকে। বিশ্বাসী মাত্রই আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ তালা আমাদের এ শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন,

ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذالك على الله يسير
لكيلا تأمنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور-

'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসেনা; কিন্তু যা জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা ব্যতীত। নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। এটা এজন্য বলা হয় যে, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (হাদীস ঃ ২২-২৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ পছন্দ করেন না' বাক্যটি ইঙ্গিত করছে বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের সব কিছুতে আল্লাহ্‌র পছন্দকেই বিবেচনা করে চলা উচিৎ।

দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। দেহের সাথে আত্মার সুসংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই মৃত্যু। মৃত্যুকে হাদীস শরীফে একটি সেতু বলা হয়েছে, যা প্রেমিককে তাঁর প্রেমাস্পদের সাথে মিলিয়ে দেয়। মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার ইরশাদ, ولا تموتن الا وانتم مسلمون-

তোমরা মুসলমান অবস্থায় ছাড়া-মৃত্যুবরণ করো না। (৩ঃ১০২) মৃত্যুর ক্ষণ কারো জানা থাকে না। সেজন্য প্রস্তুতি রাখতে হয় সার্বক্ষণিক। আবার মুসলমান বলা হয় সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাকে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, আনুগত্য ছাড়া মৃত্যু যেমন কাম্য নয়, তেমনি মৃত্যুর অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর চেতনাকেও আনুগত্য থেকে সম্পর্কচ্যুত করা যায় না অবধারিতভাবেই। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, ''মূ-তু-কাবলা আন তামূ-তু" অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মৃত হয়ে যাও। Spritual Message ও হচ্ছে তাই। অর্থাৎ To die before death. মৃত ব্যক্তির যেমন দুনিয়ার সুখভোগ, লাভক্ষতির সাথে সম্পর্ক থাকে না, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধকের লক্ষ্য পথেও জাগতিক কোন মোহ, দুনিয়ার কোন ঐশ্বর্য বা চাকচিক্য সামান্য ছন্দপতন ঘটাতে পারে না। পার্থিব জীবনে নির্মোহ, নিরাসক্ত, নির্লোভ ব্যক্তিই পারেন নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত দিতে। যিনি নিজে ভোগ করার আকাংখা রাখেন না, অভুক্ত অবস্থায় ও হাসিমুখে নিজের

মুখের গ্রাসকে তুলে দিতে পারেন অপরের মুখে। প্রিয়নবীর এ দিকটাকে প্রশংসা করেই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) বলেছেন।

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ☆ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ যাঁর কবজায় কায়েনাতের মালিকানা থাকা সত্বেও যবের রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করলেন, সেই উদরের স্বল্পে তুষ্টিকে অসংখ্য সালাম।

মুমিন মৃত ব্যক্তি যেমন পার্থিব এ জীবনের যাত্রা তড়িঘড়ি শেষ করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যেতে উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকেন, তেমনি উসুলে সাব'আর দর্শনে উজ্জীবিত ব্যক্তিও এ জগতের লালসা, আকর্ষণকে ছেড়ে তাঁর প্রেমের আরাধ্যকে ভেবেই আচ্ছন্ন থাকেন সর্বদা। এখানে ইহ জগতের বাসিন্দা হয়েও মৃত্যুর অনুশীলনের তাৎপর্য দৃষ্ট হয়।

১ম প্রকার মওতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু অর্জিত হয় ত্যাগ, সংযম ও রোযার মাধ্যমে। সিয়াম সাধনার নির্দেশ মুত্তাকী বা নির্লোভ বান্দা হওয়ার উদ্দেশ্যেই আরোপিত। সিয়ামের তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকা, এ অর্থে সুফীবাদের ভাষায় নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের রোযা শুধু একমাস নয়; আজীবন। তাঁদের ইফতার হবে মহাপ্রভুর সাক্ষাতে। এজন্য গাউছে মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কালাম ''আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।" অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে।" প্রকৃতই যাঁরা হযরত আক্দাসের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, তাঁরা সিয়ামের চেতনাকে সার্বক্ষণিক পালন করে যাবেন-এটাই স্বাভাবিক।

২য় প্রকার মওতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু সেই প্রেরণাকেই বুঝানো হয়, যা শত্রুর শত্রুতা, নিন্দুকের নিন্দা ও সমালোচকের সমালোচনা দ্বারা অর্জিত। রিপুর বশবর্তী মানব প্রকৃতি সবসময় প্রশংসা প্রত্যাশা করে। নিন্দায় সে কাহিল হয়, বিমর্ষ হয়। প্রিয় নবী (সঃ) কারো সম্মুখ প্রশংসাকে তার গর্দান কাটার সাথে উপমা দিয়েছেন। সমালোচনা বা নিন্দায় মানুষ সংশোধিত হতে পারে যদি তার মাঝে নিন্দনীয় কোন ত্রুটি থাকে। আর না থাকলে সে আত্মপর্যালোচনা পূর্বক ত্রুটি মুক্ত অবস্থা দৃষ্টে প্রভুর শোকর আদায় করে। এতে সে প্রেমময় প্রভুর করুণাসিক্ত হয়ে আরো কাছে যাওয়ার সৌভাগ্যে ধন্য হয়। নিজেকে নিজেও কৃত কর্মের জন্য ধিক্কার দেবার প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন পাকের সুরা কিয়ামা'র সূচনায় আল্লাহপাক তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করেছেন। উসুলে সাব'আতে সে নীতিই অনুঃসৃত হয়েছে নিঃসন্দেহে। এভাবে কামভাব, পরিহার দ্বারা ৩য় প্রকার মওতে আহমর বা লাল মৃত্যু এবং নির্বিলাস জীবন যাপনে ৪র্থ প্রকার মওতে আখজার বা সবুজ মৃত্যুর অনুশীলন হয়। আর আত্মা উন্নীত হতে থাকে প্রতি নিয়ত।

আরবী প্রভাষক : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।
খতীব : হজরত খাজা গরীবুল্লাহ শাহ্ (রহঃ) জামে মসজিদ।

কিশ্‌তী-এ-চিরাতুল্‌ বাহার

ডা. আবুল কাসেম মাইজভাণ্ডারী

'নাহমাদুহু ওয়ানুচল্লী আলা রসুলিহীল করীম'

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম-করুণাময় ও মেহেরবান এবং সমগ্র সৃষ্টিকূলের প্রতিপালক। অফুরন্ত সালাতু সালাম ও দরুদ, রাহমাতুল্লীল আলামীনের (সঃ) প্রতি যিনি 'ওয়াআনাল কাছেমু' কাওসারের মালীক। লেওয়া-এ-আহমদীর ঝাণ্ডা বরদ্বার খাতেমুল আওলিয়া হযরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এঁর পবিত্র চরণে লাখো সালাম তসলীমাত; আমীন!

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

'ওয়াইজ্‌ কালা রব্বুকা লীল্‌মলায়িকাতে ইন্নী' জায়েলুন্‌ ফীল আর্দে খলীফা (বাকারা ৩০ আয়াত)'

'কুল্‌নাহ্‌বেতু' মিন্‌হা জমীইয়ান্‌ ফইম্মা য়া' তিয়ান্নাকুম্‌ মিন্নিই হুদান্‌ ফমন তবেয়া হুদা-য়া ফলা খাওফুন্‌ আলাইহীম ওয়ালাহুম্‌ য়াহ্‌জানু'ন্‌ (বাকারা ৩৮ আয়াত)'

'ওয়াআল্লামা আদমাল্‌ আস্‌মা-আ কুল্লাহা ছুম্মা আরাদাহুম্‌ আলাল্‌ মালায়িকাতে

অর্থ ঃ এবং যখন আপনার প্রভু বলেছিলেন ফেরেস্তাদেরকে, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত পাঠাইব (৩০)

আমি বল্লাম , তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর পরে যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে কোন হেদায়তের শিক্ষা আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত ও হেদায়েতকারীর অনুসারী হবে-তার কোন ভীতি ও দুঃখ নাই (৩৮)

আর আল্লাহ্‌তায়ালা আদমকে সমুদয় নামাবলী শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সকল ফেরেস্তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। উপরোক্ত আয়াত সমূহের সফল বাস্তবায়নকল্পে আল্লাহপাক অবস্থার ব্যবস্থা ও সময়ের তাগিদে যুগে-যুগে অগণিত পয়ঁগাম্বর (আঃ) কে তাঁর প্রতিনিধিত্বের আসনে মনোনীত করে তাঁরই গুণে গুণান্বিত ও 'চিবগাতুল্লাহ্‌' নিজ রঙে রঞ্জিত করে হেদায়তের বাণীসহ 'আছফলা ছাফেলীন' তথা সিজ্জিন হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার বা মুক্তি দেওয়ার জন্য এই 'দারুল হাজান' নশ্বর ভ্রমাণ্ডপৃষ্টে প্রেরণ করেছেন। পরিশেষে খাতেমুন্নবী রাহমতাল্লীল আলামীন (সঃ) কে মহান কুরআন মজীদসহ প্রেরণ করে অনন্তকালের জন্য ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা ও মুক্তির দিক নির্দেশনা আল্লাহপাক প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর পাকের (সঃ) বেচাল শরীফের পর খোলাফায়ে-রাশেদীনেরা (রঃ) খলীফাতুল্লার আসন অলংকৃত করতঃ ধর্ম তরণীর বৈঠা ধরিয়াছিলেন। এরপর পরবর্তী নায়েবে রসুল, মুজাদ্দেদ, আধ্যাত্ম সম্রাটগণ (রঃ) খোদাদাদ শক্তি প্রয়োগ করিয়া পবিত্র দ্বীনে ইসলামকে পঙ্গু ও নিভু অবস্থায় সঞ্জীবনী বা পূর্ণতা দান, অথবা অবস্থা ও সময়ভেদে 'দাওরা'র ইতিতেতজদীদ বা সংস্কার করিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত বা মোহাচ্ছন্ন দিশেহারা মানবজাতিকে তৌহীদের তরণীতে উঠাইয়া উদ্ধার, সুপথগামী ও ভবসিন্ধু পার করিতেছেন। যাহাতে মানবজাতি তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করে সিরাতাল মুস্তাকীম প্রাপ্ত হন এবং তাহাদের অনুসরণ ও এত্তেবা করে তাজকীয়ায়ে নফ্‌ছ হাসিলের মারফত খোদা সান্নিধ্যতার পথে অগ্রসর হন। তজ্জন্য আল্লাহপাক মানব কল্যাণার্থে উক্ত যুগশ্রেষ্ঠ খলীফাগণের আগমনবার্তা পূর্ববর্তী

মহাপুরুষ বা খলীফাগণের মারফত জগতবাসীর কাছে বিঘোষিত করে। যথা সরকারে দো আলম রাহমাতাল্লীল আলামীন (সঃ)'র এই সুন্দর-বসুন্ধরায় আগমন বার্তা প্রত্যেক ধর্মের আদিগ্রন্থ সমূহে পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ মারফত ভবিষ্যতবাণী করিয়াছেন (মৎপ্রণীত 'ত্বরীকাতুস্ সালেকিন')।

অনুরূপ নোমান ইবনে ছাবেত (রঃ), হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম-গজ্জালী (রঃ), গাউছুল আযম দস্তগীর (কঃ), ইমামুল আওলিয়া মেহেদী আলাইহিস্ ছালাম, প্রমুখ আধ্যাত্ম সম্রাটগণের আগমন বার্তাও মহাপ্রভু বিশ্বজগতে পূর্ববর্তী মহাপুরুষ মারফত সু-সংবাদরূপে প্রেরণ করেছেন। যাহাতে জগতবাসীর পক্ষে তাঁহাদের অনুসরণ ও অনুধাবনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ বা মতানৈক্য না থাকে এবং তাঁহাদের আদেশ-নিষেধ ও আনুগত্য স্বীকারপূর্বক আল্লাহ্‌র রাস্তায় সুদৃঢ় থাকা সহজ হয়। পরন্তু, যাহারা আজলী হতভাগ্য তাহারা ঐ মহাপুরুষগণের ভবিষ্যৎ বাণী বিশ্বাস করা ত দুরের কথা বরং প্রবল বিরোধীতা করিতে থাকিবে।

যেহেতু আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন, 'আপনি যদি কাফেরদের সম্মুখে সমস্ত নিদর্শন উপস্থিত করেন, তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না।'

অনুরূপ মুজাদ্দেদে জমান, খাতেমুল আওলিয়া, বিশ্বওলী গাউছুল আযম, ফয়জাতুল আলামীন, শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কা'বা (কঃ) বহিঃজগতে আত্মপ্রকাশের প্রায় ৫৮৬ বছর পূর্বে সর্বস্তরের অলি-আল্লাহ আবদাল, গাউছ-কুতুব, মুজাদ্দেদ, আবরার, মুমেনে ছালেহ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে হক্কানী ওলামা-এ-কেরাম সকলের মনঃপুত, বিশ্বাস্য ও বিনাদ্বিধায় গৃহীত-সমর্থিত বিখ্যাত 'ফছুছুল হেকম' নাক কিতাবে ৬৩৬ হিজরীতে এই মহামহীম গাউছে মাইজভাণ্ডারী ও তাঁর বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন (যাহাকে আওলীয়াগণ হাদীসে রুয়া আখ্যায়িত করেছেন)। বলাই বাহুল্য গাউছুল আযম, নুরে আলম, সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) যিনি রসুলে করীম রাহমাতাল্লীল আলমীনের (সঃ) মহান মর্যাদা সম্পন্ন দুইটি বেলায়তি তাজের মধ্যে 'বেলায়তে মুকায়্যদায়ে মুহাম্মদী' নামক তাজ প্রাপ্ত 'মুহীউদ্দীন' উপাধিতে ভূষিত। এই মহামান্য গাউছুল আযমের অদ্বিতীয় শিষ্য, মুহিউদ্দীন ইবনে আরবীই (রঃ) এ মহা সম্মানীত কেতাব ফছুছুল হেকম ৬৩৬ হিজরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে গাউছে মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে 'মৌলুদে দিল পজির' এর বর্ণনা সন্নিবেশিত করিলাম ঃ-

"নুরে মুহাম্মদী (সঃ) দুইভাগে বিভক্ত হইবে। এক ভাগ আরবে উজ্জলিত হইয়া সারাবিশ্বভূবন আলোকিত করিবেন। অপর ভাগ মুলকে আযমে এশিয়ার পুর্বাঞ্চলে উদিত হইয়া নিখিল ধরণীর অন্ধকার দূরীভূত করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবদুল মোতালেব (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি মক্কাভিমুখে যাইতেন, তখন দেখিতে পাইতেন, তাঁহার পৃষ্ঠমুবারক হইতে একখণ্ড পবিত্র নুর বাহির হইয়া মাটিতে দো-খণ্ডিত হইত। উহার একখণ্ড আরবে আলো বিস্তার করিত, অপর খণ্ড ক্ষণেক তাঁহাকে ছায়া দিত, ক্ষণেক আকাশ পানে ছুটিয়া যাইত? পরে দেখিতেন, উহা মুলকে আযম সুদুর এশিয়ার প্রতি দ্রুতবেগে গতিশীল হইয়া যাইত। আরশের দ্বার তিনি খোলা দেখিতেন। ফেরেস্তাগণ 'আস্‌সাল্লামু আলাইকুম ইয়া হাবীবাল্লাহ্' রবে অভিবাদনে দিগদিগন্ত মুখরিত করিতে শুনিতেন।" (হযরত কেবলার জীবনী ও কেরামত গ্রন্থে জন্মের পূর্বাভাষ দেখুন) ফছুছুল গ্রন্থে শায়খুল আকবরের (রঃ) ভবিষ্যৎ বাণীর কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্বৃতি করিলাম।

১। নবী করীমের (সঃ) আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃ উদিত হইবে। তাঁহার নাম থাকিবে-খোদাতালার জাতি নাম 'আল্লাহ' ও নবী করীমের (সঃ) বেলায়তি নাম 'আহমদ' সংযুক্ত আহমদ উল্লাহ।

২। খাতেমুল আওলীয়া রসুলে করীমের (সঃ) ওলীয়ে ওয়ারেছ বা সজরাভুক্ত অলি হন, যিনি মুল হতেই সবকিছু নিয়ে

থাকেন। তিনি বেলায়তের সমস্ত মকাম ও মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। তিনি রসুলে করীমের সমস্ত রূপের মধ্যে সর্বোত্তমরূপ। (তরজুমা-এ-ফছুছুল হেকম ৯৩ পৃঃ)।

৩। মানবজাতির মধ্যে হযরত শীচ (আঃ) এঁর অনুসারী ও তাঁহার ভেদাভেদের ধারক-বাহক এক ছেলে ভুমিষ্ট হইবেন। তাঁহার পর এইরূপ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবে না। তিনি খাতেমুল অলদ হইবেন। (তরজুমায়ে ফছুছুল হেকম ৯৭ পৃষ্ঠা)।

৪। তাঁহার জন্মস্থান চীন প্রান্তে হইবে (ঐ সময় এই এলাকা চীনা শাসনাধীন ছিল) মানবজাতিকে তিনি আল্লার দিকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাইবে না। তাঁহার ও সেই যুগের মুমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হইবে। (ফছুছুল হেকম ৯৩ পৃঃ)

"এইজন্যই হুজুর পাকের (সঃ) বাণী ঃ এলম অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ, যদিও চীন দেশে যেতে হয়, তবুও।

৫। যাহা কিছু আওলিয়াগণ দেখিয়া থাকেন, তাহা খাতেমুল আওলিয়ার বেলায়তের ফোকাস্ দিয়া দেখিয়া থাকেন, এমন কি রসুলগণও খাতেমুল আওলিয়ার বেলায়তের ফোকাস দিয়া দেখিয়া থাকেন (ফছুছুল হেকম ৯১ পৃঃ)

মাইজভাণ্ডার হুজুরা শরীফের সামনে একজোড়া আমগাছ ছিল। আজিম নগর নিবাসী ছুফী আবদুর রহমান ছাহেবকে এই গাছের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আবদুর রহমান' তুমকো মালুম হে ইয়ে দুনো কওন হে? উত্তর ঃ হুজুর! আমগাছ। নেহী মিয়া, আমকা দরখত নেহী হে, বাবা আদম (আঃ) হে, বহুত দিন তক মুন্তাজের খাড়াহে, ইছ ওয়াস্তে ওছকা ছুতর পর দু কাৎরা পানি দিয়া (সুবহানাল্লাহ!)

৬। খাতেমুল আওলিয়া ঐ সময় হইতে খাতেমুল আওলিয়া ছিলেন যে সময় আদম (আঃ) পানি-মাটির সহিত সংমিশ্রিত ছিলেন। (ফছুছুল হেকম ৯৩ পৃঃ) "হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন, কুন্তু নবীয়্যান ওয়াদামু বাইনাল মায়ী ওয়াত্তীন। আমি ঐ সময় হইতে নবী ছিলাম, যে সময় আদম (আঃ) মাটির সহিত সংমিশ্রিত ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! একি! সামঞ্জস্য! এর রহস্য কি? ফছুছুর ৪নং বর্ণনা কি বাস্তব ?

৭। ইসলামরূপ দেওয়ালের প্রথম ইট খাতেমুন্নবী (সঃ) এবং শেষ ইট খাতেমুল আওলিয়া। প্রথমটি চাঁদীর ও শেষেরটি স্বর্ণের ইটের সহিত তুল্য (ফছুছুল হেকম ৯৩ পৃঃ) উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণী সমূহ হযরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা কাবার (কঃ) সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনায় সন্দেহহীনভাবে সমুজ্জ্বল দিবালোকের মত অকাট্যভাবে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে (গাউছে পাকের জীবনী ও কেরামত ও বেলায়তে মোত্লাকা দ্রষ্টব্য)। প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ট অলি-আবদাল, গাউছ-কুতুবদের মধ্য হইতে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্বন্ধে কয়েকজনের অভিমত ও মন্তব্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হইল ঃ কলিকাতা নিবাসী শামসুল ওলামা হযরত জুলফিকার আলী ছাহেব (রঃ) লিখিয়াছেন, 'গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা আল্লাহপন্থী ও ছাহেবে হাল জজ্‌বার অধিকারী হন। দেহ ও প্রাণের সহিত খোদা প্রেম পরিব্যাপ্ত মানব প্রকৃতি জজবহাল অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাজারে পাকের তাসিরে মাটিস্থ বুজুর্গানে দ্বীনের কবরের মধ্যে জালালী ও উজ্জ্বলতা বা রওনক আনিয়া দিয়াছেন। সরদারে আওলিয়া হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) যাঁহার উপাধি গাউছুল আযম বা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা, (ইহা হযরত কেবলার (কঃ) রওজা পাকের দরজার মেহরাবে লাগানো ছিল)। মুফাচ্ছিরে কোরআন, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হযরত মওলানা আইয়ুব আলী ছাহেব (রঃ) এর ৭-১-১৯২৮ইং এর কবিতাংশ নিম্নে উপস্থাপন করিলাম।

হয়েছে উজ্জ্বল ধরা কিরণে তোমার।

জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার।।

রহিবে তোমার নাম এই নশ্বর ভবে।

তপন বিমানদেশে যতদিন রবে।।

হজ্জব্রত নিরাপদ নগরে যেমন।

মাঘ দশে তবদ্বারে মহাসম্মিলন।।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার মুদাররেছ মওলানা শাহ্ ছুফী ছফীউল্লাহ্ (রঃ) ছাহেবের দরবারে নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মুহাম্মদ ইউনুচ মিয়া ও নানুপুর নিবাসী মওলানা সৈয়দ আবু তাহের মিয়া দোয়ার জন্য হাজির হইলে তাহাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা চট্টগ্রাম বলার উত্তরে শাহ্ ছাহেব বলেছিলেন, 'গাউছুল আযম শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কে চিন? তাহারা বলিলেন, হুজুর! চিনি। তখন হুজুর জজ্বার হালতে বলিতে লাগিলেন, মিঞা চিন? কিরূপ চিন? ছয়শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ মহান অলি আল্লাহ পৃথিবীতে আর আসেন নাই। বাহরুল উলুম হযরত আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ) আয়নায়ে বারী কিতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'অলীদের শিরমণি খোদার গাউছ ভবে পদার্পন করিয়াছেন। জগতবাসীর প্রাণপ্রিয় ছুফীদের কেবলা ভবে তশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহাকে শত ধন্যবাদ, তাঁহার উপর শান্তিপূর্ণ দরুদ বর্ষিত হউক। দুই জগত যাঁহার কদম মুবারকের পাদুকা বিশেষ, জগতে শ্রেষ্ঠ বাদশাহের শুভাগমন হইয়াছে। যাঁহার ফয়জ-বরকাতের অনুগ্রহ দৃষ্টি মাত্র মানুষের বাসনা সিদ্ধ হয়, পৃথিবীতে সেই মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছে। উক্ত কিতাবের ১৪০ পৃষ্টায় লিখিত- 'আরশের সূর্য উদিত হইয়াছে, মানবাকারে খোদাই রহস্য প্রকাশ হইয়াছে। ত্রিভূবন যাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় ছিল, আজ সেই আশার ফুলরাজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আজ সেই গৌরব-ছুফীদের সারতত্ত্ব খনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইমামে আহলে সুন্নাত

আল্লামা গাজী আলহাজ্ব সৈয়দ আজীজুল হক শেরেবাংলা (রঃ) দেওয়ানে আজিজে লিখেছেন ঃ (৩৯-৪০ পৃঃ) 'হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ কাদেরী, যিনি ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আক্তাব। তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউছুল আযম নামধারী বাদশাহ্। তিনি নবীর (সঃ) আহমদী মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়েত বা আলোকবর্তিতা। হুমা পাখির মত তাঁহার অনুগ্রহ ছায়া দুর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করেন। জগতবাসীর জন্য তিনি পরশমণি সদৃশ্য। রসুলুল্লাহ্র (সঃ) নিকট বেলায়তে ওজমার দুইটি তাজ ছিল। তন্মধ্যে 'বেলায়তে মুতলাকায়ে আহমদীর' তাজ শাহ্ আহমদ উল্লার (কঃ) মস্তক মুবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলে আভির্ভূত গাউছুল আযম বলিয়া খ্যাত, এবং তাঁহার রওজা মুবারক মানব-দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাসিলের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 'বেলায়তে মুকায়্যীদায়ে মুহাম্মদীর' তাজ গাউছুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)'র মাথা মুবারকে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে সমস্ত আওলিয়াগণের গর্দ্দানে তাঁহার পা মুবারক প্রতিষ্ঠিত। গাউছুল আযম শাহ্ আহমদ উল্লাহর (কঃ) প্রতি আমার মুখের হাজার হাজার মারহাবা, যিনি পূর্বাঞ্চলে আভির্ভূত কুতুবুল আক্তাব রূপে বিশ্বে খ্যাত। খোদাই আলম এর প্রান্ত সমূহ যাঁহার ফয়জ-বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁহার কারামতাদি গণনার বহিঃর্ভূত। বহু নাকেছ ব্যক্তিও তাঁহার ফয়জ-বরকতে কামেল-মুকাম্মেলে পরিগণিত, মাইজভাণ্ডার শরীফে তাঁহার শান্তিময় অবস্থান।

আমাদের দিশারী রক্ষক, পাকিস্তানের মহান সম্রাট হযরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী আহমদ উল্লাহ (কঃ)'র প্রতি আমার মুখের হাজার হাজার মারহাবা, শাহেন শাহে মদীনা নবী মুস্তাফার (সঃ) পক্ষ হইতে এই গাউছুল আযম উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তদুপরি আওলিয়াদেরও মুখে এই প্রশংসা উপাধি শুনিতে পাই। যাঁহার প্রশংসা ও উচ্চমান হীন আজীজের জ্ঞানের বাহিরে।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফকির বেশে চট্টগ্রাম-ফটিকছড়ি থানার জুনির বাপের মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর

আবদুর রহমানকে প্রকাশ্যে দর্শন দানে বলিয়াছিলেন, দেখ! 'রসুনের কোষ অনেক হলেও জড় এক, সেই 'জড়' ভাণ্ডারে'। নালাপাড়া নিবাসী রেলওয়ে অফিসার শেখ মুছেলেহুদ্দীনকে মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনী (রঃ) বলিয়াছিলেন, মাইজভাণ্ডারের মওলানা আহমদ উল্লাহর (কঃ) মত জবরদস্ত আওলিয়া আমি কোথাও পাই নাই। 'আন্দরকিল্লা-চট্টগ্রাম-খান সাহেব মওলানা আবদুল হালীমের সুযোগ্য পুত্র এডভোকেট মোঃ মাহমুদ জালাল বর্ণনা করেন, পীরে কামেলীন সৈয়্যদেনা সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রঃ) তাঁর মুরিদকে বলে, 'হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) আওলিয়াদের বাদশা, হুকুমত তাঁহারই।

পাকিস্তানের সোয়াত নামক স্থানের এক ব্যক্তি হজ সমাপনে নবী করীমের (সঃ) জিয়ারত শেষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমতাবস্থায় স্বপ্নে নির্দেশিত হইলেন, 'তুমি মশরেকী মুল্লুকে যাও, তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, তথায় আমার দর্শন পাইবে'। সে ব্যক্তি পুরা এশিয়া ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মাইজভাণ্ডার শরীফ আসিয়া জুনিয়র মাদ্রাসার মওলানাদের সাথে গাউছে পাকের (কঃ) পরিচিতি আলাপে তাঁহার অজদ্ আসিয়া গেল এবং নৃত্যমান অবস্থায় গাউছে পাক (কঃ) কে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ইছকা নাম হায় দেখনা, ইছ্‌কানাম হায় ছুননা'। চট্টগ্রাম মির্জাপুর নিবাসী হাজী ওয়াশীল মিয়া বলেন, 'হযরত আক্‌দাসের (কঃ) রওজা শরীফ জিয়ারত করিয়া যে খুশবো পাইলাম উহা অবিকল নবী করীম (সঃ) এঁর রওজা শরীফের খুশবো।' হযরত মওলানা মুহাদ্দেছ (দারুল উলুম) নজীর আহমদ ছাহেব (রঃ) (চুনতী) সাতকানিয়া মওলানা আবদুছ ছালাম কে বলিয়াছিলেন 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ এক অনন্ত দরিয়া, দরিয়াতে কি না থাকে? দরিয়ার পানি কি কখনও অপবিত্র হয়? বরং সমস্ত অপবিত্রতা দরিয়ার লোনাজলে মিশিয়া পবিত্র হইয়া যায়'।

আয়নায়ে বারী কিতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত; 'হে আমাদের ত্রাণকর্তা! বরকত তোমার নিকট নিহিত। আমরা তোমার দিকে অগ্রগামী ও আগুয়ান হইয়াছি। হে মহান শ্রেষ্ঠ বন্ধু! হে দয়ালু দাতার স্বীকৃত সখা! বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তোমার প্রতি আমার সালাম বর্ষিত হউক। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা এবং খোদার সম্মানিত কুতুব, তুমি সর্ব মর্যাদায় একচ্ছত্র ও অদ্বিতীয়। মুফতীয়ে আযম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) 'তওজিহাতুল বহিয়া' কিতাবের ১ম খণ্ড ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

"আমার মুর্শেদে মুয়াজ্জাম, শায়খে মুকাররাম, যিনি সমস্ত কামালিয়াত ও ফজীলতে রব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়জ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র, যাহার প্রভাব অলৌকিক ঘটনাবলী ও কারামত সমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ পবিত্র তুর পর্বত সদৃশ্য চেহারাতে প্রস্ফুটিত। তাঁহার মেজাজ শরীফ বা ভাবভঙ্গি নুর বিশেষ। তাঁহার গুণাবলী হইতে দোষ বিবর্জিতার ফয়জ বিকীর্ণ হয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কস্‌ফ রসুল করীম (সঃ) এঁর মে'রাজ কালে আল্লাহতালার সাক্ষাত দর্শনের অবগত বস্তু। তাঁহার মুশাহেদা বা দর্শন সমূহ রসুলে করীমের (সঃ) মে'রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুস জ্ঞান। তাঁহার গুণাবলী আল্লাহতালার গুণাবলী হইতে অর্জিত। তিনি আল্লাহতায়ালর আলমসমূহে গাউছুল আযম রূপে নিয়োজিত ইত্যাদি।

কাঞ্চনপুরী মওলানা হাদী (রঃ) লিখেছেন-

চিননিরে সাধুগণ, সে কেমন রসিক জন,

প্রভুর ভাণ্ডার জান হাতেতে তাঁহার।।

দাস হাদী শক্তিহীন, দিতে নাহি পারি চিন,

আহাদ-আহমদ মাঝে মীমের দেওয়ার।।

হযরত মওলানা আমীনুল হক হারভাঙ্গিরী (রঃ) লিখেছেন-

মাইজভাণ্ডারী গাউছে আযম খোদার ভাণ্ডার।

এশ্‌কের আজব শান হইয়াছে প্রচার।।

শ্রীযুক্ত স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র শীল লিখেছেন-

ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী কুদরত দেখবি যদি আয়।

আজবশানে খেলে আমার বাবা মওলানায়।।

ক্ষণে থাকে জমীনেতে, ক্ষণে থাকে আসমানেতে,

হারদমে ছায়র করে আলম আরওয়ায়।।

এতদ্ব্যতিত আরও শত সহস্র আওলিয়া (রঃ) দের প্রশংসাবাণী রহিয়াছে, যাহা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সংকুলান অসম্ভব। গাউছুল আযম পীরানে পীর ছাহেব (কঃ) ফতহুল গায়ব গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় ও মওলানা তোরাব আলী কলন্দর (রহঃ) মুতালিবে রশিদি কিতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা মতে ঃ

'যাহারা বেলায়তের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে বেলায়তে ওজমা-ছায়রে মা আল্লার অধিকারী বলা হয়। তাঁহারা খোদা তায়ালার সমস্ত নামাবলী ও সীফাতের ক্ষমতা-মর্যাদা ও গুণাবলীর মজাহার সাব্যস্থ হন। জন্ম-মৃত্যু, হায়াত-মওত, রিজিক-দৌলত, রহমত-কহর, সৃষ্ট জগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁহারই ওসিলা বা মধ্যস্থতায় সৃষ্ট জগতে বর্ষিত প্রতিফলিত হয়। সমস্ত অলি, আবদাল, কুতুব, আবরার, মকতুম সর্বস্তরের আওলিয়াগণ তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও ক্ষমতার অধীনে থাকেন। এই সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ও সমস্ত আলমে প্রভাব তছররুপাতকারীকেই গাউছুল আযম বলা হয়। তিনি সমস্ত আলম সমুহের কেবলা সাব্যস্থ হন। তিনি সৃষ্টজগত সমূহে প্রাণতুল্য। তাহার কলব আল্লার আরশ সাব্যস্থ হন। যথা ঃ বেলাদুল্লাহি মুল্‌কে তাহ্‌তা হুকমী (কছিদা-এ-গাউছিয়া)। বাহরুল উলুম কাঞ্চনপুরী আবদুল গণি (রঃ) আয়নায়ে বারী কিতাবের ১৫১ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন-

'হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুসতাফা (সঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রেছালত প্রাপ্ত নবীদের বাদশা ছিলেন। সেইরূপ হযরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)ও বেলায়তে মুকায়ীদা যুগের খাতেম বা পরিণতিকারী। তিনি আওলিয়াদের বাদশা এবং দোজাহানের গাউছুল আযম বা পরিত্রাণ কর্তা, এবং হযরত রসুলে খোদার বেলায়তের ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী আওলিয়া হন।

নিম্নে হযরত গাউছে পাকের (কঃ) রহস্যপূর্ণ দু-একটি কালাম সন্নিবেশিত করিলাম।

একদা ধুরুঙ্গ খাল পার হওয়ার সময় হযরত কেবলা কাবার (কঃ) কাপড় মুবারক পানি স্পর্শ করায় তিনি তাঁর আসা (লাটি) মুবারক দ্বারা পানিতে আঘাত করিয়া কালাম করিলেন, 'দুর হ হারামজাদী'। কালামের কি মহাশক্তি! ঐ নদী সেই রাতেই তিন মাইল দূর দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। দেশবাসী খালের গতি পরিবর্তনে হুজুর সমীপে প্রার্থনা জানাইলে-হযরত কেবলা (কঃ) এরশাদ করেন, 'হারামজাদী রসূলে করীমের (সঃ) সাথে বেয়াদবী করিয়াছে, কেন আবার ফিরিয়া আসিবে?' বর্তমানেও ঐ নদী ঐ দিকেই প্রবাহিত রহিয়াছেন। হযরত কেবলা (কঃ) বলিতেন: 'আমার চার কুরসী, চার মজহাব, চার ইমাম, বার বোরুজ, বার সেতারা, বার কাছারী আছে। সময়ে উহাদের নামও বলিতেন।

'নবী করীম কা পাছ দু টুপী থে, এক হামারা ছের পর দিয়া, দুছরা পীরানে পীর কা-ছের পর দিয়া। আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে'।

'আমিই হাশরের দিন প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

'মাই মজজুবে মাহজ নেহি, মজজুবে ছালেক হু, বাইতুল-মুকাদ্দাস মে নামাজ পড়তাহু'।

একদা কুতুবুল আলম গাউছে দাওরাঁ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ) জুমার নামাজ শেষে মসজিদ হইতে বাহির হইলে হযরত কেবলা (কঃ) কালাম করিলেন, 'মিঞা! আমার বগলের নীচে দেখতো? এতদশ্রবণে মওলানা গোলাম রহমান ছাহেব (কঃ) উত্তোলিত বগলের নীচে দেখিলেন, কাবা শরীফ দেখা যাইতেছে এবং মুসল্লীগণ নামাজ পড়ার জন্য অজু করিতেছেন, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় শায়খুল আকবরের (কঃ) ভবিষ্যৎবাণী গাউছে ভাণ্ডারী হযরত আক্দাসের সাথে দ্বিধাহীন ভাবে মিলিয়া গিয়াছেন। মারহাবা, আলহামদুলিল্লাহ! সোবহানাল্লাহ!

উপরের বর্ণনা সমূহে বলা হয়েছে; গাউছে মাইজভাণ্ডারী (কঃ) রসূলে করীমের বেলায়তের ওয়ারেছ অর্থাৎ সজরাভুক্ত আওলিয়া হন। তদপ্রমাণে নিম্নে 'সজরা-এ-কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া উপস্থাপন করিলাম।

১। খাতেমুন্নবীয়ীন শফিউল মুজনেবীন, রাহমতাল্লীল আলমীন, হযরত আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

১৮। তাজদ্বারে মকায়্যীদায়ে মুহাম্মদী, ফয়জাতুল আলামীন গাউছুল আযম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)

৩৭। লেওয়ায়ে আহমদীর ঝাণ্ডাবরদ্বার, খাতেমুল আওলিয়া মুজাদ্দিদে জমান কুতুবুল আলামীন গাউছুল আযম শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

৩৮। আয়না-এ-গাউছুল আযম কুতুবুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদীন মাহবুবে ছালেকীন অছীএ-গাউছুল আযম শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

৩৯। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আযম, ওয়ারিছে দোয়ায়ে মেহরাব, পীরে কামেলীন গাউছিয়ত জারীর হাদীয়ে দ্বীন, হাজিউল হারামাইন শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)

এই ৩৭নং গাউছে পাক (কঃ) কালাম করেছিলেন;

'আমি একদিন আমার ভাই-পীরানে পীর ছাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম রসুল করীম (সঃ) এঁর 'ছদর' মুবারক এক অনন্ত দরিয়া, আমরা উভয়ে তাহাতে ডুব দিলাম'।

হযরত মওলানা তোরাব আলী কলন্দর (রঃ) তদীয় ফার্সী কিতাব 'মোতালিবে রশিদীর' ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেন:

'গাউছুল আযম জীবের ত্রাণকর্তা হিসাবে খোদার হুকুমে বিল আছালত বা জন্মগত অলী হন। তিনি 'ফরদুল আফরাদ' ও আহমদ মোজতবার (সঃ) সমস্ত বেলায়তি গুণের অধিকারী এবং সূক্ষত্ব ও স্থুলত্বের সমাবেশকারী। তাঁহার বেলায়তের উপরে বেলায়তের অধিক কোন মর্তবা নাই। ইহা ইসমে আল্লাহ ফরদুল আফরাদের বিশ্বাসের উৎস'।

যে ব্যক্তি আহমদকে অস্বীকারকারী হইবে, তাহাকে আমি দোজখে নিক্ষেপ করিব (নশরুত্তিব ফী জীকরিল হাবীব)'

মওলানা (রঃ) মছনবীতে বলেন;

'নবীবর আহমদ মুস্তাফা (সঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছেন, যিনি গুণে হেকমতে আমার সমকক্ষ'।

এখন মহাপরিতাপের বিষয় যে, এই মহামহীম করুণার সাগর গাউছুল আযমতো নশ্বর ধরাধামে নাই। তবে জগতবাসী কিভাবে, কাহার মাধ্যমে, কাহার ওসিলায় গাউছে পাকের এক্তেদা মুক্তাদা ও এত্তেবা করিয়া তাঁহারই ফয়জ রহমত, বা

মুক্তির সন্ধান লাভ করিবেন? তাঁহার আদর্শ, রীতি-নীতি, ইসলামের মৌলিকত্ব কিভাবে লাভ করিবেন?

সুসংবাদ, কোন অনুতাপ-অনুশোচনা, হতাশা-নিরাশা ও পেরেশানি নাই। হযরত আক্দস তাঁর ধারক-বাহক ও ফজিলতে রব্বানীর মজাহার হিসাবে তাঁরই পৌত্র ৩৮নং সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) কে পরিপূর্ণ ক্ষমতা অর্পন করতঃ গাউছিয়তের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং জগতবাসীর মুক্তির জন্য, গাউছিয়তের ফয়ুজাতের জন্য অবশ্যই শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার বায়াত, আনুগত্য, এত্তেবা ও খেদমত ছোহবতে আসিতে হইবে; আলহামদুলিল্লাহ।

তাঁহার প্রমাণ এই যে, এই সজরা-এ-কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারীয়ার ৩৮নং সুলতানুল আওলিয়া অছী-এ-গাউছুল আযম সৈয়দ মওলানা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)'র একমাত্র পুত্রের পুত্র (নাতি) গদী শরীফের একক উত্তরাধিকারী একক সাজ্জাদানশীন ও একক ওয়ারেছ ও বংশধর। তাঁর সম্পর্কে গাউছে পাকের (কঃ) বাণীর কিঞ্চিৎ আলোচনা।

'একদা কুমিল্লা নিবাসী নবাব হুচ্ছামুল হায়দর আজিজ মিঞা নামক ব্যক্তির মারফত হযরতের (কঃ) দরবারে হাদীয়া পাঠিয়ে ছিলেন। হাদীয়া হযরত সমীপে রাখিয়া আজীজ মিয়া আরজ করিলেন, হুজুর! নবাব ছাহেব আপনার খেদমতে এই হাদীয়াসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন। এতদশ্রবণে হযরত কেবলা (কঃ) জজ্বার হালতে কালাম করিলেন, 'নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায়, ফের অওর কওন নবাব হ্যায়'। এইরূপ বাঁশখালীর সুলতান আহমদ নামক ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করায়-বলেন, হুজুর! আমার নাম সুলতান আহমদ। হযরত কেবলা (কঃ) সুলতান শব্দ শুনিতেই কালাম করিলেন, 'সুলতান হামারা দেলাময়না হ্যায়, তুম কওন সুলতান হ্যায়'

ব্যাখ্যা ঃ সুলতান বা নবাব শব্দের অর্থ রাজা বা সম্রাট। কিন্তু মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব (কঃ) তো কোন রাজ্য বা এলাকার রাজা বা সম্রাট ছিলেন না। সুতরাং ইহা আধ্যাত্ম কালাম! দেহতত্ত্বে দেহ রাজ্য স্বরূপ রিপু সমূহ কুপ্রবৃত্তিসমূহের শক্তি সঞ্চারক, বিপথে পরিচালনাকারী, অভ্যন্তরীণ শত্রু। এবং লতিফাসমুহ 'রুহ' নামক রাজা বা সম্রাটের সৈন্য-সামন্ত এবং এলম বা জ্ঞান (আকলে কুল্লী) মিনিষ্টার বা মন্ত্রিতুল্য। এই লতিফা সমূহকে জিকিরে এলাহীর ও জিকিরে মুস্তফা (সঃ) এবং মুরাকাবায়ে মুর্শেদের মারফত শক্তিশালী করা হইলে-রিপু সমূহ দমন বা অকর্মন্য বা মৃত হইয়া পড়িলে, মানুষ আধ্যত্ম স্তরে উন্নীত হইয়া কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত হন। 'রুহ' হইল-'ওয়ানাফাখ্তু ফীহে মিররুহী' আয়াতে করীমা মতে আল্লাহ পাকের রুহ মুবারকের প্রতিফলন বিশেষ।

তাই রুহকে দেহরাজ্যের রাজা বা সুলতানী বা নবাব বলা হয়। 'রুহ' না থাকিলে-এই জড়দেহের কোন মূল্যই নাই, অক্ষম। সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) গাউছুল আজমীয়ত সরকারের সম্রাজ্যের সম্রাট বা প্রেসিডেন্ট। অত্র ব্যাখ্যাই সর্বোপরি গ্রহণযোগ্য, প্রমাণ্য ও যুক্তিতে অকাট্য। একদা বাল্যকালে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন তাঁর আম্মাজানের সাথে মীর্জাপুর নানার বাড়ীতে বেড়াইতে যান। ইত্যবসরে হযরত (কঃ) সমীপে খানা আনা হইলে- তিনি পৌত্র দেলাময়নাকে তালাস করিলেন। (প্রকাশ থাকে যে, হযরতের প্রাণ-প্রিয় স্নেহের নাতি দেলাওর হুসাইনকে গাউছে পাক স্নেহের আধিক্যে 'দাদাময়না' 'দেলাময়না' সম্বোধন করিতেন।)

তিনি নানার বাড়ী তশরীফ নিয়াছেন শুনিয়া হযরত কেবলা বলিলেন, 'খানা নিয়ে যাও' দাদা ময়না আসিলে একসাথেই খানা কবুল করিব।

ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, গাউছুল আলামীন হযরত কেবলা (কঃ) খতমে বেলায়ত ও খাতেমুল আওলিয়া শজরাতুল ইয়াকীনে মহাপ্রভুর আদি প্রকাশ 'কুন্ত কনজান্ ফখফিয়া' জীল্লে মুহাম্মদী (সঃ)। সুতরাং তিনি মহানের মহান সর্বশ্রেষ্ঠ

একদা সৈয়দ হাশেম ছাহেব হযরত আক্দাসের (কঃ) বড় নাতি সৈয়দ মীর হাসান সাহেবকে নিদ্রা হইতে কর্কশভাষায়

ডাকিতে শুনিয়া হযরত কেবলা (কঃ) খাদেমের প্রতি রাগান্বিত হইয়া কালাম করিলেন; মিঞা! রসুলুল্লাহর (সঃ) নাতিদ্বয় হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রঃ) কে চিন না? কাহাকে কর্কশ ভাষায় ডাকিতেছ? আদব কা মকাম আদব করিও।

একদিন জুমার নামাজান্তে এলাকার সরদার সায়াদ উদ্দীন ও আছাব উদ্দিন সহ বিপুল জনতা হযরত কেবলা (কঃ) সমীপে আরজ করিলেন আপনার অজুদ মুবারক দিন দিন বার্ধক্যের পথে, তাই কোনদিন হুজুর জানি আপনার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, হুজুর বর্তমান থাকিতে হুজুরের বড় নাতি মীর হাসান ছাহেবকে গদীতে বসাইয়া গেলে আমরাও আমাদের পরবর্তীগণ হযরতের দরবারে আসিয়া শান্তি পাইতাম, আপনারই দস্তে বায়াত হইতে পারিতাম, এবং হাজত-মকসুদ পূরণের ওসিলা হইত। উত্তরে হযরত আক্‌দাস কালাম করিলেন, 'আমার মীর হাসান মিয়া নাবালেগ, আমার দেলাময়নাই বালেগ (পূর্ণতাপ্রাপ্ত), দেলাময়নাই আমার উত্তরাধিকার খলিফা বা গদীতে বসিবেন। হযরত কেবলা আরও কালাম করেছেন; আমার দেলাময়না আমার বাঁচা ময়নার চেহারার উপর থাকিবে।

এতদ্ব্যতিত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব (কঃ) বাবাভাণ্ডারী কুতুবুল আক্‌তাব গোলাম রহমান ছাহেব (কঃ) এর প্রাণপ্রতিম দুলালী কনিষ্ঠা কন্যা শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন (রহঃ) এঁর 'ছেরেতাজ' বা স্বামী ছিলেন। প্রখ্যাত বুজর্গ অলিয়ে কামেল হযরত মওলানা বজলুল করীম মন্দাকিনী (রঃ) ছাহেবের বাণী মতেও উপরোক্ত সত্য প্রমাণিত হয়। যেহেতুঃ মওলানা (রঃ) মসনবীতে বলেন, 'আওলিয়ার জবান, খোদার জবান, যদিও উহা বাহির হয় বান্দার কণ্ঠনালী হইতে। 'লেছানুল আওলিয়াই সাইফুল্লাহ (আলহাদীছ)' আওলিয়া যবান আল্লার তরবারী।

সুতরাং মওলানা বজলুল করিম (রঃ) লিখিয়াছেন;

দেখে লও কুদরতির শান,
ত্রিজগতের নয়ন জ্যোতিঃ দেলাবাবা জান।।
গাউছে ধনের হৃদয়মণি, ইমাম হুসাইন সানি,
শশীমুখ দেখতে সবের ফেটে যায় প্রাণ।।
তিনি যারে দয়া করে, গাউছে ধনে চায় তারে,
মওলানাজী বাসে ভালো পাছে পরিত্রাণ।।

উপরোক্ত শে'র এ 'ত্রিজগতের' বলিতে কোন অলি বাদ পড়ার কথা নয়। সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব (কঃ) যাহাকেই অনুগ্রহ, দয়া ও মুহাব্বত করিবেন, হযরত কেবলা কাবা (কঃ) শুধু তাহাকেই চাহিবেন এবং গাউছে দাওরাঁ কুতুবুল আলম বাবাভাণ্ডারী গোলাম রহমান (কঃ)ও তাহাকে ভালবাসিবেন, আলহামদুলিল্লাহ। শেষ যমানায় তিনি বেলায়তে মুতলাকায়ে আহমদী বা বেলায়তে জীল্লে মুহাম্মদী (সঃ)'র দরওয়াজা স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন। দরবারে গাউছুল আলামীনের (কঃ) যেদিকেই দৃষ্টিপাত করুন, সেখানেই তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যসম সমুজ্জ্বল বিদ্যামান। কিন্তু তিনি কোন আড়ম্বরমূলক উপাধি ব্যবহার করিতেন না; লিখিতেন, শুধু 'খাদেমুল ফোক্‌রা', তদুপরি, তিনি তাঁর রওজা শরীফ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। প্রখ্যাত বুজর্গ হযরত মুছাহেব উদ্দীন শাহপুরী (রঃ) লিখেন,

সরল সুবিজ্ঞ অতি, সূক্ষ্মদর্শী তিক্ষ্মমতি,
ভবে আঁখি পূর্ণ জ্যোতিঃ পুরুষ মহান।।
পরশের পরশমণি, ভাণ্ডারীর পৌত্র তিনি,
ইমাম হুসাইন যেন নবীজীর নিশান।।

উক্ত বুজর্গের কালাম মতে মকায়্যীদা যুগে ইমাম হোসাইন (রঃ) যেমন নবী করীম (সঃ) এঁর প্রাণতুল্য আদরণীয় ছিলেন, তদ্রুপ মুৎলাকা যুগেও তিনি হযরত আক্দাসের (কঃ) প্রাণতুল্য ছিলেন।

খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কিঞ্চিত স্বীয় আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন ঃ

আহ্বান আসিল মোরে মর্তুজা হইতে।
নুরে চেরাগে আহমদ মুস্তাফা হইতে।
সামনে আছে কাবা আমার পেশ কদমে চলেছি।
দেমাগেতে 'ছুন্নার ছায়া' সূক্ষ্ম মাথা গড়েছি।।
ধনে ধ্যানে প্রাণে রূপে কতইভাবে বুঝেছি।
সর্বস্থানে তোমার রূপ আমার ভালে দেখেছি।।
হোসাইন তোমার পাগল পারা সর্বস্থানে বিরাজমান।
এদিক ওদিক দুদিক ছেড়ে জোড় কদমে আগুয়ান।।

মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন ছাহেব (কঃ) বিশ্বমানবের প্রতি যে বিচারসাম্য রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে কেহ মনে করিতে পারেন নাই যে, আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন। সকলেই মনে করিতেন, আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। সকলের চাহিদা ও মনোভাব অনুযায়ী তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তায় জগতবাসীর জন্য তিনি দর্পন তুল্য ছিলেন।

শাহান শাহ্ সৈয়্যদেনা জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে 'ফয়জে ইত্তেহাদী' দানকালে তাঁর বিশ্বজয়ী বেলায়তের মহাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁর আধ্যাত্ম খোদায়ী শক্তি অর্থাৎ (ফয়জে ইত্তেহাদী) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন শাহান শাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে। মুর্শিদের-এ-তাওয়াজ্জোতে হযরত জিয়াউল হকের (কঃ) প্রাণপাখির কোথায় কি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা কারও সাধ্য নাই। তাওয়াজ্জোর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও প্রলয়ে তাঁর মানবীয় হাস্তি ভষ্মিভূত হইয়া 'ওয়াআশ্ ফক্না মিনহা' ঘর্মাক্ত দেহে কয়েকদিন অচৈতন্য অবস্থায় বেহুশ ছিলেন। এই একই তাওয়াজ্জোতে তিনি ছায়েরে মা আল্লাহ অতিক্রম করিয়া যুগের বিশ্বওলীর স্তরে উন্নীত 'শাহান শাহ' লকবে ভূষিত হন। অছি-এ-গাউছুল আযম (কঃ) কালাম করেছিলেন, 'আমি যে শক্তি তার উপর ঢেলেছি, তাহা যদি মনির পাহাড়ে ঢালিতাম, পাহাড় ভষ্মিভূত ও ধুলিসাৎ হইয়া সুরমা হইয়া যাইত, সাগরে ঢালিলে সাগর জলশূন্য হইয়া মরুভূমি হইয়া যাইত। আমার রক্তের বান (ঔরসজাত পুত্র) বলিয়া টিকিয়া আছে।" সুতরাং তাঁর মহাশক্তির পরমাণুও কলমের কালিতে আনার প্রচেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত আক্দাস কেবলা কাবা (কঃ) কালাম করেছেন, 'আমার গাউছিয়ত সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক জারী থাকিবে'। আল্হামদু লিল্লাহ।

এই মহাবাণীর সত্যায়ীতে ও বাস্তবায়নে অছী-এ-গাউছুল-আযম (কঃ) বিভিন্ন কালামে বলেছেন, আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। সৈয়দ এমদাদুল হক মিয়াকে আমার স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে ও গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্থ করিলাম" মারহাবা! আলহামদুলিল্লাহ! ইতিপূর্বে উল্লেখিত সজরা-এ-কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারীয়ার ৩৯নং বর্তমান নায়েবে গাউছুল আযমের (কঃ) পরিচিতি ও তাঁর গাউছুল আজমীয়তের সত্যায়িত অনুল্লেখ থাকিলে অত্র প্রবন্ধ একেবারেই মূল্যহীন হইয়া পরিবে। সুতরাং পাঠক-পাঠিকা ও জগতবাসীর পক্ষে অবশ্যই 'সমুদ্র পথের তরণী' কে- (অর্থ ঃ কীশ্তী এ-চিরাতুলবাহার) ঃ জানা প্রয়োজন।

তাজেদারে বেলায়তে মোত্লাকা-এ-আহমদী, খাতেমুল আওলিয়া মুজাদ্দিদে জমান, কুতুবুল আলামীন, হযরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কেবলা কাবা কাদ্দাসা সিররাহুল আজীজের একমাত্র পুত্র কামেলে কমাল, শাহজাদা-এ-গাউছুল আযম শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দেনা ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (রঃ) গাউছে পাকের পূর্বে ওফাত হয়েছেন। তাঁহারই একমাত্র ঔরসজাত একমাত্র বিদ্যমান পুত্র গাউছে পাকের (কঃ) একক উত্তরাধিকারী, ফয়ুজাতের দরজায়ে গাউছুল আজমীয়ত, সৈয়দেনা মওলানা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ)। এই আধ্যাত্ম মহামানব, অছী-এ-গাউছুল আযম (কঃ) এঁর তৃতীয় পুত্র-হযরত গাউছে পাকের (কঃ) দোয়ার মেহরাব গদী শরীফের মালিক-স্থলাভিষিক্ত এই সজরাভুক্ত ৩৯নং এ পীর-এ-কামেলীন, ছাহেবে ফয়ুজাত, হাজত-মকসুদ পূরণের মাধ্যম, মকবুলিয়তে দোয়ার ইয়াদুল্লাহি আইদী' হীম' 'ওয়াতাছিমু বেহাবলিল্লাহ' কুরআন মজীদ মতে সাব্যস্থ, হাজীউল হারামাঈন, দরজা-এ-অছি-এ-গাউছুল আযম (কঃ) গাউছে খোদার কুরসীর একক স্বত্ত্বাধিকারী সৈয়দেনা শাহজাদা হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। ইনিই গাউছে পাকের কুরসীর তথা সিংহাসনের বায়াত দানকারী একমাত্র পীর ছাহেব কেবলা। তাঁর সম্পর্কে সুলতানুল আওলিয়া অছী-এ-গাউছুল আযম সৈয়দেনা শাহ্ ছুফী দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মানব সভ্যতা বই-এ কালাম করেছেন ঃ "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা, ভবিতব্য খোদা-ই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত ''আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী'' সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতীর সফলতার উদ্দেশ্যে ''হানেফী মজহাব'' এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেই ভবে কামেল অলি উল্লাহ্র নির্দেশিত উত্তরাধীকারী গদির ''সাজ্জাদানশীন'' সাব্যস্থ তদমতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে ''সাজ্জাদানশীন'' মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পন করিলাম।''

আমার মুর্শেদ কেবলা অছীয়ে গাউছুল আযম সৈয়দেনা মওলানা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ওরশ শরীফের লিপলেট বা ইস্তেহারে লিখিতেন, "ওরশ শরীফের জন্য আনিত পশ্বাদি ও অন্যান্য সওগাত, নজর-নেওয়াজ এবং খরচের টাকা -পয়সা ইত্যাদি দরগাহ পুকুরের পশ্চিম দিকে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীনের নির্দিষ্ট আসনে দাখিল করতঃ নামীয় রশীদ গ্রহণ করিয়া ওরশ শরীফ নেয়াজের খেদমতে শরিক হইবেন"। সুতরাং এই লেখা, নীতি ও আদর্শ মতে ওরশ শরীফের জন্য আনীত যাবতীয় হাদীয়া, নজর-নেয়াজ কার হাতে, কোথায়, কোন খানে গছাইয়া দিতে হইবে, তা উপরোক্ত বাণী মতে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। ইহার অন্যথা করিলে জায়েরীন, হাজতী-মকসুদীগণের উদ্দেশ্য ও হাজত মকসুদ গাউছে পাক (কঃ) ও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হইবে কিনা তা নরাধমের বুদ্ধির অগোচর।

জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে অছিয়ে গাউছুল আজম (কঃ) ঘোষণা করেন-

''সৈয়দ এমদাদুল হক হানাফি মজহাব সুন্নতে এজমা বিধি ফতোয়ামতে আমার মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত।''

"এতদ্সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা সজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন এই গাউছিয়তজারী সফলতা দানকারী সাব্যস্থ করিলাম।''

'এই গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্থ কলিম' কালামে গাউছে পাক হযরত কেবলার (কঃ) বাণী 'আমার গাউছিয়ত সরকারের এই নীতি হাশর তক জারী থাকিবে' উপরোক্ত কালাম সমূহ হযরত কেবলা কাবার (কঃ) এই মহাবাণীর সাক্ষ্য বা মাধ্যম নয় কি? নরাধমও প্রায় এক যুগ ধরে আমার মুর্শিদ কেবলা অছীয়ে গাউছুল আযম (কঃ) দোয়া ও দীক্ষা গ্রহণ আকাঙ্ক্ষী নবাগত আগন্তুককে কালাম করিতে শুনিয়াছি যে, 'আমি খুইল্ল্যা মিয়াকে গাউছিয়তের খেলাফত প্রদান করে আমার গদীর উত্তরাধিকার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়াছি, তাঁর হাতেই তোমরা বাইয়াত ও জিকিরের তরতীব গ্রহণ কর।"

পাঠক! লক্ষ্য করেছেন কি? সাজ্জাদানশীন ছাহেবের যতই বয়স বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই হুবহু অছিয়ে গাউছুল আযমের (কঃ) চেহারা মুবারক ও ছুরত ছবি আসিয়া যাইতেছে। তদুপরি, এমনিতেও তাঁর চেহারা মুবারক স্বীয় পিতৃদেবের মতই। স্মর্তব্য যে-মাখ্লুকাত সৃষ্টির পূর্বে 'নুরে মুহাম্মদী'কে 'সজরাতুল ইয়াকীন' নামক বৃক্ষে আল্লাহ পাক রাখিয়াছিলেন। এখানে-সজরার আভিধানিক অর্থ বৃক্ষ হলেও মর্মার্থ এই যে, নুরে মুহাম্মদীর (সঃ) অর্পন, প্রতিফলন, পার্সেল। অর্থাৎ কলব-এ-কলব-এ 'সিরাজাম্ মুনীর' ধারাবাহিক স্থানান্তরিত হওয়া। আরও খোলাসা এই যে, নুরে মুহাম্মদ (সঃ) হইতে যে সুন্নতে মুস্তফা (সঃ) পীরি-মুরীদি প্রথা চালু থাকিয়া অন্ধকারে পতিত মানবগণকে খোদায়ী আলোতে টানিয়া আনিতেছেন, উহাই 'সজরা'। আর ইয়াকীন অর্থ-দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং হুজুর পাকের (সঃ) এই পীরি ধারার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ বাইয়াত গ্রহণই 'সজরাতুল ইয়াকীন' শব্দের হাকীকত হয়। সজরাতুল-ইয়াকীনে যখন নুরে মুহাম্মদীর নিশ্চিত অবস্থান, তখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল যে, সৈয়্যদেনা হযরত এমদাদুল হক (মঃ জিঃ আঃ) এবং তৎপরবর্তী সাজ্জাদানশীন, অতঃপর তৎপরবর্তী, এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত-অছী-এ-গাউছের (কঃ) বাণীঃ 'গাউছিয়তের সফলতা দানকারী' কালাম বাস্তবায়িত থাকিবে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং হুজুর পাকের (সঃ) পীরি ধারাবাহিকতা বৃক্ষেই নুরে মুহাম্মদীর নিশ্চিত অবস্থান, মারহাবা।

'একদা বাল্যকালে বর্তমান সাজ্জাদানশীন হুজুরের ভীষণ অসুখ হয়েছিল, বহু চিকিৎসার পরও কোন আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেল না। একেবারে শয্যাশায়ী মরণোন্মুখ দেখে বাবাজান (কঃ) গাউছে পাকের (কঃ) রওজা শরীফে তশরীফ নিয়ে ফরিয়াদ করেন, 'ইয়া গাউছুল আযম (কঃ) আপনার গাউছুল আজমীয়তের ছদকা হিসাবে আমার এমদাদ মিয়াকে আরোগ্য করিয়া দিন। আমি এই ছেলেকে আপনার দরবারে ঝাড়ুদার বানাইব'। এই প্রার্থনার পর হইতে শিশু এমদাদুল হক ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। এ ঘটনাটি আমাদের পীর ভাই, বিশিষ্ট খাদেমগণ, ভক্তবৃন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট বিশেষ ঘটনা বা গাউছে পাকের বিশেষ মেহেরবাণী হিসেবে আলোচিত ঘটনা হিসাবে জারী আছে। 'আপনার দরবারের ঝাড়ুদার বানাইব' হযরত কেবলা কাবার (কঃ) বাণী ঃ 'আমার গাউছিয়ত সরকারের এই প্রকৃতি হাশরতক জারী থাকিবে' এই অর্থেরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। অছী-এ-গাউছুল আযমের (কঃ) বাণী 'হযরত কেবলা কাবার (কঃ) বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব বেলায়ত পরিচিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরিলে ধর্মপ্রাণ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।

সুতরাং হাকিকতান তাঁর অর্থ এই যে, গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) এই বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজমীয়ত ও সঠিক বেলায়ত পরিচিতি প্রচার-প্রসার কিয়ামত পর্যন্ত চলমান ও জারী রাখার পথে যত রকম ময়লা, আবর্জনা, আগাছা-পরগাছা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইবে, সমস্তই এই সৈয়্যদেনা এমদাদুল হক ছাহেব কেবলা (মঃ জিঃ আঃ) তাঁর গাউছিয়তের উত্তরাধিকারীত্বে, আধ্যাত্মিক শক্তি ও বেলায়তে ওজমার ফজীলতে রব্বানীর 'ঝাড়ু দ্বারা' পরিষ্কার করিবেন। কণ্ঠক-আগাছা নিশ্চিন্ন করতঃ 'চেরাতোয়াল্ মুস্তাকীম' কে কুসুমাস্তীর্ণ করিবেন। যাহাতে হাশর পর্যন্ত গাউছিয়তের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব ধারাবাহিক চলমান ও অব্যাহত থাকে; আলহামদুলিল্লাহ! যেহেতু তিনি বিশ্বজয়ী বেলায়তে ওজমা গাউছুল আজমীয়তের 'কুরসীর' ধারক-বাহক' স্থলাভিষিক্ত একক স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত।

অছী-এ-গাউছুল আযমের (কঃ) উপরোক্ত কালাম পাক; 'আপনার দরবারের ঝাড়ুদার বানাইব' বাণীর ইহাই শুদ্ধ সঠিক নির্ভুল ব্যাখ্যা, এই কারণেই অছী-এ-গাউছুল আযম (কঃ) কালাম করেছেন, 'আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিয়া (মঃ) কে আমার স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিলাম'।

পাঠক! একি দেখিতেছি! দেখুন, দেখুন, অন্তর চক্ষুধারীরা উর্দ্ধমূখে দৃষ্টিপাত করুন। সাজ্জাদানশীন কেবলার (মঃ) দস্ত মুবারকে উত্তোলিত 'লেওয়া-এ-আহমদী ঝাণ্ডা' লোহিতাকারে মহাশূন্যে বায়ুর সহিত ক্রিয়া করিতেছেন। এ-কি আমার কল্পনা? না স্বপ্ন? না ভ্রম? না বাস্তব? যাহাই হউক, ওহে বিশ্ববাসী! জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চলুন, মুক্তির সন্ধানে-সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাজীউল হারামাইন, পীরে কামেলীন

সৈয়্যদেনা-মুর্শেদানা এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা (মঃ জিঃ আঃ)-র পদাশ্রয় গ্রহণ করি।

ওহে সাজ্জাদানশীন কেবলা! (মঃ) সু-সংবাদ, আপনার বিজয় সুনিশ্চিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করেন ঃ 'নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি, সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না (সূরা বাকারা ১১৯ আয়াত)' 'আপনার সবকিছুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করেন, আপনি জালীমদের অন্তর্ভূক্ত হবেন (সূরা বাকারা ১৪৫ আয়াত)' এবং নিশ্চয় তাদের একটা দল জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করে (সূরা বাকারা ১৪৬ আয়াত)' 'নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রথম হতেই ফিৎনা চেয়েছিল। এবং হে মাহবুব! আপনার জন্য তাঁরা কার্য প্রণালীকে ওলট-পালট করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সত্য আবির্ভাব হল, তখন তা তাদের অপছন্দ হয়েছিল'

(সূরা তওবা ৪৮ আয়াত)

'যদি আপনার কোন মঙ্গল হয়, তবে তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে, তবে তারা বলে, আমরা আমাদের কাজ পূর্বেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, (সূরা তওবা ৫০ আয়াত) '(যারা স্বার্থান্বেষী, সুযোগ সন্ধানী) তাদের মধ্যে আপনার নিকট কেউ এভাবে আরজ করবে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিৎনায় জড়িত করবেন না। শুনে নিন! তারা নিজের ফিৎনার মধ্যে পড়েছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে-অস্বীকারকারীদেরকে'

(সূরা তওবা ৪৯ আয়াত)

'(স্বার্থান্বেষী মুনাফিকরা) যদি পায় কোন আশ্রয়স্থল, অথবা গীরি গুহা, কিম্বা সংকুলান স্থান, তবে অবাধ্য হয়ে সেদিকে ফিরে যাবে (তওবা ৫৭ আয়াত)' সুতরাং তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ যেন আপনাকে বিস্মিত না করেন, আল্লাহ এটাই চান যে, পার্থিব জীবনের মধ্যেই ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তাদের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাক (সূরা তওবা ৫৫ আয়াত)' সুতরাং স্থির থাকুন, যেমন আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যিনি আপনার পক্ষ অবলম্বন করেছেন (তাদেরকে নিয়ে)। এবং হে (পক্ষাবলম্বনকারী) লোকেরা! কারও প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করো না, নিশ্চয় তিনি তোমাদের কর্মপ্রত্যক্ষ করছেন, (সূরা হুদ ১১২ আয়াত) এবং যালীমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, পড়লে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে (সূরা হুদ ১১৩ আয়াত)' এবং অস্বীকারকারীদের বলে দিন, তোমরা নিজের স্থানে কাজ করে যাও, আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি, (সূরা হুদ ১২০ আয়াত)। উল্লেখিত আয়াতে করীমাসমূহ নাছেখ-মনছুখ বা গায়র মনসুখ নহে। তাই, এই আয়াত শরীফের হুকুম, আদেশ, নিষেধ বা সর্তকবাণী প্রত্যেক ধর্মপ্রচারকারী ও তাঁর সহযোগীদের প্রতি অনন্তকালের জন্য স্থায়ী ও অকাট্য। যেহেতু, কুরআন মজীদ সর্বশেষ আসমানী কেতাব। পরিশেষে অছীয়ে গাউছুল আযমের (কঃ) অনুকরণে বলিতে হয়-ওহে সাজ্জাদানশীন কেবলা (মঃ) ! ওহে সপ্তগ্রহ কবলমুক্ত জীতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ! ধন-সম্পদের মায়া-মোহ, পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, অহংকার, আত্মগরিমা কৃপণতা ইত্যাদিতো আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আপনার মধ্যে দলীয়করণ, দুর্নীতির প্রশ্রয় ইত্যাদির লেশমাত্র নেই। সুতরাং আপনার গাউছিয়তের উত্তরাধিকারীত্বের বেলায়তের ঝাণ্ডা হাতে দ্রুত হতে দ্রুততর কাফেলার অগ্রনায়ক হিসাবে আগুয়ান হউন। আপনি তো এখন কারামুক্ত! কাফেলা বহুদূর পিছিয়ে গেছে। পিছনের কাফেলার আওয়াজও কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। আপনার লোহিত ঝাণ্ডা মহাশূন্যে উড্ডিয়মান দেখে কাফেলা ফিরে আসুক কাতারবন্দিভাবে। আপনার তৌহিদী হায়দরী রণহুংকারে তৌহিদী জনতার নিদ্রা ভঙ্গ করে দিন। শতাব্দির 'দাওরা' শেষে ইসলাম নব জীবন লাভ করুক, খোদা হাফেজ।

আপনার উপর মহান পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় আপনাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। হে আল্লাহ! সাজ্জাদানশীন কেবলার (মঃ) বিজয় ও ইসলামের পূণঃজাগরণের প্রার্থনা করে নরাধমের তুচ্ছ প্রবন্ধের ইতি টানিলাম।

সদস্য ঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রশিদের ঘোনা, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৮ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্‌রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০১৫

টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৪৬

টেলেন্টপুল
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩১১০

এ-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৫৪

এ-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৩১

এ-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩১১১

এ-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৮০

এ-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৫৮

জেনারেল-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৬০

জেনারেল-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০২৬

জেনারেল-গ্রেড
৪র্থ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩০৩৭

টেলেন্টপুল
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৬৪

টেলেন্টপুল
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫০৬

টেলেন্টপুল
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৬৬

এ-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৭২

এ-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৭১

এ-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫২৬

জেনারেল-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৬৫

জেনারেল-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫৮০

জেনারেল-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৬০৪

জেনারেল-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫১৪

জেনারেল-গ্রেড
৫ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৩৫০৭

টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫০৯

টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬২৩

টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬৪৮

এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫৫৩

এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪০৬৫

এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫৫৪

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬২১

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫০৮

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৮ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫৪৯

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫৩৯

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৬২৬

বিশেষ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫২৫

বিশেষ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪০১০

বিশেষ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪৫১৪

বিশেষ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৪০১৭

টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬৫৫

টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬০৭

টেলেন্টপুল
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬৩৮

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬৬০

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫২২

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৩৩

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৮০

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬০৫০

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৮২

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬৫৯

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬০৪৪

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৪৪

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬০২৬

বিশেষ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৯৬

বিশেষ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬৩৩

বিশেষ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৬০২

বিশেষ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (স্কুল)
রোল নং- ৬৫৯৩

টেলেন্টপুল
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৭৫০২

এ-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৭০১৯

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৭০২২

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৭০২১

জেনারেল-গ্রেড
৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৭০২৪

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা)
রোল নং- ৮০২১

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৮ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্‌রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

এ-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্‌রাসা)
রোল নং- ৮০৪৭

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্‌রাসা)
রোল নং- ৮৫২৯

জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্‌রাসা)
রোল নং- ৮০১৭
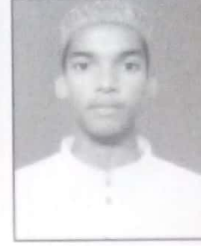
জেনারেল-গ্রেড
৭ম শ্রেণি (মাদ্‌রাসা)
রোল নং- ৮০৪৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি পরীক্ষা-২০১৮ এর

ফলাফল বিবরণী

আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) এঁর পৃষ্টপোষকতায় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর অঙ্গ সংগঠন মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত গত ১৭ অক্টোবর'১৮ তারিখে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত "গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি পরীক্ষা-২০১৮" এর ফলাফল নিম্নে প্রকাশ করা হল ঃ

বৃত্তির ক্যাটাগরি	৪র্থ শ্রেণী রোল নং	৫ম শ্রেণী রোল নং	৬ষ্ঠ শ্রেণী (স্কুল) রোল নং	৭ম শ্রেণী (স্কুল) রোল নং	৬ষ্ঠশ্রেণী (মাদ্‌রাসা) রোল নং	৭ম শ্রেণী (মাদ্‌রাসা) রোল নং
টেলেন্টপুল	৩০১৫, ৩০৪৬, ৩১১০	৩৫৬৪, ৩৫০৬, ৩৫৬৬	৪৫০৯, ৪৬২৩, ৪৬৪৮	৬৬৫৫, ৬৬০৭, ৬৬৩৮	৭৫০২	
এ-গ্রেড	৩০৫৪, ৩০৩১, ৩১১১	৩৫৭২, ৩৫৭১, ৩৫২৬	৪৫৫৩, ৪০৬৫, ৪৫৫৪	৬৬৬০, ৬৫২২, ৬৫৩৩, ৬৫৮০	৭০১৯	৮০২১, ৮০৪৭
জেনারেল-গ্রেড	৩০৮০, ৩০৫৮, ৩০৬০, ৩০২৬, ৩০৩৭	৩৫৬৫, ৩৫৮০, ৩৬০৪, ৩৫১৪, ৩৫০৭	৪৬২১, ৪৫০৮, ৪৫৪৯, ৪৫৩৯, ৪৬২৬	৬০৫০, ৬৫৮২, ৬৬৫৯, ৬০৪৪, ৬৫৪৪, ৬০২৬	৭০২২, ৭০২১, ৭০২৪	৮৫২৯, ৮০১৭, ৮০৪৮
বিশেষ-গ্রেড			৪৫২৫, ৪০১০, ৪৫১৪, ৪০১৭	৬৫৯৬, ৬৬৩৩, ৬৬০২, ৬৫৯৩		

(বিঃ দ্রঃ বৃত্তি প্রাপ্তদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ত্রি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন-২০১৮ অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১২ অক্টোবর ২০১৮ শুক্রবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সকালে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় সভাপতি আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:)।

পরে আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ও কেন্দ্রীয় সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এর পরিচালনায় কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন- আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

তিনি বলেন-তরিকত পন্থিরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। তারা কখনও সংঘাতে লিপ্ত হয় না। আপনারা সমাজে শান্তি বজায় রাখার লক্ষে কাজ করবেন। জীবনে রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করবেন। আমরা যদি রাসুলের আদর্শ মেনে কাজ করি তাহলে সমাজে পরিবর্তন আসবে, শৃংখলা আসবে। এছাড়া সংগঠনের সকলকে শরীয়ত পালনে উৎসাহিত করেন।

কাউন্সিলে কেন্দ্রীয়, সকল জেলা ও মহানগর, উপজেলা, থানা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, দারুত তায়ালীমের প্রতিনিধি, জায়গা দাতা, মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন, মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ,গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া ওলামা কমিটি, মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া সাহিত্য সাংস্কৃতিক কমিটি, মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া প্রচার কমিটি, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী রিসার্স ইনস্টিটিউটের প্রায় দেড় হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিলে ২০১৮-২০২১ সালের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে নির্বাচিতরা হলেন- সভাপতি সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:), সহ-সভাপতি, নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:), সচিব- শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, যুগ্ম সচিব- অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়া, দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক- আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক- এনামুল হক বাবুল, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক-মোশাররফ হোসাইন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মহিউদ্দীন এনায়েত, দপ্তর সম্পাদক- আলী আজগর চৌধুরী (আহসানুল হক বাদল ভারপ্রাপ্ত), আইন বিষয়ক সম্পাদক- রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- সেলিম আহমদ খান।

কাউন্সিল শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করেন আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:)।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরিক্ষা-২০১৮ অনুষ্ঠিত

মানব কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর অনুমোদনক্রমে বর্তমান সমাজে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করার লক্ষে মননশীল মেধা ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি গড়ার মানসে প্রতি বছরের ন্যায় এই বারও গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি পরিক্ষা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি-২০১৮
তারিখঃ ১৭ অক্টোবর ২০১৮ইং
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন

আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এঁর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ৫ম বারের মত এইবারও 'গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরিক্ষা-২০১৮' গত ১৭ অক্টোবর, বুধবার সকাল ১০:৩০ থেকে ১২:৩০মি. সময়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৪ সাল হতে অদ্য ২০১৮ পর্যন্ত এই মেধাবৃত্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে এই মেধাবৃত্তি পরিক্ষার আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্‌রাসা এই পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করে। প্রাইমারী পর্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি, স্কুল পর্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি এবং মাদ্‌রাসা পর্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির মেধাবি শিক্ষার্থীগণ এই পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করে।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরিক্ষা-২০১৮ গত ১৭ অক্টোবর, বুধবার সকাল ১০:৩০ থেকে ১২:৩০মি. সময়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ১১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৯২৬ জন পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করে।

সকাল ১১টায় আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ড. আতিকুর রহমানসহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাগণ, চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর এবং বৃত্তি পরিক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ পরিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবন গঠনে উসুলে সাব'আ বা সপ্ত কর্ম পদ্ধতির ভূমিকা শীর্ষক মত বিনিময় সভা

মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্যতম দিক হচ্ছে উসুলে সাব'আ। যেটি অনুসরণ করলে সকল জাতীর মানুষের জীবন-শান্তি, শৃংখলা ও দৈনন্দিন জীবন সহজ সরল হয় এবং এই উসুলে সাব'আ মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্ত ও মুরিদানরা নিজেরা

অনুসরন করে থাকে। যার প্রেক্ষিতে অন্যদের তুলনায় তাদের জীবন সহজ সরল এবং সুন্দর হয়ে যায়। গত ১৭ অক্টোবর'২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এই মত বিনিময় সভা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ড. আতিকুর রহমানের পরিচালনায় বিকাল ৩টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক- ড. শেখ শাদী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক- ড. মওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, ঢাকা আহসান উল্লাহ সুফিজম ইনস্টিটিউট এর পরিচালক এবং দৈনিক প্রথম আলোর নিয়মিত কলামিষ্ট শায়খ মওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ রিদোয়ান গণি এবং আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিশেষ করে ফটিকছড়ি, হাটহাজারী এবং রাউজানের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র সমাজ, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর কেন্দ্রীয়, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে খত্‌মে কোরআন, খত্‌মে বোখারী ও খত্‌মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সঃ) অনুষ্ঠিত

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) এঁর আয়োজনে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে আখেরী চাহার শোম্বা উপলক্ষে গত ০৭ নভেম্বর ২০১৮ ইংরেজী বুধবার, পবিত্র খত্‌মে কোরআন, খত্‌মে বোখারী ও খত্‌মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সঃ) অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯ টায় হতে বাংলাদেশের স্বনামধন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওলামায়ে কেরামগণ খত্‌মে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সঃ) পাঠ করেন। দুপুর ১২ টায় দোয়া ও আলোচনা সভা শুরু হয়। শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের সঞ্চালনায় দোয়া ও আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশন এবং মুরশিদ কেবলার লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআ)। প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-শেরে মিল্লাত হযরাতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব। অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুফতী সৈয়দ অছিয়র রহমান আল কাদেরী, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ ছগির আহমদ ওসমানী, আলহাজ্ব মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হক্কানী, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আলহাজ্ব মওলানা ছালেকুর রহমান, আলহাজ্ব মওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, আলহাজ্ব মওলানা আহমদ হোসাইন আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, আলহাজ্ব ক্বারী মওলানা সৈয়দ আবু তালেব, হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ মওলানা বদিউল আলম রেজভী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি ইব্রাহিম আল কাদেরী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইসমাঈল নোমানী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা আবুল এরফান হাশেমী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান, আলহাজ্ব মওলানা শহিদুল হক হোসাইনী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মোরশেদুল হক, হযরতুলহাজ্ব অধ্যাপক মওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী, ড. মওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করিম, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ আনসারী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজিজ আনোয়ারী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা অধ্যক্ষ সৈয়দ মুহাম্মদ খুরশিদ আলম, হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম নঈমী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুস শুক্কুর আনসারী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবদুচ্ছালাম শরীফী, মওলানা মুহাম্মদ আবু আহমদ আযহারী, আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক আল কাদেরী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা আনোয়ার হোছাইন আল কাদেরী, আলহাজ্ব ড. মওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী ,আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বশিরুল আলম, আলহাজ্ব মওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী, মওলানা মুহাম্মদ হাসান আযহারী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হাফেজ মুহিদ্দীন আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা আজগর আলী আজমী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী খান এগ্রো ফিড এর এমডি আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান এবং ইন্টারপোর্ট শিপ এজেন্টস লিঃ এর পরিচালক আলহাজ্ব সৈয়দ সোহেল হাসনাত সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দারুত্ব-তায়ালীমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। এছাড়া আলোচনা ও মোনাজাত পেশ করেন শেরে মিল্লাত আলহাজ্ব আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা গত ০১ নভেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতির বাদ মাগরিব মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে মহামান্য সভাপতি আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) সভায় সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মোন্তাজেমে দরবার, যুগ্ম সচিব অধ্যাপক মেজবাউল আলম শৈবাল, দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এনামুল হক বাবুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন এনায়েত, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আহসানুল হক বাদল, আইন বিষয়ক সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব সেলিম আহমদ খান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিগত কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচী সমুহ বাস্তবায়ন এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সংগঠনের সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সম্পাদক মন্ডলীদের দায়িত্ব প্রাদন করা হয়। পরিশেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

দক্ষিণ মোহরা শাখায় রক্তদান কর্মসূচী, ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা সেবা এবং শাহাদাতে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর পৃষ্টপোষকতায় মানব কল্যাণের অংশ হিসাবে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতিবার আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) দক্ষিণ মোহরা শাখার উদ্যোগে এবং মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর তত্ত্বাবধানে এবং ফাতেমা বেগম রেডক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এর সহযোগীতায় রক্তদান কর্মসূচী এবং আল নূর চক্ষু হাসাপাতাল এর সহযোগীতায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী সমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান কর্মসূচীতে ৫১ ব্যাগ রক্ত দক্ষিণ মোহরা শাখার সদস্য হতে সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৩০০ জন এলাকার লোককে চশমা ও প্রায়োজনীয় ঔষধসহ ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- সিডিএ চেয়ারম্যান এর ছোট ভাই ওয়েল গ্রুপ এর পরিচালক নজরুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম রেডক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র চট্টগ্রাম এর ইনচার্জ ডাঃ মিনহাজ উদ্দীন তাহের, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহিউদ্দীন এনায়েত, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি আলহাজ্ব শাগুল আলম কন্ট্রাক্টর, কোষাধ্যক্ষ এ এম কামাল উদ্দীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবুল কাসেম ও মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল চৌধুরী সহ মোহরা শাখার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাদ মাগরিব পবিত্র শাহাদাতে কারবালা মাহফিল শুরু হয়। মাহফিলে গুরুত্বপূর্ব আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্‌রাসার পরিচালক হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, মওলানা মুহাম্মদ সালাউদ্দীন। মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলা, মহানগর, থানা কমিটি ও স্থানীয় শাখার সকল পদবীধারী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় এলাকাবাসী ও শাখার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কূলপাগলী দায়রা শাখার বার্ষিক মাহফিল সম্পন্ন

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর অনুমোদনক্রমে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কূলপাগলী দায়রা শাখার বার্ষিক মাহফিল গত ১২ নেভম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আছর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব আলোচনা শুরু হয়।

মাহফিলে বক্তারা বলেন- 'এলমে বাতেন অর্জন করার জন্য একজন পীরে কামেল প্রয়োজন। শরীয়ত চর্চার মাধ্যমে অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি পালনের পাশাপাশি একজন পীরে কামেলের ছোহবতে থেকে এলমে বাতেন অর্জন করে পূর্ণ মানব হয়ে দিদালে এলাহী নসিব হবে।

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নুরুল কবির এর পরিচালনায় এবং শাখা সভাপতি নুরুল আলম এর সভাপতিত্বে মাহফিল পরিচালিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবির চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্‌রাসার কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্য হাফেজ মওলানা আবু মুছা এবং মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল চৌধুরী। এছাড়া লোহাগাড়া উপজেলা কার্যকরী সংসদ, সকল শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় শাখার সকল আশেক ভক্ত মুরিদানগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে শরায়েত মোতাবেক ছেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা শোকাহত
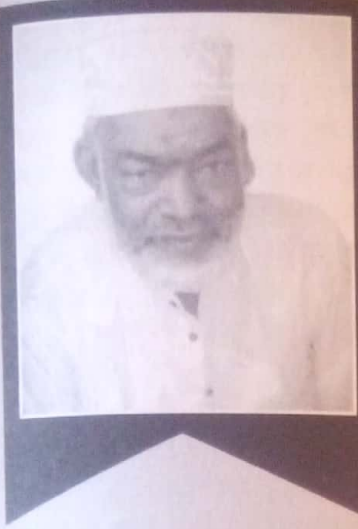
* সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর বিশিষ্ট মুরিদান আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেম্বার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)। ও

* আলহাজ্ব সামশুল আলম সওদাগর, সাবেক জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এবং

* সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এঁর বিশিষ্ট মুরীদান, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক- জনাব মুহাম্মদ আলী আছগর চৌধুরী। আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদের দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, জনাব মুকছুদ আলী (মুকছুদ ভাই) আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালিমের প্রতিনিধি আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সভাপতি, প্রফেসর এম. এ. লতিফ, বরিশাল জেলার সম্মানিত সভাপতি, সেকান্দর আলী হাওলাদার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সহ-সভাপতি, আবদুল হাই মেম্বার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, আবদুল গণি বেপারী, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব নজির আহমদ, আলহাজ্ব মওলানা মহিউদ্দিন আনছারী, সাবেক দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলহাজ্ব মাস্টার ফরিদ আহমদ, সাবেক সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ আবু তাহের চৌধুরী, আইন বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, মোছাম্মৎ লুৎফুন্নেছা, সাবেক সভানেত্রী; ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ, শাহজান আলী ভূঁইয়া, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক-ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ, তাহাদের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।

আমরা শোকাহত!

শোক সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের- সর্ব আলী আসগর চৌধুরী, দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। ওমান আল ওয়াদি কবির শাখার কোষাধ্যক্ষ ও রাউজান, ডাবুয়া শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরু ন্নবী শাহজাহানের মাতা, মোছাম্মৎ মনোয়ারা বেগম। চান্দগাও থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ রুবেলের নানী, নুরুল বশর (কালু মেম্বার) শান্তিরহাট শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ কাজী পাড়া সাতবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ ওসমান, মীরপুর,শাখা, ঢাকা। আবিদুর রহমান, বাঘগাঁও ডালার পাড় শাখা, আমেনা বেগম, সোহালা শাখা দায়রা, সুনামগঞ্জ। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, দোহাজারী জামিরজুরী দায়রা শাখা, মুহাম্মদ নুরুন্নবী, হাশিমপুর দায়রা শাখা, মোছাম্মৎ জোৎস্না বেগম, চন্দনাইশ, মওলানা মঈন উদ্দীন হেলালী, ফটিকছড়ি, আবদুল হালিম, জমিদাতা, পূর্ব মাইজভাণ্ডার, কিপাইতনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। তাহের আহমদ, দারুত তায়ালীমের প্রতিনিধি, গোপালপুর শাখা, নোয়াখালী। মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, গোমদন্ডি দায়রা শাখা, বোয়ালখালী, মুহাম্মদ হাসান, দোহার থানা শাখা, ঢাকা। মুহাম্মদ শাহানুর ইসলাম, সোহালা দায়রা শাখা, মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, ফাজিলপুর শাখা, সুনামগঞ্জ। মোছাম্মৎ জোবাইদা খাতুন, চন্ডিবের মধ্য পাড়া শাখা, কিশোরগঞ্জ। মুহাম্মদ ওলাছ মিয়া, কুলপাগলী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া, মুহাম্মদ নাছির সরদার, সভাপতি, খুনেরচর দায়রা শাখা, মুহাম্মদ রেজাউল, কুচাইপট্টি শাখা, শরীয়তপুর। মরহুম হাফেজ মুহাম্মদ আলী ছিদ্দিকীর মাতা সাহেবানী, মাইজভাণ্ডার, মুহাম্মদ মঙ্গল মিয়া, নুরজাহানপুর, সিলেট, মুহাম্মদ আমিন (খুইল্যা মিয়া), পূর্ব গুমান মর্দ্দন শাখা, হাটহাজারী, নুর আহমদ, দোহাজারী শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ দৌলত খাঁন (বিজয়), নতুন হাট শাখা, রাউজান, আবদুল জব্বার বেপারী, সেকান্দর সরকার, শোলারচর শাখা, মুন্সিগঞ্জ, মুহাম্মদ সৈয়দ হোসেন, মুহাম্মদ আলী মেম্বার, পশ্চিম গোমদন্ডি শাখা, বোয়ালখালী, মুহাম্মদ সিরাজুল হক, চাচই দায়রা শাখা, নড়াইল, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম সোহেল, নাইখাইন শাখা, কাজী বজল আহমদ, ঈশ্বরখাইন শাখা, পটিয়া, মুহাম্মদ শফি মেম্বার, পাঁচ পাড়ার বাসিন্দা, মাইজভাণ্ডার, মুহাম্মদ আবু ইউসুফ সওদাগর, নজুমিয়াহাট শাখা, হাটহাজারী, মুহাম্মদ খায়েছ মিয়া, কচুয়া দায়রা শাখা, মৌলভীবাজার, মুহাম্মদ সৈয়দ, পশ্চিম গুজরা শাখা রাউজান, চট্টগ্রাম। ইকবাল হোসাইন,সহ-সভাপতি, নয়া বাজার শাখা, ঢাকা মোকসেদ আলী,ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ। ফখরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক,সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদ। আবদুস সাত্তার, উপদেষ্টা,পোমরা হাজীপাড়া শাখা। শামসুল আলম নাগু সভাপতি, বাঁশখালী উপজেলা কার্যকরী সংসদ। আবুল কালাম সওদাগর, নানুপুর দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মনজুরা খাতুন, মন্দাকিনী নতুন রাস্তার মাথা শাখা, ফটিকছড়ি, নুর জাহান বেগম, বখ্‌তপুর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। জনাব মুহাম্মদ আবদুল খালেক বয়াতি, মিয়ারচর শাখা, জনাব মুহাম্মদ সৈয়দ চোকদার, নরসিংহপুর শাখা, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মালত, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, জনাব মুহাম্মদ মনসুর গাজী- খুনেরচর শাখা, শরীয়তপুর। জনাব হাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাস্তান, সভাপতি মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটি, জনাব মুহাম্মদ আলী আশরাফ মাষ্টার, গাজীপুর জেলা কমিটি। জনাব শায়েস্তা মিয়ার মাতা, জনাবা রুপজান বিবি, আলুতল শাখা সিলেট। জনাব মুহাম্মদ শহীদ ঢালী, সহ সভাপতি-নিলকমল মাঝিকান্দা শাখা, চাঁদপুর। জনাব মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, দুধমুখা শাখা ফেনী। জনাব মুহাম্মদ হোসেন মীর, কুমিল্লা জেলা কার্যকরী সংসদ। আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।